প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৩৭

জাতীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে মীরা দত্ত কর্তৃক ১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলিকাতা-৯ হইতে প্রকাশিত ও বীণাপাণি প্রেস হইতে কানাইলাল ঘোষ কর্তৃক ১/১এ, গোয়াবাগান স্ট্রীট কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

নান্দীকার ও নাট্যরূপান্তর

১। বাংলাদেশের নাট্যচর্চায় অন্যদেশী নাটকের বহুল পরিবেশনা পঞ্চাশের দশকে বেশ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে, ষাটের দশকে এই প্রবণতায় আরো বৈচিত্র্য আসে। চল্লিশের দশকে গণনাট্য আন্দোলনের প্রেরণায় সমাজবাস্তবের সত্য রূপায়ণের যে আগ্রহ মুখ্য হয়ে উঠেছিল, সেই আগ্রহেই প্রথম বিদেশী নাটকের প্রতি আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ইবসেন, চেহভ, গর্কি প্রমুখ যে স্বাভাবিকবাদী নাট্যকারেরা সাবেকি থিয়েটারের রঙচঙে নাটুকেপনা বর্জন করে সমাজজীবনের এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষেত্র বেছে নিয়ে তাতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন, তাঁরাই পঞ্চাশের দশকের বাংলাদেশে নাট্যচর্চার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্ববহ নাট্যসম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম বহুরূপী, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ ও নান্দীকার, তিনটি সম্প্রদায়ই তাঁদের প্রযোজনার একেবারে প্রথম পর্বেই ইবসেনের নাটক প্রযোজনা করেছেন। বহুরূপী করেছেন 'পুতুলখেলা' ও 'দশচক্র', এল, টি, জি 'গোষ্টস' ও 'এ ডলস্ হাউস', নান্দীকার 'বিদেহী'। স্বাভাবিকবাদী থিয়েটারের নাট্যধর্মকেই এই সময়ে বাঙালী নাট্যচর্চার প্রাণধর্ম বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। এই নাট্যধারার আন্তর্জাতিক প্রয়োগ-শৃঙ্খলার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার শৈল্পিক দায় নাট্যনির্দেশকেরা একভাবে যেন উপলব্ধি করেছিলেন। অবশ্য এই উপলব্ধির মধ্যেও শিল্পদৃষ্টির তারতম্য ছিল। মনে আছে, ১৯৫৩ সালে এল, টি, জি-র 'গোষ্টস' প্রযোজনায় নরওয়ের ইবসেনি আমলের মঞ্চপরিবেশ ও পোশাকআশাকেই নাটকের চরিত্রেরা বাংলায় কথা বলেছিলেন। যদি একটা বিদেশী নাট্যরূপকে নাট্যরূপ হিসেবেই আত্মীকরণের লক্ষ্য থাকে, তবে এই পন্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। গভীর শ্রদ্ধা ও খানিকটা দূরত্ববোধ নিয়েই বিদেশী নাটকের অভিজ্ঞতায় এই পদক্ষেপ যে-কোন নাট্য-

সম্প্রদায়ের আত্মশিক্ষায় বিশেষ ফলদায়ী হতে পারে ! অন্যদিকে দর্শকমণ্ডলীকেও যদি এই অভিজ্ঞতায় জারিত করে নিয়ে তাঁদের অন্যতর নাট্যদৃষ্টি বা নাট্যচেতনায় দীক্ষিত করে তোলার কোন ইচ্ছা থাকে, তবে অপরিচিত মঞ্চপরিবেশ দর্শকদের যেন খানিকটা দূরে ঠেলে দেয়, নাটকের প্রাণকেন্দ্রে তাঁরা যেন পৌঁছোতে পারেন না ; এই বিবেচনায় বিদেশী পরিবেশ ও চরিত্রগুলিকে সম্পূর্ণ দেশী করে নেওয়ার পক্ষে একটা যুক্তি থাকতে পারে। গর্কির 'লোয়ার ডেপ্‌থ্‌স্' থেকে 'নিচের মহল' প্রযোজনাকালে এল, টি, জি এই নীতি মেনেছিলেন। 'অয়দিপাউস' বাদে বাকি সব বিদেশী নাটক প্রযোজনায় বহুরূপীও এই রূপান্তরের নীতিই অবলম্বন করেছেন। আবার কিন্তু 'রাজা অয়দিপাউস' প্রযোজনায় বহুরূপী গভীর নিষ্ঠায় গ্রীক প্রতিবেশ রচনায় যত্নবান হয়েছেন। ভাষান্তর বা রূপান্তর, বিদেশী নাটক পরিবেশনায় কোন্ নীতি অনুসৃত হবে, তা নির্ভর করবে নাটকবিশেষের উপর। একথাও যেমন সত্য, তেমনি সত্য নাটকের ক্ষেত্রে যা ক্ল্যাসিক্‌স্-এর বা চিরায়ত কীর্তির পংক্তিতে পড়ে এমন নাটকের প্রতি আরো ঐকান্তিক আনুগত্যের প্রয়োজন। সেই বোধই অয়দিপাউস প্রযোজনাকালে বহুরূপীকে অন্য জাতীয় প্রযোজনা চিন্তায় ভাবিত করেছিল। অবশ্য ক্ল্যাসিক্‌স্-এর সংজ্ঞা নিয়ে মতান্তরের সুযোগ অসীমিত। সোফোক্লেস বা শেক্‌সপীয়র সম্পর্কে হয়ত মতান্তর নেই, কিন্তু চেহভ বা ব্রেক্‌ট সম্পর্কে মূল্যায়নে দ্বিধা থাকতে পারে।

নান্দীকার সম্প্রদায়ের প্রযোজনায় রূপান্তরের একক নীতিই এতদিন অনুসৃত হয়ে আসছে। এই রূপান্তরের তিনটি উদাহরণ—'শের আফগান' (ইতালীয় নাট্যকার লুইজি পিরানদেল্‌ও-র 'এনরিকো দ্য ফোর্থ' অবলম্বনে), 'তিন পয়সার পালা' (জর্মন নাট্যকার বেরটোল্‌ট ব্রেক্‌ট-এর 'থ্রি পেনি অপেরা' অবলম্বনে) এবং 'যখন একা' (ইংরেজ নাট্যকার আর্নল্ড ওয়েস্কারের 'রূটস্' অবলম্বনে) বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত। নাট্যচিন্তায় বা জীবনচিন্তায় এই নাটক তিনটির মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই, প্রযোজনার ইতিহাসেও কোন বিশেষ ধারার বিবর্তন আবিষ্কার করা যায় না। হয়তো এইটুকুই বলা যায়, নিজেদের বিশিষ্ট এক নাট্যরূপের

সন্ধানে নান্দীকার নাট্যচর্চার আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাট্যরূপ নিজেরা পরীক্ষা করে দেখছেন, সঙ্গে সঙ্গেই দর্শকদেরও সেই নাট্যরূপগুলির সামনে এনে দাঁড় করাচ্ছেন। এতে ভবিষ্যতের কাজ হচ্ছে। তাই ভবিষ্যতে মৌলিক নাটক ও মৌলিক নাট্যরূপের প্রযোজনায় নান্দীকার যতটা সার্থক হবেন, বর্তমান পবের পরীক্ষাগুলিও ততটাই সার্থক বলে বিবেচিত হবে। এই নাটকগুলির অসাধারণ জনপ্রিয়তা এক বিরাট দর্শকসমাজকে নবনাট্যচর্চার চণ্ডীমণ্ডপে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই দর্শকদের উপর ভরসা করেই নবনাট্যের পরীক্ষা আরো বৈচিত্র্য ও গভীরতার সন্ধানী হতে পারে। এই সুযোগ বা সম্ভাবনার মূল্যও কম নয়।

২। লুইজি পিরানদেল্‌ও (১৮৬৭-১৯৩৬) তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতায় এমন কিছু তীব্র উপলব্ধির সম্মুখীন হয়েছিলেন যা তাঁর নাটকের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে মিশে থেকেছে। বাস্তব বা সত্যের আপেক্ষিকতা, বাস্তব ও বাস্তবের উপর আরোপিত মুখোশ বা ভাণের আবরণের বৈপরীত্য, কোন সাংসারিক বা পারিবারিক বৃত্তের নিজস্ব সত্যের উপর বাইরের লোকের সত্যানুসন্ধানের আঘাত এসে পড়লে যে বিপদ অবশ্যম্ভাবী, তার তীব্র স্বরূপ, এই সবই পিরানদেলও-র একাধিক নাটকে ও গল্পে-উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। ইতালীয় এক্যাডেমিতে এক ভাষণে পিরানদেল্‌ও বলেন, "শিল্পের লক্ষ্য ও প্রচারের লক্ষ্য, এই দুয়ের মধ্যে একটাকে বেছে নিতে হবে। শিল্প যে-মুহূর্তে নির্দিষ্ট কর্ম ও মানুষের বাস্তব উপকারের সহায়ক হয়ে ওঠে, সেই মুহূর্তেই শিল্পের পতন ঘটে, তার অপমৃত্যু ঘটে।" শুদ্ধ অভিজ্ঞতার জটিলতা তুলে ধরাই যেন পিরানদেল্‌ও-র লক্ষ্য। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই তিনি একথাও বলেন, "আধুনিক নাটককে আমি যে অভিনব লক্ষণগুলি দান করেছি, তার মধ্যে অন্যতম বুদ্ধিবৃত্তিকে আবেগে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা"। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসবিদেরা লুইজি কিয়ারেলির "তেয়াত্রো দেল গ্রোতেস্কো" ধারার সঙ্গে পিরানদেল্‌ও-র নাটকের যোগ আবিষ্কার করেছেন। কিয়ারেলির 'মুখোশ ও মুখ' নাটকে সাংসারিক জীবনের তুচ্ছ অপমানকে চাপা

দিতে গিয়ে একটা বিরাট ভয়ংকর মিথ্যাকে আশ্রয় করে বাঁচতে গিয়ে পাওলো গ্রাৎসিয়া শেষ পর্যন্ত স্বীকার করে, "আমাদের পালাতে হবে। আমি আমার জীবনের জন্য কাউকে কৈফিয়ৎ দেব না, কাউকে নয়, সমাজকে নয়, আমার বন্ধুদের নয়, আইনকে নয়। যথেষ্ট হয়েছে।" মানুষকে সমাজের ছাঁচে ঢেলে সাজাবার যে মারণস্পৃহা সামাজিকেরা প্রায়ই প্রকাশ করে থাকেন, তার সঙ্গে তাল রাখতে গিয়ে ভীত কাপুরুষ মানুষ, মুখোশের আড়ালে নিজের সত্য সত্তাকে চাপা দেয়, কিন্তু নিজেকে অহরহ অস্বীকার করার যন্ত্রণা তাকে বিদীর্ণ করে। এই অভিজ্ঞতাই পিরানদেল্‌ও-র 'তেয়াত্রো দেল্‌ও স্পেচ্‌চিও' বা মুকুরের থিয়েটারে আরো তীব্র হয়েছে। কেননা পিরানদেল্‌ও সেই সংশয়দীর্ণ মানুষটিকে তার নিজের মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দেন। সে যেন আয়নায় নিজের সেই অক্ষম অভিনয় দেখে আত্মগ্লানি বোধ করে, অথচ গভীরতম অসহায়তায় সেই মিথ্যাভিনয়কে আঁকড়েই বাঁচবার চেষ্টা করে। সমাজশাসনের নিষ্ঠুরতার মুখে ব্যক্তিমানুষের অস্তিত্বের সংকট পিরানদেল্‌ও-র নাটকের সংকট। "মানুষ যতদিন বাঁচে, সে বাঁচে, কিন্তু নিজে কেমন করে যে বাঁচে সেটা দেখতে পায় না। মানুষটার সামনে একটা আয়না বসিয়ে দাও। মানুষটা দেখুক সে নিজে কেমন করে বেঁচে আছে। হয় সে নিজেকে দেখে চমকে উঠবে, নয়তো ভয়ে চোখ ফিরিয়ে নেবে, নয়তো ঘৃণায় নিজের সেই মূর্তির দিকে থুতু দেবে, নয়তো ঘুঁসি পাকিয়ে আয়নাটাকেই গুঁড়িয়ে দেবে। একটা প্রচণ্ড সংকট দেখা দেবে, এবং সেই সংকটই আমার থিয়েটার।" পিরানদেল্‌ও-র কথাগুলো ভেবে দেখলে বা মেনে নিলে বিচারবুদ্ধি ও যুক্তি বিরহিত স্বেচ্ছায়ত্ত জীবনের কল্পনাই তাঁকে আকর্ষণ করে বলে মনে হয়। মানুষকে মুখোশ নিয়েই যদি বাঁচতে হয়, তবে সেই মুখোশের শান্তিটুকু যেন তার জীবনে অক্ষুণ্ণ থাকে। 'রাইট ইউ আর ইফ ইউ থিংক সো' নাটকে এই একই আর্তি খানিকটা তিক্ত পরিহাসেই শেষ হয়েছে। অথচ 'এনরিকো কার্তো' নাটকে সেই আর্তিই ট্র্যাজেডির ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রূপান্তরে শের আফগান তার মিথ্যা ঐতিহাসিক

সত্তার মধ্যে একটা বাঁচবার পথ পেয়েছিল, সংসারের শঠতা-প্রবঞ্চনা, সময়ের অমোঘ বিবর্তন, সব কিছু বিস্মৃত হয়ে একটা খেলায় মজে থাকবার সুযোগ পেয়েছিল। তার পাগলামির অভিনয়ে গভীরতম অভিনিবেশ তার জীবনে একটা দায়িত্ব এনে দিয়েছিল, অনেক প্রবল আবেগ সে গোপন রাখতে পেরেছিল, এক দিক থেকে সুখেই ছিল। কিন্তু সমাজ যেন এই একা মানুষের আত্মমগ্ন সুখটুকু সহ্য করতে পারে না। তারই উপকার করবার নামে এগিয়ে এসে তার অভিনয়ের ভাণটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে দেয়। স্মৃতি ও বর্তমান দুইই একসঙ্গে তাকে আক্রমণ করে। সে আবার জীবনে লিপ্ত হয়, এতদিনকার অবরুদ্ধ আবেগ সহসা মুক্তি পেয়ে সর্বনাশা হয়ে ওঠে। নিতান্ত বেঁচে থাকবার লোভেই শের আফগান আবার সেই ভাণটাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়।

থিয়েটারের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে পিরানদেলও-র 'সিক্স ক্যারেকটার্স ইন সার্চ অফ অ্যান অথার' (নান্দীকার প্রযোজিত 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র') নাটকে যেটুকু থিয়েটারি কল্পনা ও অভিনবত্বের সুযোগ আছে, 'শের আফগান' নাটকে তা নেই। ইয়োরোপীয় নাটকে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যবসায়ী থিয়েটারের অতিশয়িত নাটুকেপনার ছাপ এই নাটকের সর্বাঙ্গে। বাংলাদেশেও ধার করে পাওয়া ঐ পশ্চিমী ব্যবসায়িক ধারা 'শের আফগান' প্রযোজনাকালে প্রয়োগকল্পনার মধ্যে সহজেই চলে আসা সম্ভব।

৩। বিংশ শতাব্দীর থিয়েটারে বেরটোল্ট্ ব্রেক্‌ট (১৮৯৮-১৯৬১ যে নাট্যচিন্তার বিস্তীর্ণ প্রদেশ উন্মোচন করে দিয়েছেন, তার সমগ্র তাৎপর্য এখনও আমাদের অনায়ত্ত। বই পড়ে, ছবি দেখে এবং এখানকার যে দু'চারজন ব্রেক্‌ট-এর বেরলিনের অনসম্বল্ সম্প্রদায়ের অভিনয় দেখেছেন, তাঁদের খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে, প্রযোজনার সংগীতাংশের রেকর্ড শুনে ব্রেক্‌টির মঞ্চকলার খানিকটা অস্পষ্ট ধারণামাত্র আমাদের সম্বল। সেই ধারণার মধ্যেই আবার ব্রেক্‌টের পর্ব থেকে পর্বান্তরের ভেদ অনুধাবন করার চেষ্টা করি। ব্রেক্‌ট-এর যে

পরিণত থিয়েটার রূপের কথা আমরা ভেবে থাকি, ১৯২৮এ রচিত, 'থ্রিপেনি অপেরা' রচনাকালে তার বোধ ব্রেক্‌ট-এর মনে বোধ হয় সম্পূর্ণ হয়নি। কুর্ট ভাইল-এর সংগীতসমৃদ্ধ 'থ্রিপেনি অপেরা' জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু ব্রেক্‌ট প্রযোজনীয় যে লক্ষ্যে পৌছতে চেয়েছিলেন, সেখানে পৌছতে পারেননি। ব্রেক্‌ট লিখেছেন : 'থ্রিপেনি অপেরা'র বিষয়বস্তু বুর্জোয়া ধ্যান ধারণা। এই নাটক শুধু বিষয়বস্তুরূপে এই ধ্যানধারণা পরিবেশন করে ক্ষান্ত হয়নি, যেভাবে এই ধ্যানধারণা সচরাচর পরিবেশিত হয় সেই ধরনটাও গ্রহণ করেছে। দর্শক থিয়েটারে জীবনের যে প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করতে চান, এই নাটক যেন তারই সারমর্ম পরিবেশন করেছে। সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য দর্শক এমন অনেক কিছুই দেখতে পান যা তিনি কখনই দেখতে চাননি। অর্থাৎ তাঁর নাটকীয় সাধগুলি যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি আবার সমালোচনারও সম্মুখীন হয়। দর্শক নিজেকে একাধারে নাটকের বিষয় ও বিষয়ীরূপে উপলব্ধি করেন। তিনি থিয়েটারের এক নতুন ভূমিকা উপলব্ধি করেন। দর্শক মজা পাবেন, আবার ঐ মজার মধ্যেই বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করে সমাজের প্রকৃত রূপ উপলব্ধি করবেন, এমনি একটা প্রত্যাশা ছিল ব্রেক্‌ট্-এর। কিন্তু থিয়েটারি মজায় মজে গিয়ে দর্শকেরা আর আরো গভীর কোন মননের স্তরে গিয়ে পৌছতে পারেন নি। তার কারণ খুঁজে পেতেও ব্রেক্‌ট-এর সময় লাগেনি : "থিয়েটার সব কিছু এবং যা খুশি তা-ই পরিবেশন করতে পারে। যেকোন নাটককে থিয়েটার থিয়েটারী কৌশলের মধ্যে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে। থিয়েটারি কৌশলের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় এই প্রবণতার কারণ অবশ্য অর্থনৈতিক।" অর্থাৎ দৃশ্য ও ধ্বনির মায়ালোকে দর্শককে মজিয়ে ফেলতে পারলেই ব্যবসায়িক জিৎ সুনিশ্চিত। থ্রিপেনি অপেরা সম্পর্কে এই ভয় ব্রেক্‌ট-ই পেয়েছেন। চিত্রপরিচালক পাব্‌স্ট্ যখন 'থ্রিপেনি অপেরা'র চিত্ররূপ রচনা করতে চান, ব্রেক্‌ট চিত্রনাট্যে নাটকটিকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। সেই সুযোগ না পেলে তিনি মামলা করে পাবস্ট-এর চিত্ররূপের চিত্রগ্রহণে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

ব্রেক্‌ট 'থ্রিপেনি অপেরা' রচনা করেছিলেন ১৭২৮-এর ইংরেজি নাটক

'বেগার্স অপেরা' অবলম্বনে। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'তিন পয়সার পালা' রচনা করেছেন ব্রেক্‌ট-এর নাটক অবলম্বনে। ঐতিহাসিক কাল, স্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তর পার্থক্য রয়ে গেছে নাটক তিনটির মধ্যে। জায়গায় জায়গায় বিশেষত গানগুলিতে, রূপান্তরের আশ্চর্য মূলানুগত্য সত্ত্বেও অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটকটিকে ব্রেক্‌ট-এর নাটকে অনুপ্রাণিত একটি স্বতন্ত্র নাটক বলে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। বেশি চুলচেরা বিচারে না গিয়েও এক কথায় বলা যায়, মহীন্দ্রনাথ ও ম্যাকহীথে এতই দূরত্ব গড়ে উঠেছে যে সম্পূর্ণ ভিন্ন জীবনবিচারের আভাস পাওয়া যায়। ১৮৭৬-এর কলকাতার বাবু-সংস্কৃতির পরিবেশ ভাষায় ও অনুষঙ্গে, গানে ও সুরে নাট্যকার গভীর নিষ্ঠায় গড়ে তুলেছেন। সেইদিক থেকে 'তিন পয়সার পালা' অন্য একটা আমেজ আনে, পুরনো কলকাতার রঙ ধরিয়ে দেয়। সেই নববাবুবিলাসী কলকাতার জীবনযাত্রা নিয়ে একটা থিয়েটারি রসিকতা রূপেই 'তিন পয়সার পালা'র সবচেয়ে বড় গুরুত্ব।

৪। আমি এখনও মনে করি, নান্দীকারের এতাবৎকালের প্রযোজনার সামগ্রিক ইতিহাসে 'যখন একা'ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কীর্তি। সমকালীন ইংরেজ নাট্যকার আর্নলড্ ওয়েস্কার (১৯৩২—) 'ওয়েস্কার নাট্যত্রয়' নামে বিখ্যাত নাটক তিনটিতে (১৯৫৮-৬০ সালের মধ্যে প্রকাশিত) ত্রিশের দশকের কমিউনিষ্টদের সঙ্গে তাঁদেরই পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানসন্ততিদের দ্বিধাসংশয়-মিশ্রিত অদ্ভুত সম্পর্কের যে গভীর বিশ্লেষ রচনা করেছেন, তা ওয়েস্কারের নিজেরই অভিজ্ঞতার উপলব্ধি। সার কান, বীটি ব্রায়াণ্ট ও ডেভ তাঁর নিকটতম আত্মীয়দেরই প্রতিরূপ, এ তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। অথচ রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত রূপান্তরিত 'যখন একা' আমাদের বঙ্গদেশীয় অভিজ্ঞতারও সগোত্র। কারণ আমরাও তো সেই মেয়েকে দেখেছি, চিনেছি, নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারের দিনানুদৈনিক ভয়ংকর তুচ্ছতার মধ্য থেকে যে রাজনীতির দায়িত্ববোধ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে উত্তরণ খুঁজেছে, অথচ শেষ পর্যন্ত জেনেছে ঐ অন্য চেতনায় সে কখনও তার শিকড় প্রোথিত করতে পারেনি। ধার:করা কথা ও

বাণী দিয়ে গড়া নির্বস্তুক মার্কসবাদকে সে সহজে মেনে নিয়েছে। এই কথা অস্পষ্ট জেনে যারা নিজেকে প্রবঞ্চনা করে নিশ্চিন্ত রাজনৈতিকতায় জীবন কাটিয়ে দেয় বীথি তাদের থেকে স্বতন্ত্র। চিন্ময়ও স্বতন্ত্র। সৎ কমিউনিস্টের অদ্ভুত উজ্জ্বল সততায় সে বীথিকে শেষ চিঠি লেখে। কোন পাঠক যদি একবারও ভাবেন সে বীথিকে ত্যাগ করে আর পাঁচটা ছেলের মত বীথিকে ঠকালো মাত্র বা পালিয়ে গেল, তবে সেই পাঠক বীথির আত্মীয়পরিবেশের মোহান্ধ আত্ম-সন্তুষ্টিতেই আবিষ্ট। বীথির উপলব্ধির আলোকেই এই নাটকের প্রত্যয়ের ভূমি নিহিত আছে। রাজনীতি পোশাকী পোশাক নয়, তাকে জীবনের রক্তে ও স্বেদে জানতে হয়, স্নায়ুর মধ্যে গ্রহণ করতে হয়, এই কথাটা বাংলাদেশে যতবার যতভাবে বলা যায়, ততই ভালো।

পরিশেষে, নান্দীকারের তিনটি উল্লেখযোগ্য নাটকের প্রথম প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত হবার এই সুযোগটুকুর জন্য আমি বন্ধুবর অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় ও রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। তাঁদের সঙ্গে ও তাঁদের নাট্যচর্চার সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের যোগ এই সূত্রে যেন আরেকবার গ্রথিত হল। আমাদের নবনাট্যচর্চায় তাঁদের ও নান্দীকারের যাবতীয় ভবিষ্যৎ কীর্তি সম্পর্কেই আমি কৌতূহলী, তাঁদের অতীত সৃষ্টি সম্পর্কেও আমি শ্রদ্ধাশীল।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন একা

সমসাময়িক ব্রিটিশ জ্যু নাট্যকার আর্নল্ড ওয়েস্‌কার তাঁর থিয়েটার-পাগলামো এবং দ্বিধাবিদ্ধ সততার জন্য আমার অত্যন্ত প্রিয় নাট্যকার। ওঁর লেখা 'রুট্‌স্' নাটকটি আমার বহুদিন ধরে একাধিকবার পাঠ্য নাটক মনে হয়েছে। ১৯৬৫ সালে যখন নান্দীকার মুক্ত অঙ্গনে নিয়মিত একাঙ্ক প্রযোজনার পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে, তখন দলের প্রয়োজনে আমাকে একটি একাঙ্ক রূপান্তর করবার কথা ভাবতে হয়। মাথার মধ্যে 'রুট্‌স' ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তার সঙ্গে আবছাভাবে ইংরেজ সমালোচক জন রাসেল টেইলরের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি: 'রুট্‌স্' নাটকে আসলে একটি একাঙ্ককে টেনে লম্বা করে পূর্ণাঙ্গ নাটক করা হয়েছে। এরই ফলে নাটকটির শেষ অঙ্কটি অবলম্বন করে একটি একাঙ্ক লিখি: ফুল ফুটুক না ফুটুক....। এটি পরিচয় পত্রিকায় ছাপা হয় এবং নান্দীকারের প্রযোজনা হিসেবে মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনা দেখে আমি এবং অজিতেশ বোধ করেছিলাম, রাসেল টেইলর সমালোচক হিসেবে যতো দরেরই হোন না কেন 'রুট্‌স্' সম্পর্কে তাঁর মতামত সরলীকৃত দায়িত্বহীনতার নামান্তর। আমরা নিশ্চিত হলাম এ-নাটকটিকে একাঙ্ক করা নাটকটির ওপর অবিচার করা। এই সিদ্ধান্তের ফলশ্রুতি 'যখন একা'।

'যখন একা' নাটক নান্দীকারের অত্যন্ত বিতর্কিত প্রযোজনা। একদিকে শ্রীবিজন ভট্টাচার্য, শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ শ্রদ্ধেয় দর্শকরা এটিকে প্রতিক্রিয়াশীল নাটক বলে মত দেন, অপরদিকে শ্রীখালেদ চৌধুরী, শ্রীচারুপ্রকাশ ঘোষ এবং শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস এবং আরও অনেকে এই মত প্রকাশ করেন যে 'যখন একা' অত্যন্ত সময়োপোয়োগী এবং জীবননিষ্ঠ নাটক। এই বিতর্ক প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য না বলাই কাম্য, যেহেতু পাঠক নিজেই তাঁর সিদ্ধান্তে পৌছোনোর যোগ্যতা রাখেন বলে বিশ্বাস করি। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে এ নাটকটি

এখনো আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং যতোদূর জানি নান্দীকার এ-নাটক প্রযোজনার জন্য এখনো অসীম গর্ব বোধ করে থাকে।

রূপান্তরের ক্ষেত্রে সাহায্য করার জন্য এবং নাটকটি পরিচালনা করার জ বন্ধুবর অজিতেশের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নান্দীকার নাটকটি প্রযোজনা করে আমার তো বটেই এবং নিজেরও উপকার করেছে। নাটকটি প্রকাশের ব্যবস্থা করার জন্য সুনীল দত্তকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি পরিতোষ সরকার, কালিকা শেঠ ও পরিমল মুখার্জীকে তাঁদের নানাবিধ সাহায্যের জন্য।

নাটকটি উৎসর্গিত হলো সেই আগামী কালের উদ্দেশ্যে যে-সময়ে 'যখন একা'র মতো নাটকের প্রয়োজন থাকবে না।

রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

তিনপয়সার পালা

সিনিডি মধুবন রামনগর আর চাষনালা কোলিয়ারীকে মনে করে····
'প্রাণ•চায় চক্ষু না চায়' গানটি····
আর পুকুরে তেঁতুলগাছের আনত ছায়া····
বাসু, বাসুর মা আর বাসুর বাবাকে মনে করে····
মৃত্যুর ভাবনায় আহত মনের কষ্ট আর সীসের মতো ভারী ভাবনাকে মনে করে····
ছেলেবেলার সব বন্ধুদের সরল মুখগুলি,
বাবার মেঘগম্ভীর কণ্ঠস্বর আর বিশাল বুকের উদার আশ্রয় স্মরণ করে····
বয়ঃসন্ধির কষ্টক্লিষ্ট দিন আর কলেজজীবনের রাজনীতি থিয়েটার····
মাষ্টারমশাই, ধীরেন ঘটক, মানসবাবু আর অধ্যাপক প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী····
বিদায়ী মফঃস্বলের তেল কুচ্‌কুচে সিঁথি আর করুণ কালো আনস্মার্ট মুখ মনে করে····

ঃ

কোলকাতা বাংলাদেশ কোলকাতা····
কমিউনিস্ট পার্টি রক্তপতাকা আর নতুন ঈশ্বরলাভের উদ্দাম দিনগুলি····
রীতা এবং অন্যান্য মেয়েদের মুখ মনে করে····
ওপার বাংলাকে স্মরণ করে যেখানে আমার ভালোবাসার মানুষেরা থাকেন—
যাঁদের মুখ আমি এখনো দেখিনি····
ভিয়েতনাম কিউবা স্মরণে····
খাদ্য আন্দোলনের বৃষ্টির বিকেলে ঝাঁক ঝাঁক কাঁদানে গ্যাস আর গুলির মধ্যে যে উলঙ্গ চাষীটি তার আত্মীয় গোপালের নাম ধরে চীৎকার করতে করতে গভর্ণর হাউসের সামনে পড়ে মরে গিয়েছিলো।

সাধনগুহ....জীবনকে গুছিয়ে নেওয়ার যাঁর অসম্ভব অনিচ্ছা....

রাজাবাজার বস্তীতে পাশের ঘরে যে স্বাস্থ্যবতী বিহারী বৌটি তার রিকেটি ছেলের দিকে তাকিয়ে অনবরত কাঁদত তার সোনারঙের উজ্জ্বল করুণ মুখ স্মরণ করে....

ইন্‌কিলাব স্লোগান মনে করে....

পাথরুডির জুলুমাম, মামীমা আর খুকুকে মনে করে....

পৃথিবী সুন্দর হবে এই বিশ্বাসে...

সত্যজিৎবাবুর আঁকা নান্দীকারের প্রতীকচিহ্ন আর সহকর্মীদের প্রসারিত হাত

সব থিয়েটার দলের সব নিরলস কর্মীদের....

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

শের আফগান

আমি একটি নাটকের দলের সদস্য। সেই দলের নাম নান্দীকার। ১৯৬০ সালে দলটি তৈরী হয় এবং ১৯৬৬ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত কয়েকটি একাঙ্ক ও পূর্ণাঙ্গ নাটক করে আমরা বেশ একটু আত্মতৃপ্তি বোধ করতে থাকি। এইসময় আমাদের দল থেকে চৌদ্দজন একসংগে বেরিয়ে যান। আমরা এগারোজন কপর্দ্দকশূন্য সংগঠনে সাড়ে তিন হাজার টাকার ঋণ নিয়ে এবং (অতএব) দলের নামটি নিয়ে পড়ে থাকি।

তখন লোকাভাবে পুরোনো নাটকগুলি করার সামর্থ্য নেই। চারিদিকে বন্ধুদের দুঃখ এবং পরিচিতদের কৌতূহল উদ্দাস। আমরা যাঁদের প্রীতিভাজন ছিলাম না তাঁদের উল্লাস প্রায় নিরাবরণ হয়ে পড়েছে। এমত অবস্থায় 'শের আফগান' নাটকের জন্ম।

দলের উক্ত ভবিষ্যত কল্পনা করতে কষ্ট না-হওয়াটা হয় তো অস্বাভাবিক কিন্তু গৌরবে কিছু পাওনা আছে এবং তার জন্যে মানসিকভাবে তৈরী থাকাই ভালো ভেবে তৈরী ছিলাম: আমি বহুবারই বলেছি. দলে লোক কমলেই হেনরী ফোর্থ। নাটকটিকে আমার বামুন ঘরের গোরু বলে মনে হয়েছিলো; খাবে কম দুধ দেবে বেশী। নইলে ইতিমধ্যেই পিরানদেল্লওর পৃথিবীবিখ্যাত নাটক 'সিক্স ক্যারেকটার্স' এর বাংলা রূপান্তর মঞ্চস্থ করেছি আমরা। বহুল প্রশংসা এবং অবহুল নিন্দাভাজন হয়েছি। আর একবার পিরানদেল্লওর আরেকটি নাটক করার ইচ্ছে আমাদের ছিলো না।• আর নাটকটার ফর্ম মারাত্মক ভালো, অসম্ভব মৌলিক, কিন্তু 'সিক্স ক্যারেকটার্স' এর থেকে খুব একটা আহামরি কথা তো বলা হয়নি এ-নাটকে। কিন্তু দলের দায় অনেক। অন্তত: অসুবিধের সময় টিকিয়ে রাখবার দায়।

এইসব কথা ভেবে নান্দীকারের এককালের সম্পাদক জ্যোতির্ময় বসু রায়-চৌধুরীকে দিয়ে নাটকটির বঙ্গানুবাদ করিয়ে রেখেছিলাম।

আমি ব্যক্তিগতভাবে বহুকালই 'শের আফগান' এর অসহায় করুণ বিশ্বাস নিহত পৌরুষের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। এককালে এই নামের শিরোনামায় লেখা আমার একটি দীর্ঘ কবিতা বন্ধুবান্ধবদের প্রশংসা পেয়েছিল। পিরানদেল্‌ওর হেনরী ফোর্থ পড়ে আমার মনে হয়েছিলো এর বঙ্গীকরণে শের আফগানের গল্পটি মোটামুটি মিলে যায়।

১৯৬৬ সালে নান্দীকারের উল্লিখিত গোলমালের সময় জ্যোতির্ময়ের অনুবাদটি ধুলো ঝেড়ে বের করা গেল। মুক্ত অঙ্গনে অভিনয় করবো বলে দিন দশেক পরের একটি সন্ধে নির্ধারিত ছিল। দলের সবাইকে উৎসাহিত করার জন্যে ঠিক করা হোলো ঐ দিনই নতুন নাটক হবে। আমি তখন সগু দু-একটা ফিল্মে অভিনয় করছি। সারাদিন শুটিং থাকার জন্যে সারারাত রিহার্সাল চলতো। পরপর অনেকগুলো দিনরাত আমরা অনেকেই ঘুমোইনি; আমি জ্যোতির্ময়ের অনুবাদ থেকে বঙ্গীকরণের শ্রুতিলিপি দিতাম, পবিত্রবাবু (যাদবপুর বিশ্ববিগ্যালয়ে পড়ান, এই নাটকে ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেন, এখন পড়াশুনোর জন্যে এখান থেকে তিনবছরের ছুটি নিয়ে আমেরিকায় আছেন) লিখে যেতেন, আরেকজন বই কপি করত। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা পার্ট টুকে নিয়ে পরপর পার্ট বলে গল্পটা বোঝবার চেষ্টা করতেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের রাত-বাইরে শব্দ গিয়ে পাড়ার লোকের অপ্রীতিভাজনতার ভয়ে দরজা জানালা সব বন্ধ, ফ্যান নেই বলে ছেলেরা সবাই খালি গায়ে কাজ করছেন আর দুজন মহিলার আঁচল ঘাম মুছে মুছে সপ্ সপে ভিজে, তলোয়ারের বদলে তিনহাত তলতা বাঁশের ছড়ি নিয়ে রিহার্সাল এবং বারবার অভ্যাস করতে গিয়ে রুদ্রর পেট কেটে রক্ত বেরিয়ে যাওয়া এবং মধ্যরাত্রে ডেটল্ কি চুনের অভাব বলে নিরুদ্বেগে রিহার্সাল চালিয়ে যাওয়া। ছয় বাই দশ ফুট ঘরে এগারোজন বন্ধু আর চারজন সহযোগীর কী অসম্ভব নিষ্ঠা আর পরিশ্রমের ফসল এই শের আফগান। শের আফগান এখন পর্যন্ত শ-দেড়েক বার হয়েছে। প্রত্যেকবার হাউস ফুল

হয়েছে। হাউসের সামনে টিকিট ব্ল্যাক হয়েছে। নান্দীকারের সদস্যদের দর্শক ঘেরাও করেছেন এ নাটকের আরো বেশী শো করার দাবীতে, দিল্লীতে একাধিকবার, বম্বেতে, পাটনায়, জামসেদপুর, রাউরকেলা, ভিলাই এবং বাংলা-দেশে সর্বত্র এ নাটক খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। যদিও এটি নান্দীকারের অন্যান্য পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রযোজনার মধ্যে সবচেয়ে এলোমেলো, সবচেয়ে দুর্বল, সবচেয়ে চিন্তাহীন। তবু এ-নাটক আমাদের পাওনার অতিরিক্ত দিয়েছে বলে এর প্রতি আমাদের একধরনের মমত্ব আছে। নান্দীকারের পক্ষে এটি একটি মধুসূদনদাদার ভাঁড় বিশেষ।

একসময় থিয়েটার-পত্রিকায় এ-নাটকটি ছাপানো হয়েছিল। তাড়াহুড়োর মধ্যে পবিত্রবাবুই কপি করে দিয়েছিলেন। এবার কপি করেছে শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়। নান্দীকারের প্রযোজন অনুযায়ী ব্র্যাকেটে যা যা লেখা আছে, সব তার লেখা। এজন্যে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। রুদ্র সেনগুপ্তর উৎসাহে এ-নাটক ছাপানো হচ্ছে। ওকে ধন্যবাদ ইত্যাদি জানানোর পক্ষে বন্ধুত্ব বড়ো বেশী দিন হয়ে গেছে। এ বই কারো কাজে লাগলে তার সবটুকু ভালোবাসা রুদ্রই প্রাপ্য। আর এই সুযোগে আবার আমার গভীর ভালোবাসা জানাচ্ছি আমাদের সংশয় আর অবিশ্বাসের সেই দশদিনরাতের সেই পনেরোজনের প্রত্যেকটি সহকর্মীকে। প্রথম অভিনয়সন্ধ্যার উল্লিখিত ভূমিকালিপিতে তাঁদের সবার নাম রইল। সুনীলবাবুর কাছে কোনোদিন নাটক ছাপাইনি। তিনি কিছু টাকা দিয়েছেন, যথাসম্ভব যত্ন নিয়ে বই ছেপেছেন। তাঁর ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হোক। নমস্কারান্তে—

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

নাটকের চরিত্র

বীথি	মা	বাবা
দিদি	জামাইবাবু	দাদা
বৌদি	সরকারদাদু	হৃদয়

১৯৬৭ সালের ২৫শে জুলাই মুক্ত অঙ্গনে 'যখন একা'র নিয়মিত প্রযোজনার প্রথম অভিনয়-রজনীর ভূমিকালিপি

বীথি—শেলী পাল

মা—দীপালি চক্রবর্তী
বাবা—বরুণ সেন

দিদি—মঞ্জু ভট্টাচার্য
জামাইবাবু—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

দাদা—অরুণ চট্টোপাধ্যায়
বৌদি—কবিতা বন্দোপাধ্যায়

সরকারদাদু—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃদয়—রণজিত ঘোষ

মঞ্চব্যবস্থা
রাধারমন তপাদার

আলোকপরিকল্পনা
স্বরূপ মুখোপাধ্যায়

নির্দেশনা ঃ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ত্তমান ভূমিকা লিপি

বীথি—শেলী পাল

মা—দীপালী চক্রবর্তী
বাবা—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

দিদি—মঞ্জু ভট্টাচার্য
জামাইবাবু—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত

দাদা—অরুণ চট্টোপাধ্যায়
বৌদি—কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সরকারদাদু—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

হৃদয়—রণজিত ঘোষ

এছাড়া এই নাটকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিনয় করছেন ঃ পশুপতি বসু, কমল ভট্টাচার্য ও কালিক শেঠ

॥ প্রথম অঙ্ক ॥

[সময় সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত্রে গড়িয়েছে। পর্দা উঠলে দেখা যাবে পেছনের ঘরে অলকা কাঁথা নিংড়োতে নিংড়োতে .মশারীর মধ্যে ঘুমন্ত বাচ্চাকে উদ্দেশ্য করে বলছে—]

অলকা ॥ চুপ কর মাস্তু। লক্ষ্মী সোনা, ঘুমোও, অ-অ-অ, এক্ষুণি বাবু বাড়ী ফিরবে। তোমাকে যদি জাগা দেখে যা বকবে না। ঘুমোও, এঁ ?

[ক্লান্ত এবং দৃশ্যত অসুস্থ গোকুল মঞ্চের ডানদিক দিয়ে অর্থাৎ বাইরের থেকে ঢুকে ডানদিকের খাটে পেটে একটা বালিশ চেপে শুয়ে পড়ে। তার আগে খাটের ধারে ব্যাগ ও বেলুন রেখে দেয়। অলকা এঘরে এসে—]

অলকা ॥ কী হোল আবার ?

গোকুল ॥ কি জানি। কোমর আর শিরদাঁড়া বরাবর ডানার কাছটায় ভীষণ ব্যথা করছে।

অলকা ॥ একটু চুপ ক'রে শুয়ে থাক। গরমজল ক'রে দেবো ?

গোকুল ॥ না, থাক।

অলকা ॥ কিছু খাবে ? খিদের জন্যে অমনি হচ্ছে কিনা কে জানে ?

গোকুল ॥ আরে দূর ; মরছি পিঠের ব্যথায়, খাবে খাবে—

অলকা ॥ এরকম তো প্রায়ই হচ্ছে। কেন হচ্ছে একবার ডাক্তার-টাক্তার দেখাও।

গোকুল ॥ ডাক্তার ঘণ্টা করবে।

অলকা ॥ মা বলছিল এ বদহজমের ব্যথা।

গোকুল ॥ তোমার মা তো ডাক্তারের বাবা। বদহজম তো শিরদাঁড়ায় কী ?

অলকা ॥ মা বলছিল অনেকের নাকি বদহজম হতে হতে নাড়ী-ভুঁড়ি সব নষ্ট হয়ে যায়, তখন খাবার খেলে খাবারগুলো নাকি শিরদাঁড়ায় গিয়ে জড়ো হয়।

গোকুল ॥ তোমার মার মাথায় ক্যারা আছে।

অলকা ॥ আমিও মাকে বললুম, তাই কি হয় মা ? নাড়ী-ভুঁড়ি না থাকলে কি লোক বাঁচে ? মা বললে, বাঁচে না ? আমার হাল দেখ না !

গোকুল ॥ তোমার মার বারোটা বেজে গেছে।——এক গ্লাস জল দাও দিকিনি।

[অলকা ভেতরের ঘরের মিটসেফ থেকে এক গ্লাস জল এনে দেয়। গোকুলের খাওয়া হ'লে ভেতরের ঘরে গ্লাস রেখে দেয় এবং বলে—]

অলকা ॥ আজকে নিতাই-ঠাকুরপোর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ?

গোকুল ॥ না, ওর বৌয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

অলকা ॥ কার সঙ্গে ?

গোকুল ॥ ওর বৌয়ের সঙ্গে। নিতাইকে হাসপাতালে ভর্তি ক'রে ফিরছিল, গ্যারেজের গেটের সামনে দেখা হ'ল।

বীথি ॥ (নেপথ্যে) মা, ও মা !

গোকুল ॥ বীথি না ?

অলকা ॥ হ্যাঁ, বুড়ীই তো।

[বাইরে যায় বীথিকে অভ্যর্থনা করতে]

বীথি ॥ (নেপথ্যে) ওমা,মা——

গোকুল ॥ কি ছাগলছানার মত ম্যা ম্যা করছিস? আয় আয়।

[উঠে দরজার দিকে যায়। অলকা ও বীথি ঢোকে]

অলকা ॥ এই তো—ওমা, এতসব জিনিসপত্র কিরে?

গোকুল ॥ দে দে—

বীথি ॥ না, না, খুব ভারী না।

[গোকুল ওর মালপত্র নিয়ে ভেতরের ঘরে রেখে এসে মঞ্চের বাঁদিকের খাটে বসে]

অলকা ॥ তা হঠাৎ? কই মা তো আমাকে কিছু ব'লে গেলো না?

বীথি ॥ ব'লে গেলো না মানে? মা কোথায় গেছে?

অলকা ॥ মা আর বাবা নবদ্বীপে গেছে। সকাল ১০টা নাগাদ ফিরবে। ভালই হলো নাগো? বীথু ঘণ্টাদুয়েক বাড়ীটা আগলাতে পারবে। আমরা সকাল বেলা চলে যাব।

বীথি ॥ মা বাবা কবে গেছে?

অলকা ॥ কাল বিকেলে। দুপুর বেলায় মা গিয়েছিল, আমার শ্বশুর শাশুড়ী তো আবার এখানেই আছেন। মা ওদের ব'লে কয়ে আমাকে নিয়ে এলো।

বীথি ॥ মাস্তু কই, মাস্তু?

অলকা ॥ ওই যে ঘুমুচ্ছে।

বীথি ॥ কই দেখি, দেখি, কেমন হয়েছে?

[বীথি ভেতরের ঘরে যেতে থাকে। অলকা দু-ঘরের মধ্যবর্তী দরজায় দাঁড়ায়]

উঃ ঘরটাকে কি করেছিস বল দেখি ? তুই না আচ্ছা সেয়ানা। একদিন বাপের বাড়ী এলি তো তোর বাচ্চার গুচ্ছের কাঁথাকাপড় নিয়ে এলি যে, এখানে ব'সে ব'সে কাচবি।

অলকা॥ নারে, ক'দিন ধ'রেই ভাবছিলুম—ওবাড়ীতে এখন লোকজন বেশী হওয়ায় না বড্ড ঝামেলায় পড়েছি।

বীথি॥ ওমা, একেবারে তোর মুখ।

[এই কথার সঙ্গে সঙ্গে গোকুল বিড়ি ধরায়]

দেখ দেখ মুখটা কিরকম ব্যাঁকাচ্ছে। এ হাসে, না হাসে না ?

অলকা॥ এখন আর জ্বালাসনে বাপু। এই সবে ঘুমিয়েছে, চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ ক'রে দেবে।

বীথি॥ বাবাঃ, কত্তটুকু না ? বালা কে দিয়েছে ?

অলকা॥ আমার শাশুড়ী।

বীথি॥ মা কিছু দেয় নি ?

অলকা॥ না, পূজোর সময় দেবে বলেছে।

[বীথি বাইরের ঘরে আসে, অলকা কথার সঙ্গে সঙ্গে এঘরে চলে আসে]

বীথি॥ জামাইবাবু কেমন আছো ?

গোকুল॥ ভালো, তুই কেমন আছিস ?

বীথি॥ ভালো।—কী স্নন্দর গন্ধ উঠছে রে !

অলকা॥ আমাদের বাড়ীতে না, পাশের বাড়ীতে ইলিশ-মাছ ভাজছে।

বীথি ॥ বাঃ, বেশ গন্ধটা। দিদি তুই কেমন আছিস ?

[ডানদিকের খাটে বসে। অলকা আবার ভেতরের ঘরে যায়]

অলকা ॥ ভালোই।

বীথি ॥ জামাইবাবু, সেই যে তুমি গতবার আমাকে দিল্লী এক্সপ্রেসে তুলে দিতে গেলে, কী ভীড়! ট্রেণের ছাড়ার সময়তো তোমাকে দেখতেই পেলুম না।

গোকুল ॥ আরে তুই তো দেখতেই পেলি না। ট্রেণ ছাড়ার পর সে তো আরেক কেচ্ছা। ভীড়ের মধ্যে গুঁতো-গুঁতিতে কে একজন তোর বাবার মুখে মারলে কনুইয়ের ধাক্কা। বাঁধানো দাঁত খুলে একেবারে ট্রেণের নীচে।

বীথি ॥ ওমা, সেকি ?

গোকুল ॥ তোর বাবাতো একেবারে খগেন। ফেরবার সময়টা সারাটা পথ না ফ্‌ ফ্‌ ফ্‌—কী যে বলতে লাগল, কিস্‌সু বুঝি না।

অলকা ॥ (বাইরের ঘরে এসে) খালি আমাদের নিন্দে। চিন্ময় এলো না তোর সঙ্গে ?

বীথি ॥ হ্যাঁ, ভেবেছিলুম এবার যখন আসব, সঙ্গে করে নিয়েই আসব। আসবে—২৪ তারিখে আসবে—শনিবার।

গোকুল ॥ বিয়ে-টিয়ের কথা কিছু হয়েছে ?

বীথি ॥ না এখনো কিছু ফাইনাল হয় নি।

গোকুল ॥ তাড়াতাড়ি কর। বেশীদিন এরকম থাকা তো ভালো নয়।

অলকা ॥ তুই এবার কদিনের ছুটিতে এসেছিস্ ?

বীথি ॥ কুড়িদিনের। আসতে দু'দিন গেল। যেতে দু'দিন—চারদিন। রইল ষোলদিন—বাড়ীতে থাকবো দশদিন—মেজদির বাড়ী দু'দিন—দাদার বাড়ী দু'দিন—চোদ্দদিন, তোর বাড়ীতে দু'দিন। এই প্ল্যান। দাদার খবর কি ?

অলকা ॥ (অলকা বীথির পাশে বসে) কী আর খবর ? থাকে তো সেই যাদবপুরে, কালে ভদ্রে দেখা হয়।

বীথি ॥ বৌদি এখন বাংলা-টাংলা শিখেছে একটু ? নাকি সেই, "ঠাকুরঝি, পেড়কে দালে চিড়িয়া বোসে আচে !"

অলকা ॥ কী জানি, কাল সকালে শুনিস্ সব মা'র কাছে। বাদ্‌লার বউয়ের সঙ্গে তো মা'র কথা বন্ধ।

বীথি ॥ সে এমনিতেই শাশুড়ি বউয়ে যা কথাবার্তা হতো আহা ! মা'তো একবর্ণও হিন্দী বোঝে না ?

অলকা ॥ না তা না, বউ এখন ভালই বাংলা বলতে পারে।

বীথি ॥ মানে, অমনি টান সুদ্ধু ?

অলকা ॥ হ্যাঁ, টান আছে, কিন্তু তবু বেশ ভালই বলে।

বীথি ॥ আর সেরকম করেই ডানদিকে আঁচল দিয়ে শাড়ি পরে ?

অলকা ॥ হ্যাঁ, সে নাকি বাদ্‌লারই সখ।

বীথি ॥ সেকি !!

অলকা ॥ বউ আমাদের মত করে শাড়ি পরতে চাইলেও, নাকি বাদ্‌লা পরতে দেবে না।

বীথি ॥ কেন ?

অলকা ॥ বাদ্‌লাটাতো চিরকালই ঐরকম! ওর ভাবটা হলো :

অন্যজাতে বিয়ে করেছি করেছি, বেশ করেছি। ঐটেই জাহির করা আর কি।

বীথি ॥ তা বৌদির সঙ্গে মা'র কথা বন্ধ কেন ?

অলকা ॥ এই কিছু দিন আগে যখন রেশনকার্ডের হিড়িক উঠলো না, তখন বাদ্‌লা নাকি বউ আর বাচ্চাদের এখানে দিন দশেকের জন্যে রেখে গিয়েছিলো। তা সেই সময়ে চালের টানাটানি নিয়ে বৌয়ের সঙ্গে মা'র কী কথা কাটাকাটি হয়েছে, সেই থেকে কথা বন্ধ।

বীথি ॥ এটা কিন্তু বৌদিরই অন্যায়।

অলকা। আমি বউকে জিজ্ঞেস করেছিলুম। বউ বললে, মা আমাকে একদম সইতে পারে না। ভাবে, তোমার ভাইকে ভাল মানুষ পেয়ে আমার বাবা কায়দা ক'রে ওর ঘাড়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে আমাকে।

গোকুল ॥ এই গৌরীর খবরটা বল !

বীথি ॥ হ্যাঁ, ভালো কথা, মিসেস বিড়লার কি খবর ?

অলকা ॥ তুই যে গৌরীকে ওরকম ক'রে খ্যাপাস, গৌরী কিন্তু ভীষণ খেপে যায়।

বীথি ॥ মেজদি বাবা খেপতেই ভালবাসে।

অলকা ॥ হ্যাঁ, খ্যাপা। জানিস, গৌরী সাতহাজার টাকা পেয়েছে লটারীতে ?

বীথি ॥ অ্যাঁ, সে কি ? কবে ? তোরা কেউ জানাসনি তো আমাকে ?

অলকা ॥ তুই কাকে চিঠি লিখিস যে জানাবে।

বীথি ॥ তা সাত হাজার টাকা নিয়ে করছে কি ?

অলকা ॥ কী জানি বাপু। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলুম। দাঁত ছিরকুটিয়ে বললে, সাড়ে তিন হাজার টাকার বাতাসা কিনে ব্যায়ালা-বোড়ষের রাস্তায় রাস্তায় হরির লুট দেবে, আর বাকী টাকা দিয়ে খিচুড়ী কিনে হোস পাইপে ক'রে খাওয়াবে রাজ্যের ভিখিরীদের। কথার ছিরি শুনলি ? আমিও জিজ্ঞেস করিনি। ....আয়, তোরা খেয়ে নে বুড়ী! তোর জামাইবাবুরও খাওয়া হয়নি।

[খাট থেকে নেমে অলকা ব্যাগ থেকে টিফিন কেরিয়ার বার ক'রে খাবার-আসন ইত্যাদি গোছাতে থাকে]

বীথি ॥ কি খাওয়াবি ? আমার অবশ্যি একদম খিদে নেই। ট্রেণে চা, বিস্কুট, কলা সব যাচ্ছেতাই খেয়েছি। (উঠে ভেতরের ঘর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে কলঘরে যাওয়ার উদ্যোগ করে)

অলকা ॥ একদিনের জন্যে আর রান্নার হাঙ্গামা করিনি, ওবেলা স্টোভে চারটি ভাত ফুটিয়ে নিয়েছিলুম আমার জন্যে। তোর জামাইবাবু বাইরেই খেয়েছে। এবেলা রুটি আর তড়কা আনবে বলেছিল, তাই এনেছ না ?

গোকুল ॥ তড়কা পাইনি, মাংস নিয়ে এসেছি।

বীথি ॥ কী একটা জ্বর আছে না, তার নাম তড়কা।

অলকা ॥ তোর না যত অদ্ভুত কথা। যা, হাত ধুয়ে আয়, কলঘরে জল তোলা আছে।

বীথি ॥ সাবান নেই ?

অলকা ॥ কাপড় কাচা সাবান আছে একটুকরো, হবে ওতে ?

বীথি ॥ দাঁড়া, আমার স্যুটকেসে সাবান আছে। আলো নেই তো?

অলকা ॥ দাঁড়া, দেশলাই নিয়ে যাবি একটা....দেশলাইটা দাও তো।

বীথি ॥ তাই দে বাবাঃ, একটা মোম-টোমও নেই বাড়ীতে?

[বীথি কলঘরে চ'লে যায়]

অলকা ॥ একটু সামলে যাস্, সামনেটায় আবার একটু গর্তমত হয়েছে। তিনজনেরই হয়ে যাবে এতে কি বল?

গোকুল ॥ হঁ্যা, আমি বেশী খাব না।

[গোকুল ভেতরের ঘরে গিয়ে পোষাক ছেড়ে লুঙ্গী পরে। বেলুনটা বাচ্চার মশারির ওপরে ঝোলানো পুতুলটার গলায় বেঁধে দিয়ে 'নন্‌হে মুন্নে বাচ্চে' গানটি করতে থাকে]

অলকা ॥ এখন ব্যথাটা কমেছে?

গোকুল ॥ হ্যাঁ, কমেছে।

অলকা ॥ নিতাই-ঠাকুরপো বোধ হয় বাঁচবে না।

গোকুল ॥ কেন, বাঁচবে না কেন?

অলকা ॥ যদু ছোট ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিল। ক্যান্সার হ'লে নাকি কেউ বাঁচে না।

গোকুল ॥ বাঁচবে কী ক'রে? আরে ওভারটাইম খাটুক, চিতেয় শুয়ে বোনাস নেবে।

অলকা ॥ ওমা, ঘরে পোয়াতি বউ—

[ইতিমধ্যে অলকা খাবার সাজিয়ে ফেলেছে। বীথি কলঘর থেকে সোজা বাইরের ঘরে চ'লে আসে। ডানদিকের খাটে পড়ে থাকা ডিটেকটিভ বই পড়তে থাকে]

বীথি ॥ দুর, অন্ধকারে কী রকম অস্বস্তি লাগে। সাবান পিছলে

কোথায় চ'লে গেলো। আমি বালতিতে দু'হাত ঢুকিয়ে মুখ ধুয়ে নিয়েছি।

গোকুল॥ আমি তুলে দিচ্ছি সাবান। তুই খেতে বোস।

অলকা॥ এই দেখ, ঐ ডিটেকটিভ বই পেয়েছে, ব্যস্ খিদে তেষ্টা ভুলে গেলো। তুই আর পাল্টালি নারে।

বীথি॥ হ্যাঁ পাল্টানো খুব মুস্কিল। জানিস, অনেকদিন বাইরে থাকার পর বাড়ী আসি যখন তখন ভাবি আমি বুঝি খুব পালটে গেছি। খানিকক্ষণ বাদে আবার যে-কে সেই। ওরা দিল্লীতে বলে জন্মে থেকে আমাদের 'চালিহা' খারাপ হো গ্যয়া চালটাই নস্ট হয়ে গেছে, আর বদলাবে কি? (কথা বলতে বলতে বীথি বাঁদিকের খাটে বসে)

অলকা॥ ওরা বলে মানে, কে বলে, চিন্ময় বলে?

[গোকুল কলঘরের দরজা থেকে গামছা এনে পিঠ ঘষতে ঘষতে মধ্যবর্তী দরজায় দাঁড়িয়ে বীথির কথা শুনতে থাকে]

বীথি॥ না, চিন্ময় কিছু বলে না, ওতো আমার এখানের কিছুই জানে না। ভাগ্যে জানে না, তা একদিন হঠাৎ ধরা প'ড়ে গিয়েছিলুম, জানিস। ওর ভাগ্নেদের জন্যে তিনটে ডিটেকটিভ বই কিনে এনেছিলো। আমি দেখেই যেই একটা টান মেরে পড়তে লেগেছি, ওর কি হোল জানিস—দেখ দেখ দিদি—বলে কি, আরে তেরে ভালা হ্যয়। আরে, এসব ডিটেকটিভ বইয়ে এত তর্ হয়ে যাবার কী আছে? আমি যেই এটা শুনেছি না, তখন থেকে আমিও বাবা ওসব তরাতরির মধ্যে নেই। ওপরে ওদের কমিউনিস্ট পার্টির যে কোন একটা বড়ো সাইজের বই

খুলে নিয়ে তার নিচে ডিটেকটিভ বই রেখে পড়তে লেগে যাই, ও বুঝতেই পারে না।

গোকুল ॥ তার মানে রসকষের মধ্যে নেই।

বীথি ॥ কে, চিন্ময় ?

গোকুল ॥ হ্যাঁ।

বীথি ॥ তা থাকবে না কেন ? ও বলে লাইফে কত কি মজা আছে। গান শোন, গান গাও। ছবি আঁক, বই পড়। আড্ডা মারো, কিন্তু ডিটেকটিভ বই মানে গ্যাজা। বাইশ বছরের একটা মেয়ে, তার হাতে গ্যাজার কলকে, ইয়া মারা।

গোকুল ॥ এই রকম ক'রে বাংলা বলে ? তোর মা বাপের ভাগ্যি বটে !

বীথি ॥ কেন ?

গোকুল ॥ একে তো ছেলের বৌ নিয়ে সুখের পার নেই, তার মধ্যে আবার হবু-জামাইয়ের এই ভাষা। এ বাঙালী, না হিন্দুস্থানী ?

বীথি ॥ হ্যাঁ, এইরকম ক'রেই বলে। ওরা বলে, হিন্দুস্থানী তো সবাই, বাঙালীরাও তো হিন্দুস্থানী !

অলকা ॥ নে, আয় খেতে বোস।

বীথি ॥ ও কি অদ্ভুত মজার লোক না দিদি, দেখলে বুঝবি।

গোকুল ॥ এ আবার কিরকম মজার লোক বাবা কে জানে ? ডিটেকটিভ বইই তো আসল বই, কত ব্রেণ খাটিয়ে লিখতে হয় জানো ? এমন এক একটা বই আছে যা পড়লে হোল লাইফ ভুলতে পারবে না। তা না গান গাওয়া আর গান শোনা। নাকি খস্ খস্ ক'রে ছবি আঁকা, নাকি বেটাইমে ট্রামবাস পাংচার ক'রে দিয়ে রাস্তাভোর পার্টিবাজী 'চলবে না, চলবে না' চলছে।

হেঁঃ। ডিটেকটিভ বই যদি গাঁজা হয় তবে ওসবও গাঁজা। (চ'লে যেতে গিয়ে হঠাৎ ফিরে বলে—) অবিশ্যি কথায় বলেছে —যাতে যার মজে মন, কিবে হাড়ি কিবে ডোম।

বীথি ॥ মাঝে মাঝে এমন কাণ্ড করে না, আমি হয়তো একটা ডিটেকটিভ বই পড়ছি, ও দুম ক'রে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিল।

গোকুল ॥ নিয়ে ?

বীথি ॥ নিয়ে নিজেই পড়তে লাগল।

অলকা ॥ ও, তাহলে মানে ওর বক্তিমা মানে কথার কথা।

বীথি ॥ না, না। কথার কথা কেন হবে, আমি যে মাঝে মাঝে ভাল বইও পড়ি—ওতো মাঝে মাঝে দেখে হঠাৎ খেপে উঠে এই লাল সেলামের মত মুঠো ক'রে বলতে লেগে যাবে, মানে সব সময় ডিটেকটিভ বইয়ে আমি এতরাজ না। যখনই বক্তৃতা দেবে না, ফট্ ক'রে হাত মুঠো ক'রে দেবে, এই রকম।

গোকুল ॥ কী রকম ?

বীথি ॥ এই যে, এই রকম। সব সময় আমি ডিটেকটিভ বইতে এতরাজ না, ডিটেকটিভ বই খুব খারাপ না, কিন্তু হরবখৎ ডিটেকটিভ বই ভালো না। ফুটবল খেলা খুব ভালো, কিন্তু হরবখৎ ফুটবল—অ্যায় রাম। সিনেমা তো আচ্ছাই হ্যায়, কিন্তু ডেইলী সিনেমাতো সত্যনাশ কর দেগা।....ও হ্যাঁ, সাত বচ্ছরের মধ্যে এমন বৃষ্টি হয় নি, একথা অল ভেরী রাইট, কিন্তু একথা আমার কাছে বলো না।

গোকুল ॥ আমি হাত-মুখটা ধুয়ে আসি।

[কলঘরে চ'লে যায়। সেখান থেকে হাতমুখ ধোয়ার কলকল আওয়াজ—বিচ্ছিন্ন গানের কলি ভেসে আসে। অলকা কাজ সেরে মাটিতে ব'সে বীথির সঙ্গে কথোপকথন চালায়]

অলকা॥ তোদের তো দেখছি বাবা একটুও মতের মিল নেই, তোদের ঝগড়া হয় না ?

বীথি॥ আমি চেঁচালে ও চুপ ক'রে থাকে, এতে কি ঝগড়া জমে বল ? আমার অফিসে আমার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড নিয়ে ভীষণ গণ্ডগোল হয়েছিল। সেই সময় একজন আমাকে ওদের ঐ ইউনিয়ন অফিসে নিয়ে গিয়েছিল, কি করতে হবে কিছু জানতুম না তো। ওদের একজন আমাকে চিন্ময়ের কাছে ভিড়িয়ে দিল। ও সব কথা খুব মন দিয়ে শুনলো, তারপর বললো, ঠিক আছে। আপনার কেস হয়ে যাবে ; মাস ছয়েক লাগবে, শেষ পর্যন্ত লড়বেন তো ? আমি বল্লুম হ্যাঁ। ও-ই সব এ্যাপ্লিকেশন্ লিখে-ঠিকে দিল। ব্যস কেস উঠলো ট্রাইব্যুনালে। যা আচ্ছা তক্ক করলো না সেদিন, বাপরে বাপ্। ব্যস কোম্পানী সুড়্ সুড়্ ক'রে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড মেনে নিল। আমি বাবা চোদ্দ পুরুষে ঐ রকম তক্ক করতে পারতুম না। তক্ক করবো কি, কথা বলতেই জানি না। গড়্ গড়্ ক'রে যে বাংলাই ব'লে যাবো, তাই পারি না। ভেবে দেখ, আমরা তো বাঙ্গালী, কিন্তু জাস্ট এই খাওয়া পরা, দু-একটা জিনিস কেনা, কি ধর লোকের একটু নিন্দে করা, কি এসব ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে বলতে বল, কিছুই পারব না। ভেবে দেখ। ওতো এখনো মাঝে মাঝে মুখ কি রকম কালো

ক'রে ফেলে বলে, কথা বলতে পার না কেন ? যে কোন একটা সাবজেক্ট নাও এনি ডিমাণ্ড সাবজেক্ট—কিছু বল না বাবা, কিছু বলো। ল্যাংগুয়েজ-টাকে ইউজ করো। কী ক'রে ল্যাংগুয়েজ শিখতে হয় জানো ? আচ্ছা দিদি কী ফ্যাসাদ বলতো। ভাষা আবার কোনদিন শিখতে হয় নাকি ? এই তো ছোটবেলায় আমরা যেমন কথা বলি, হাঁটি, কথা বলি, 'মা' 'বাবা' এই রকম ক'রেই তো। মানে খাওয়া পরা লোকে যেরকম অটোমেটিক্যালি শেখে সেই রকম না ? আর ও এমন অদ্ভুত করে না, হঠাৎ কী রকম উবু হয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলবে ল্যাংগুয়েজ ইজ ওয়ার্ডস। ভাষা হচ্ছে শব্দ, এ সেই ব্রিজের মতো—সেতু—তুমি এপার থেকে ওপারে চ'লে যাবে। তোমাকে এপার থেকে ওপারে চ'লে যেতে হবে, তাই তোমাকে ভাষা শিখতে হবে। যত বেশী ব্রিজ তুমি জানবে, তত বেশী তত সহজে অন্য জায়গায় যেতে পারবে।....আচ্ছা জামাইবাবু, নদীর ওপারে একটা জায়গা আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার যেতে ভালো লাগছে, কিন্তু ব্রিজ নেই। কী হবে বলতো ?

গোকুল ॥ কেন হাঁটুর ওপর ধুতি তুলে জলের ওপর হনহনিয়ে মেরে দেবো।

[গোকুল বীথির কথার শেষ হওয়ার সময়ে কলঘর থেকে ফিরে মধ্যবর্তী দরজায় দাঁড়িয়ে লুঙ্গী ঠিক করছিল। এই কথা বলতে বলতে বাইরের ঘরে ঢুকে আসনে ব'সে খেতে শুরু করে। বীথিও খেতে থাকে]

বীথি। কী আশ্চর্য ! আমি এ্যাক্জাক্টলী এই রকম একটা কথা

বলেছিলুম, হ্যাঁ, হেঁটে পার হ'লেই তো হয়। ব্যস ও অমনি ঝপ ক'রে হাত মুঠো ক'রে ফেললো, হ্যাঁ, তাতে পায়ে লাগে; পাথরে ঘা লাগে। জল ঠাণ্ডা, জলের নীচে কাদা আছে। অত সোজা না। হাজার বছর আগে তোমার মত মানুষ এমনি বোকা ছিল ব'লেই, অনেক গুণী লোক মিলে এই ব্রিজ তৈরী করেছে, এ আমাদের অনেক দিনের পূর্বপুরুষদের দিনরাত খাটনীর এই আশ্চর্য ফল ভাষা। আমি বাবা অতশত বুঝতুম না, বলতুম পূর্বপুরুষ চুলোয় যাক বাবা, বর্তমান পুরুষ বাঁচলেই হয়। ও আমার দিকে তাকিয়ে কি রকম অদ্ভুত ক'রে হাসতো, বলতো বুঝেছি বুঝেছি। তুমি আর কথা চাও না, এখন তুমি ব্রীজের নীচে দাঁড়িয়ে, জলের ওপর, কাদার ওপর, পাথরের ওপর। এখন তুমি মানুষ চাও, না? কথা নয়, কথা নয়।

অলকা ॥ কী চাও, মানুষ ?

বীথি ॥ হ্যাঁ, মানুষ, ভালোবাসার মানুষ। জীবনের বিকেল প্রায় যখন শেষ হব হব, তখন মানুষ মনের মানুষ চায়। সেই মানুষ—বুঝিস নি, না? রাত্রি তো ঘুমোবার বেলা, সকালে তো কাজ, সন্ধ্যেবেলা তো বন্ধুবান্ধব, আড্ডা। কিন্তু বিকেল—ভালোবাসার বিকেল!

গোকুল ॥ ভালোবাসার বিকেল, আর ওভার-টাইমের বিকেল ?

[অলকা গোকুলের বিস্রস্ত লুঙ্গী টেনে দেয়। গোকুল ভব্যসভ্য হয়ে ব'সে খেতে থাকে]

বীথি ॥ রোজ বিকেলে ওভার-টাইম-এর বিকেল, শুধু ছুটির দিনের বিকেল—ভালোবাসার বিকেল।

অলকা ॥ আচ্ছা কথা শিখেছিস বাপু।

বীথি ॥ আমি যে শুধু কথাই বলি আর তোরা যে পাস—কী সুন্দর মেয়ে শ্বশুর-শ্বাশুড়ী স্বামী, ঘর-সংসার।

অলকা ॥ হ্যাঁ খুব হয়েছে। নে খা দিকিনি, আর কাব্যি করতে হবে না। আর একখানা রুটি দেবো?

গোকুল ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ দাও, আর একখানা দাও। রুটিটা খুব জুত হচ্ছে না, নারে, চারটি ভাত ফুটিয়ে দিলে পারতে ওকে!

বীথি ॥ না না রুটি খাবার আমার খুব অভ্যেস আছে। ওখানে তো কতদিন দু'বেলা রুটি খাই, কিছু কষ্ট হবে না।

গোকুল ॥ তাই চেহারা বানিয়েছ! একখানা রসগোল্লা শুকিয়ে দানাদার হয়েছে।

[গোকুল উঠে কলঘরে চ'লে যায়]

অলকা ॥ বীরেনকে তোর মনে আছে বুড়ী?

বীথি ॥ কে বীরেন?

অলকা ॥ ঐ যে আগের বারে তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তোর জামাইবাবু। সেই যে রে—ঐ ৮বি রুটের কণ্ডাক্টার, সেই ছেলেটা।

বীথি ॥ হ্যাঁ, বুঝেছি। ঐ যে মাল না ঢাল কী পদবী?

অলকা ॥ খাঁড়া। বীরেন্দ্রনাথ খাঁড়া; গত বিষ্যুদবার বেচারার যা একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছে না, বিবেকানন্দর মোড়ে এক ষাঁড়ে মেরেছে এক গুঁতো, বাঁ কানটা বেচারার থেঁতলে গেছে। হাঁটুতেও লেগেছে খুব। দুটো পাঁজরা নাকি ভেঙে গেছে। বাঁ পায়ের শিরা ছিঁড়ে গিয়ে সে নাকি গল্ গল্ করে রক্ত।

বীথি ॥ আহারে বেচারা।

[গোকুল মুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে ঢুকে গেঞ্জী পরে — খুচরো নেয়। অলকা খেতে শুরু করে]

অলকা ॥ দেখ দেখিনি, শুকনো বিপদ। বেরুচ্ছ যে, পান কিনতে যাচ্ছ বুঝি ?

গোকুল ॥ হ্যাঁ, কেন তোমরা খাবে নাকি ? (বেরোতে গিয়ে ডানদিকের খাটে ব'সে ডিটেকটিভ বই পড়তে শুরু করে)

অলকা ॥ হ্যাঁ। এনো না দুটো মিষ্টি পান।

বীথি ॥ তুমি এখনো সেই ৮বি রুটেই চালাও জামাইবাবু ?

গোকুল ॥ না, এখন ন' নম্বরে দিয়েছে।

বীথি ॥ একদম বাজে রুট।

গোকুল ॥ ড্রাইভারির আবার বাজে আর কাজের। অফিস-টাইমে তো সব রুটেই সমান ঝামেলা।

বীথি ॥ লোকে ভীষণ তাড়া মারে না ?

গোকুল ॥ কতগুলো কাছাখোলা লোক আছে, দিন-রাতই তাড়া মারে—কি সকাল কি বিকেল।

বীথি ॥ তোর খাওয়া কম পড়লো না দিদি ?

অলকা ॥ না না, এর বেশী আবার কি খাবো ? রুটি খেলে আমার পেটই ভরে না।

বীথি ॥ মাংসও তো নেই।

অলকা ॥ হোটেলের মাংস খেলে আমার গা গুলোয়, যা মশলা দেয় না।

বীথি ॥ তোমরা ফেব্রুয়ারী মাসে স্ট্রাইক করেছিলে, না গোকুলদা ?

গোকুল ॥ আমরা স্টেট বাস না—প্রাইভেট বাসের ড্রাইভারেরা—সে তুমি জানলে কোত্থেকে ?

বীথি ॥ মা লিখেছিল—

গোকুল ॥ আমরা করিনি, তোমার বাপ-দাদারা করেছিল

বীথি ॥ আর তোমরা গভমেন্ট বাসের ড্রাইভারেরা ?

গোকুল ॥ না, আমরা না।

বীথি ॥ এই দেখো, সব খেয়েছি কিন্তু। থালাটা তুলে দেবো ?

অলকা ॥ না, না, তুই ওঠ, আমি তুলে দেবো।

[বীথি মুখ ধুতে চ'লে যায়। অলকা খায় এবং হেঁচকি তুলতে থাকে]

গোকুল ॥ খুব মশলা দিয়েছে, না ? জল খাও, জল খাও।

[বীথি বাইরের ঘরে ফিরে আসতে আসতে—]

বীথি ॥ ও, তার মানে ঠিক জমেনি বলো।

গোকুল ॥ কীরকম ?

বীথি ॥ ঐ স্ট্রাইকের দিন কলকাতা কিরকম লাভলি দেখতে হয়, হট্টগোল-গণ্ডগোল নেই, এই চওড়া রাস্তাগুলোয় শুধু লোক আর লোক। দেখে মনে হয় লোকেরা সব দখল ক'রে নিয়েছে কলকাতা।

গোকুল ॥ ডাকতো আমাদের মত হোমগার্ডদের, তিন লাথিতে শুয়ারদের ধর্মঘটের ঘট উল্টে দিতাম না।

বীথি ॥ তুমি ড্রাইভার হয়ে ড্রাইভারদের স্ট্রাইক ভাঙতে যেতে ? বাঃ!

গোকুল ॥ আমাদের সঙ্গে প্রাইভেট বাসের ড্রাইভারদের আকাশ

জমিন ফারাক। সামনের খুপরীতে যত মাল ওঠে, সব পয়সা প্রাইভেট বাসের ড্রাইভারেরা পায়, আমরা পাই? তাছাড়া কোন কোন রুটে ভালো ভালো ফাসক্লাস মালিক আছে, বিক্রীর ওপর কমিশন দেয়, জান? ওদের মাইনে আর আমাদের মাইনে।

বীথি॥ তা তোমরাও মাইনে বাড়ানোর জন্যে ল'ড়ে যাও। দরকার হলে স্ট্রাইক কর, তা ব'লে তুমি ওদের স্ট্রাইক ভেঙ্গে দেবে? বাঃ!

গোকুল॥ ও স্ট্রাইক-ফাইক ক'রে কিছু হবে না। ইউনিয়নের লোকগুলো লড়িয়ে দিয়ে পেছন দিক দিয়ে হ'টে যায়। পুরো হারামী!

বীথি॥ বেশ তো, নইলে আরো মজবুত ইউনিয়ন তৈরী কর। তা ব'লে অন্যদের স্ট্রাইক ভেঙ্গে দিলে তোমার লাভ হবে? ওরা যে টাকাটা পাবে না, সে টাকা কি তোমাদের দেবে?

অলকা॥ টাকা পেলোই বা কোথায়? বাবাকে তো বণ্ড লিখিয়ে নিয়েছে, বাদল বেচারার তো চাকরীই চ'লে গিয়েছিল। দু'মাস বসিয়ে রেখে তবে আবার বহাল করেছে। সব মালিকই সমান বাবা। আমাদের সব জানা আছে।

[অলকা বাসনপত্র গুছিয়ে কলঘরে রেখে এসে ন্যাতা দিয়ে খাবার জায়গাটুকু মুছে ন্যাতা ভেতরের ঘরে রেখে আবার বাইরের ঘরে ফিরে আসে]

গোকুল॥ বাদলকে আমি তখনই বারণ করিনি? খুব ফুটুনি মেরে লালঝাণ্ডা লালঝাণ্ডা করছিল, তাতে মাইনে বাড়লো? মধ্যে থেকে কাবলের থেকে টাকা ধেরেছে।

বীথি ॥ কে, দাদা ?

[অলকা খাওয়ার পাট সম্পূর্ণ চুকিয়ে বাইরের ঘরে বাঁদিকের খাটে বসে]

অলকা ॥ হ্যাঁ, আর বলিস না। দুনিয়া ভর ধার করেছে বেচারা। সেই দু'মাস যে কী ক'রে সংসার চালিয়েছে, বাবা।

বীথি ॥ বাবা সত্যি সত্যি বণ্ড লিখে দিয়েছে ?

অলকা ॥ হ্যাঁ, মা বলছিল বাড়ী ফিরে বাবা নাকি খুব কাঁদছিল।

গোকুল ॥ কাঁদলে কি হবে ? কোম্পানী তো আর বুড়ো ছোকরা মানবে না।

অলকা ॥ বাবাও যেন আজকাল কেমন হয়ে গেছে। সেদিন তোর জামাইবাবু দেখা করতে এসেছিল, বলল যে ১৫ই আগস্টে গড়ের মাঠে ওদের লেফ্‌ট্ রাইট্ হবে, সেই বাবাকে বলতে এসেছিল। বাবা ভালোমন্দ হ্যাঁ না কিছুই বলল না।

বীথি ॥ কিইবা বলবে ? প্যারেড ক'রে কি হবে ?

[বলতে বলতে ভেতরের ঘরে গিয়ে স্যুটকেস খুলে শাড়ী নিয়ে আসে]

গোকুল ॥ বা, প্যারেড করলে খবরের কাগজে ছবি বেরোবে। অন্যদেশের লোকেরা জানবে কী আমাদের দেশের শক্তি।

বীথি ॥ প্যারেডের ছবি ছেপে কী আর শক্তি দেখানো যায় ?

গোকুল ॥ বাঃ, অন্য দেশের লোকেরা দেখে'তো ঘাবড়াবে। লড়াই করতে ভয় পাবে তো।

বীথি ॥ আজকাল তো সবাই সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে। কিছু লাভ হচ্ছে তাতে ? তোর জন্যে এই শাড়ীটা এনেছি দিদি। এ্যাটম

পড়ার আগে প'রে নিস্। [শাড়ীটা অলকাকে দিয়ে ভেতরের ঘরে গিয়ে স্যুটকেস থেকে ফ্রক বার করে]

গোকুল ॥ তুমি বলছ কি ? নিজের দেশের শক্তি দেখালে অন্য দেশ ঘাবড়াবে না ?

বীথি ॥ (বাইরের ঘরে ফিরে আসে) আসল কথা বল না বাবা নিজেরাই ঘাবড়েছ, তাই শক্তি দেখাচ্ছ। এই যে মাস্তুর জামা।

গোকুল ॥ খুব কম্‌নিষ্ট হয়েছ না ?

অলকা ॥ শাড়িটা খুব সুন্দর রে বুড়ি। কত দাম নিল ?

বীথি ॥ তেরো টাকা। আপত্তি কি জান গোকুলদা, এই "সাজো সাজো" রবে ঘেন্না ধ'রে গেছে। কেন প্যারেড করবে ? কি জন্যে শক্তি দেখাবে ? দেশ বাঁচানোর জন্যে ? কে বাঁচাবে দেশকে, কে বাঁচাতে চায় ? প্যারেড করলে কি দেশ বাঁচে। (কথা বলতে বলতে গোকুলের সামনে এসে অভিযোগকারীর ভঙ্গীতে দাঁড়ায়)

গোকুল ॥ তা কি করলে দেশ বাঁচে ? স্ট্রাইক করলে ?

বীথি ॥ ভারতচন্দ্রের নাম শুনেছ ?

গোকুল ॥ কে ভারতচন্দ্র ?

বীথি ॥ রায় গুণাকর ?

গোকুল ॥ না।

বীথি ॥ তোমার এই এরিয়ার এম. পি. কে জান ?

গোকুল ॥ জেনে লাভ ?

বীথি ॥ এ দেশে ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেণ্ট কবে শুরু হয়েছে জানো ? জানো স্ট্রাইক করলে কার লাভ, কার ক্ষতি ?

গোকুল ॥ নাই জানলুম, তাতে কি ?

বীথিথ। তা কোন দেশের জন্য প্যারেড করছো ? সে কোন দেশ—যাকে তুমি ভালবাসো ? যাকে তুমি বাঁচাবে ?

গোকুল ॥ দেখ বীথি, ওসব কমুনিষ্টগিরি এখানে ফলিও না। সব দেশেই বড়লোক—গরীবলোক আছে। যার যেমন ভাগ্যি সে সে রকম খাবে। সবাই আছে নিজের তালে, যে যেরকম পারে গুছিয়ে নিচ্ছে। ওসব মাল পলিটিক্স ফলিটিক্স এখানে করতে এসো না, ব্যস্।

[উত্তেজিত ভাবে হাতে পয়সা নিয়ে বাইরে চলে যায়]

অলকা ॥ ঐ হোমগার্ড নিয়ে কিছু বললেই ওরকম তিরিক্ষি হয়েযায়! এমন মেজাজ ফলাবে যেন ঘরশুদ্ধ লোক চীনে আর পাকিস্থানী।

বীথি ॥ কিন্তু জামাইবাবু তর্ক করতে পারে না কেন ? গুছিয়ে তর্ক করতে পারবে না মানুষ ?

অলকা ॥ কে বললে তর্ক করতে পারে না ? আমার সঙ্গে তর্ক করলে এমন মুখ ছোটাবে।

বীথি ॥ আরে দূর, মুখ ছোটানো নয়, কথা বলা, কথা—কথা—ব্রিজ তৈরি করা। আমি যখন ওখানে কখনও পার্টির বন্ধুদের সাথে বসি, ওরা যে কিসব কথা বলে তার আদ্ধেক কথা আমি জীবনে শুনিনি।

অলকা ॥ তুই পরে ওদের কাউকে জিজ্ঞেস করিস না কেন সেসব কথা ?

বীথি ॥ আর কাকে জিজ্ঞেস করবো ? তার আগেই তো চিন্ময় ধরবে আমাকে। অলওয়েজ জিজ্ঞেস কর, অলওয়েজ—লোকেরা যা

জানে সেগুলো লোকেদের তো জানাতে ভাল লাগে। জিজ্ঞেস করবে, তবে তো জানবে, তবে তো লোকেরা তোমাকে রেসপেক্ট করবে !

অলকা ॥ তুই কী করিস ?

বীথি ॥ ওরকম করে কথা বললে আমার ভীষণ রাগ হয়। আমি কিছু বলি না ! আমি মায়ের ধাত পেয়েছি তো। কেউ বকলে আমার জেদ চড়ে যাবে। আমার ভীষণ ইচ্ছে করে ওদের জিজ্ঞেস করি, কিন্তু কিছুতেই পারি না যত বুঝি না তত ভেতরটা কেমন করে। ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে বলছে হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করবে—আচ্ছা, কমরেড, আপনার ওপিনিয়ন কি ? মনে কর তুই ইস্কুলে লাস্ট বেঞ্চে বসে আছিস, হঠাৎ দেখলি দিদিমণি তোকেই কী একটা জিজ্ঞেস করছে। তখন কিরকম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যেতে হয় না—সেই রকম। আমি তো কখনও কিছুই বলি না, কখনও ঠিক জামাই বাবুর মতো, একদম জামাইবাবুর মতো আবোল তাবোল ব'কে রাগ করে বেরিয়ে যাই।

অলকা ॥ চিন্ময় রাগ করে না ?

বীথি ॥ হ্যাঁ, খুব করে বলে তেরে ভালা হয়। আরে ভাই, জিজ্ঞেস করবে তো। আমি তোমাকে কথা বুঝিয়ে বলবো ব'লে মরে যাচ্ছি। আর তুমি কী ? সব সময় চুপ করে থাক। আ—হাঃ।

অলকা ॥ ও তোকে বিয়ে করবে তো ?

বীথি ॥ কেন, করবে না কেন ?

অলকা॥ কি জানি বাবা। এতক্ষণ ধরে যা শুনলুম তাতে তো দেখছি ওর সাথে তোর কোন মিল নেই।

বীথি॥ মিল অমিল যা আছে সেতো আমাদেরই, "মিয়া বিবি রাজী তো কোন করেগা কাজী ?"

অলকা॥ হ্যাঁ বলতে গেলে আমরাই তো পাজি। বেশ, তোদের যা ভালো লাগে তাই ভালো।

বীথি॥ কি যে ভালো কে জানে? এখনো ও আমাকে ভালো করে চেনেই নি। আমাদের বাড়ীতেই আসেনি কোনদিন। মা, বাবা, তোদের কাউকে দেখেনি। যখন ভালো করে চিনবে তখন আবার কেমন লাগে কে জানে! ওকে প্রথম যেদিন দেখেছিলুম সেদিন আমার ভালো লেগেছিল। তারপর কতদিন কত কথা হয়েছে। ও কিন্তু কোনদিন ওই সিনেমার মত ভেঙে বলেনি যে আমি তোমাকে ভালবাসি। কিম্বা, চল বিয়ে করা যাক্। প্রথমে ভাবতুম সোজা, সব সোজা। জীবনটা কি সহজ যতদিন যাচ্ছে, তত বুঝতে পারছি। না, না, অত সহজ নয়। ওকে আমার মনের দিক থেকে এত বড় মনে হয় যে এসব কথা বলতেও লজ্জা করে। ও আমাকে যা যা শেখাতে চেয়েছে, বিশ্বাস কর দিদি, আমি প্রায় কিছুই শিখিনি। কিন্তু ভাব করেছি যেন ওসব না শিখলে আমি মরেই যাবো। শিখবো কী করে বল? সারাজীবন ধরে শেখবার মত একরকমের মন থাকে, সে মনটাই মরে গেছে আমাদের। হয়তো কোনদিন ঐরকম মন ছিলই না।

অলকা॥ তবে দেখ তো, বিয়ে হলে তো একদিন ধরা পড়েই যাবি।

বীথি॥ আমি ওকে এতো ভালবাসি যে ওসব টেরই পাবে না।

অলকা ॥ কিন্তু তাতেই কি সব হয় ?

বীথি ॥ না হলেই বা কি ? ওকে ছাড়া আমি বাঁচতেই পারব না।

অলকা ॥ বাবা, এযে বোষ্টমীদের মত হয়ে গেলিরে !

বীথি ॥ হ্যাঁ বোস্টমীই তো ! আচ্ছারে দিদি, তুই কোনদিন কর্ণফ্লেক্স খেয়েছিস ?

অলকা ॥ সে আবার কী ?

বীথি ॥ খাবি একটু ? বাবার জন্যে এনেছি····দুধ আছে একটু ?

অলকা ॥ সকালের চায়ের মতো আছে একটু।

বীথি ॥ দে না দে। সকালে বরং র' চা খাবো। আমি আগে কোনদিন খাইনি। চিন্ময়ের বাবা খান। একদিন ওর মা বানাচ্ছিলেন, তাই দেখে শিখেছি।

[বীথি ভেতরের ঘরে গিয়ে বাঁদিকের টেবিলে রাখা স্টোভে কর্ণফ্লেক্স বানানোর উদ্যোগ করে, অলকা দুটো খাটে বিছানা পাততে থাকে]

অলকা ॥ বাবা, তাহলে ওদের বাড়ীর সবাই তোকে কিছু না কিছু শেখাতে আরম্ভ করেছে বল। এক্ষুণি বানাতে শুরু করছিস্ যে খাবে কে ?

বীথি ॥ অল্প একটু বানাবো, তিনজনই খাবো।

অলকা ॥ ওদের বাড়ীর সবারই শেখানো শেখানো বাই আছে বল। এমন মাষ্টারের বংশে বিয়ে হ'লে বৌয়ের খুব ঝামেলা বাপু।

বীথি ॥ বিয়ের আগে সব মেয়েই একটু বেশী বেশী শেখে, বেশী বেশী সাজগোজ করে।

অলকা ॥ আহা, আর বিয়ের পর ?

বীথি ॥ তখন আবার সাজগোজ কিসের ? যে জন্যে সাজগোজ তাতো হয়েই গেল।

অলকা ॥ তা বইকি।

বীথি ॥ তখন তো যা খুশী খেলো, যা খুশী পরলো, জিজ্ঞেস করলেই তো একমুখ পান নিয়ে বলবে, ছেলেপিলে নিয়ে আর পারি না বাপু।

অলকা ॥ দাঁড়া না। তুই নিজে ফেরে পড়। তারপর দেখবো এসব বক্তৃতা কোথায় থাকে ?

বীথি ॥ তুই বুঝি খুব ফেরে পড়েছিস। গোকুলদা কিন্তু দারুণ লোক, নারে দিদি ?

[অলকা এই কথার পিঠে ডানদিকের খাটে ব'সে পড়ে, বীথি কথা বলতে বলতে স্টোভ জ্বালায়]

অলকা ॥ হ্যাঁ।

বীথি ॥ তোকে কোনদিন বিষ্টুদার কথা জিজ্ঞেস করেনি ?

অলকা ॥ না।

বীথি ॥ তোর বিয়ের রাতেই যে বিষ্টুদা গলায় দড়ি দিল, পুলিশের হাঙ্গামা-হুজ্জত কোন কিছুই জিজ্ঞেস করে নি ?

অলকা ॥ না।

বীথি ॥ তুই নিজে বলিস নি কিছু ?

অলকা ॥ না।

বীথি ॥ বলিস না, কোনদিন বলিস না। এতে তোদের কারোরই ভালো হবে না।

অলকা ॥ ও কথা তুই আর কোনদিন তুলবি না বুড়ী। যতবারই

দেখা হয়, তুই কেবল এক কথা তুলিস্। কী লাভ? যে ম'রে গিয়েছে ও কি আর ফিরবে? আমার মেয়ে আছে, ঘর সংসার আছে, আবার কী চাই? আর কোনদিন এসব কথা তুলবি না, বুঝলি?

বীথি ॥ না। কিন্তু তুই সুখী হয়েছিস?

অলকা ॥ সুখ কিসের? কিসের সুখ? মাথাটা যদি খারাপ হয়ে যেত তাহলে সবচেয়ে বেশী সুখ পেতুম। সুখটুকু বুঝি না—ঐতো বললাম, মেয়ে আছে, শ্বশুর শাশুড়ী আছে, ঘর সংসার হয়েছে—আবার কী!

বীথি ॥ ইস্! কাপ-প্লেটের কী অবস্থা! এ কাপের হ্যাণ্ডেলগুলো গেলো কোথায়?

অলকা ॥ বাদলের বৌ থাকতে তবু যেন কাপ-ডিসগুলোর একটু ছিরি ছিল।

বীথি ॥ আহা, আর বলিসনে। বৌদির যত গেঁয়ো স্টাইল। কোত্থেকে সব একগাদা ফুল-কাটা নীল-লাল কাপ-প্লেট জোগাড় করে এনেছিল। বাব্বাঃ!

অলকা ॥ তুই বাপু বাদলের বৌকে দেখতে পারিস্ না।

বীথি ॥ আমার ভালো লাগে না। ওর জন্যেই দাদার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল। বাঙালী-বিহারী কিচ্ছু না, ও যেন কেমন। যতই যা-ই দাও, কিছুতেই ওর তৃপ্তি নেই।

অলকা ॥ তুমিও বাবা ছোটবেলায় যতই যা পেতে কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হোত না।

বীথি ॥ এ দুটো বুঝি এক হোলো?

অলকা ॥ কেন, তফাৎটা কি হোলো ?

বীথি ॥ মোটেই এক হোলো না।

অলকা ॥ তা-তো বটেই। নিজের বেলায় আঁটিসাটি পরের বেলায় দাঁতকপাটি। মা আমাকে এট্টা লুতি দাও, আলো একটা লুতি দাদাকে দিলে কেন, আমাকেও দাও।

[বীথি এঘরে অলকার কাছে দাঁড়ায়]

বীথি ॥ বাঃ, আমার যে লুচি খেতে সত্যিই ভালো লাগত।

অলকা ॥ তুমি বাপু যা দেখতে তাই তোমার ভাল লাগতো। তুমি ছোটবেলায় সব পেতে। আর আমি, বাদল, গৌরী খালি কানমলা খেতুম।

বীথি ॥ ভ্যাট্। বরং তোরা বড় ছিলিস বলে সবকিছু পেতিস্। আমি বরং ছোট বলে কিছু পেতাম না।

অলকা ॥ ওমা, কোথায়। আমরাই বরং পেতুম না বলে চুরি করতুম আর তুই মার কাছে লাগিয়ে আমাদের মার খাওয়াতিস্।

বীথি ॥ ভ্যাট্। সব গুল।

অলকা ॥ তা বই কি ? একদিন তো আমরা ভেবেইছিলুম তোকে একদম গলাটিপে শেষ করে দেবো। যা রাগ হতো।

বীথি ॥ ভালো কথা। জামাইবাবুর সামনে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করছিল। বাবা এখনও তেমনি আছে ?

অলকা ॥ কি, দেওয়া-থেওয়ার ব্যাপারে ? শুনলি না মা মান্তুকে বালা দেবে বলেছে পূজোয়।

বীথি ॥ আঃ, সে বাপু না হয় তোর মেয়েকে পূজোতে দিল। মাকে এমনি টাকা পয়সা দেয় বাবা ?

অলকা॥ খেপেছিস ? টাকা পয়সার ব্যাপারে বাবা প্রত্যেক মাসে মাকে কাঁদিয়ে ছাড়বে। সব সময় খালি খ্যাচ খ্যাচ—সব সময়। চিরকাল যেমন দেখে এসেছি ঠিক তেমনি।

বীথি॥ মাকে মাস মাস কত টাকা দেয় বাবা ? কত ? শ দুয়েক ?

অলকা॥ দুশো পেলে তো মা বর্তে যেতো। একশো সোয়াশোর মত দেয়।

বীথি॥ তা লোকও মোটে দুজন।

অলকা॥ তা একশো সোয়াশোয় হাটবাজার, দোকানপাট, কাপড়-চোপড়, ধোপা-নাপিত, চাল, কেরোসিন সব নিয়ে একমাস চালিয়ে দে দিকিনি, তবে বুঝবো তুই কত বাহাদুর।

[নেপথ্যে সরকার-দাদু॥

ও ললিতে চাঁপা কলিতে
একটা কথা শুনসে
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে
চূড়ো বাঁধা এক মিনসে।]

অলকা॥ এই রে, সরকার-দাদু আবার মদ খেয়েছে। তোর জামাইবাবুর গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিস না ?

বীথি॥ সরকার-দাদু মদ খাবে কি করে ? ওর না প্যারালিসিস্ হয়েছে ?

অলকা॥ প্যারালিসিস্ তো মুখে কি ? গেলবার কামাই নেই। আর তোর জামাইবাবুর কাণ্ড দেখ। মাতালকে নিয়ে মজা করবার কি দরকার বাবা ?

[প্রচণ্ড ভাবে হাসতে হাসতে গোকুল ঘরে ঢোকে। হাতে পান, দেশলাই, মোম। ডানদিকের খাটে বসে। কথা বলতে বলতে পান অলকার হাতে দেয়।]

গোকুল ॥ বুড়োর রস আছে।

অলকা ॥ আমি এক্ষুণি বলছিলাম ওকে, মদে খেলো বুড়োকে।

গোকুল ॥ আর একদিন দু'চার ডোজ বেশী মারবে, বাস্ একদম সটকে যাবে বুড়ো।

অলকা ॥ ওর নিজের বাড়িটা বন্ধক দিয়েছে, নাগো? আর ঐ মোড়ের বাড়ী দুটো তোর কবে বেচে দিয়েছে, তাই না?

গোকুল ॥ এখনো দু'চারটে শেয়ারের কাগজ আছে যে, সেগুলো না খেয়ে বুড়ো মরবে?

অলকা ॥ সরকার-দাদু যত টাকা মদ গিলেছে, তার আদ্ধেক টাকা যদি আমার থাকতো তো বর্তে যেতুম।

গোকুল ॥ বুড়োর যা কাণ্ড! আজ এক কেচ্ছা করেছে! আমি পানের দোকানটায় দাঁড়িয়েছিলুম, দেখি কোত্থেকে এসে আমার দিকেই এগুচ্ছে। আমার সামনে এসে সর্বাঙ্গ কাঁপাতে কাঁপাতে এইরকম করে বললে, কী গোকুলাধিপতি, বলে, তোমার রাধা কেমন আছে? আমি তো বুঝেছি, বুড়ো মাল টেনেছে। ভালো ভালো ব'লে কাটাবার তাল করছি, বুড়ো খপ্ করে আমার হাত ধ'রে ফেললে, বললে, দাঁড়াও বাপ, তোমার পায়ে ব্রজের ধূলো লেগে আছে। এক খাবলা বাড়ী নিয়ে যাই। ব'লে বুড়ো নীচু হয়েছে তো! আরে আরে একী, আপনি আবার!

[উঠে দরজাগোড়ায় যায়। সরকার-দাদু মঞ্চে ঢোকে, ঘরের বাইরে মঞ্চের ডানদিকেই থেকে যায়]

সরকার ॥ কিছু মনে করো না গোকুলচন্দ্র। অনিচ্ছায় বড় কষ্ট দিলুম হে।

গোকুল ॥ আরে দুর দুর, না। আমার কোন কষ্ট হয় নি। আবার এ মুখো হলেন কেন। যান শুয়ে পড়ুন গে, বাড়ী পৌঁছে দেবো?

অলকা ॥ এই দাদু, যান বাড়ী যান। কী ভীষণ কাঁপছেন। যান বাড়ী যান।

সরকার ॥ কে গো রাধিকে। হ্যাঁ কাঁপছি সোনা, জ্বরে—প্রেমজ্বরে। আছিস কেমন?

অলকা ॥ আমি ভালো আছি, আপনি বাড়ী যান দেখি, বাড়ী যান।

সরকার ॥ কুঞ্জদ্বারে তোর পাশে দাঁড়িয়ে কে লো রাধিকে?

অলকা ॥ চিনতে পারছেন না, আমার বোন বুড়ি।

সরকার ॥ এ্যাঁ, বীথু ললিতে? বেড়ে দেখতে হয়েছিস্ তো ছুড়ী। আয় আয়, এদিকে আয় দেখি।

[বীথি মঞ্চের ডানদিকের ফাঁকা জায়গাটুকুতে গিয়ে সরকার দাদুর সঙ্গে কথা বলতে থাকে। গোকুলও ঐখানেই। অলকা দরজাগোড়ায় দাঁড়ায়]

বীথি ॥ কেমন আছ দাদু?

সরকার ॥ ভাল আছিরে শালী, খুব ভাল আছি। দেখ একবার তার কেষ্ট নাগরকে। ছোটবেলায় যে আমাকে বিয়ে করবি, বিয়ে করবি বলে বায়না ধরতিস। দেখ পছন্দ হয় এখন?

বীথি ॥ ইস, কী চেহারা হয়েছে তোমার?

সরকার ॥ ভালো হলো আরে বঁধু
আজিকে সকালে।

প্রভাতে উঠিয়া ও মুখ দেখিনু
দিন যাবে মোর ভালে ।

বিয়ে করেছিস ?

বীথি ॥ না ।

সরকার ॥ তিন বছর ধ'রে তো খালি শুনছি বিয়ে হবে, বিয়ে হবে। হচ্ছে কই ।

বীথি ॥ না, এখনো হয়নি !

সরকার ॥ হয়নি তো বুঝলুম, কিন্তু কেন হয়নি ? ও শালা মদনমোহন কেন তোকে ঘোরাচ্ছে বল দিকিনিরে ? তোর মর্ম বুঝলে না ? কষ্ট আছে শালার কপালে ।

অলকা ॥ এই দাদু, যান । সত্যি বাড়ি যান ।

সরকার ॥ বল, তাড়াতাড়ি করতে বল । নইলে সারা জীবন কি আর রস থাকে ? ম'রে যাবে যেরে । রস হেজিয়ে যাবে ! শেষে একদিন দেখবি ঘেঁটুর মালা গলায় দিয়ে এই বুড়ো বর তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছে ।

অলকা ॥ দাদু, যান বাড়ী যান । ও পৌঁছে দেবে আপনাকে । কাল সকালে বীথু আপনার সাথে দেখা করতে যাবে, যান ।

সরকার ॥ হ্যাঁ, যাই যাই । বসন্ত চলিয়া যাবে,
ফুল ফুটিবে আবার
যৌবন চলিয়া যাবে
আসিবে না আর ।

বড় ভালো কথা, ফটোর ফ্রেমে খোদাই করে দিয়ে গেছে তোদের দিদিমা । হারামজাদী বড়ো ভালবাসতো রে। তা বীথু—তুই ফর্সা

হয়েছিস—এতো ফর্সা তো তুই ছিলি না। এখন তো তোকে আর তন্বী শ্যামা শিখরি দশনা পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী বলা চলল নারে। তুই ফর্সা হয়েছিস। সামনে ঐ ব্রিজটার ওপর দিয়ে তুই কতদিন হেঁটে হেঁটে গেছিস্, তখন তো বুঝিনিরে তুই বড় হলে এ রকমটা দেখতে হবি। ব্রিজটা পুরোনো হয়ে গেছে, তুই কিন্তু দিনকে দিন বেড়ে দেখতে হয়েছিস্ রে।

[সরকার দাদু চলে যায়। গোকুল তাকে বাইরে নিয়ে যায়। ফিরে এসে সোজা বাঁদিকের খাটে বসে। অলকা ভেতরের ঘরে চলে যায়, বীথি প্রথমে বাইরের ঘরে ঢোকে।]

গোকুল ॥ নে, তুই এবার শুয়ে পড় বীথু।

বীথি ॥ ওঃ, এরকম লোক দেখলে কিরকম ভয় করে বাবা। কিরকম যেন—

গোকুল ॥ বুড়ো কিন্তু দারুণ ভালো লোক। হেন লোক নেই যার উপকার করেনি।

বীথি ॥ তা হোক, কিন্তু দেখলে আমার গায়ের ভেতরটা কেমন করে।

গোকুল ॥ আহা বুড়ো তো একদিন তুইও হবি।

বীথি ॥ চিন্ময়ের বাবা এরকম বুড়ো। আর এরকম প্যারালিসিস আছে। আমি ভয়ে কোনদিন কাছেই যাই না।

গোকুল ॥ কে দেখাশোনা করে?

বীথি ॥ চিন্ময়ের মা। উনিই চান করান, জামাকাপড় পাল্টে দেন, খাওয়ান, কখনও কখনও চিন্ময়ও করে। আমি পারি না বাপু।

শুনে একদিন চিন্ময় বলছিল—আরে সাবাস। তা হলে আ‌মি বুড়ো হলেও তুমি কাছে ঘেঁষবে না দেখছি। বেশ লোকতো তুমি। বুড়ো হয়ে যাবো ভাবলে আমার কিরকম ভয় করে।

[বীথি ভেতরের ঘরে ঢুকে যায়। গোকুল উপুড় হয়ে শুয়ে ডিটেকটিভ বই পড়ার উদ্যোগ করে]

গোকুল ॥ কোন ঘরে শুবি তুই বীথু ?

বীথি ॥ কেন, এঘরে। মান্তুর বিছানায়।

গোকুল ॥ এ ঘরেই তোর দিদির সঙ্গে শো'না।

বীথি ॥ না, থাক, আমি এঘরে মান্তুকে নিয়ে শোব।

গোকুল ॥ মান্তুকে নিয়ে শুতে পারবি কেন তুই ? মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে কান্না জুড়ে দেবে।

বীথি ॥ তখন বরং তোমাদেরকে ডেকে জাগিয়ে ওকে দিয়ে যাবো, শুই না ওকে নিয়ে ?

অলকা ॥ হ্যা শুয়ে পড়। মান্তুকে আমার কাছেই দিয়ে দিলেই পারতিস। ওইটুকু খাটে মিছিমিছি কষ্ট হবে, না ?

বীথি ॥ না না, কিছু কষ্ট হবে না।

অলকা ॥ এই নে, তোর জামাইবাবু এখন কিনে এনেছে। বিছানার কাছে এটা রেখে ঘুমোস। এই নে দেশলাই। একগ্লাস জল রেখে দেবো মাথার কাছে ?

বীথি ॥ না থাক, রাতে জল খাই না আমি।

অলকা ॥ নে ঘুমো তাহলে।

[অলকা ডান দিকের খাটের সামনে পা ঝুলিয়ে বসে]

বীথি ॥ হ্যাঁ, চুলটা বেঁধে নেবো।....এইরে দিদি, কর্ণফ্লেক্স খাবি না!

অলকা ॥ ওমা, তাইতো !

[বীথি ভেতরের ঘরে গিয়ে 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়' গানটি গুণগুণ করতে করতে কর্ণফ্লেক্স্ বানানো শেষ করে]

বীথি ॥ দাঁড়া, এনে দিচ্ছি। আজকেরটা বোধ হয় ভালো হবে না। কালকে বিকেলে খুব সুন্দর ক'রে বানিয়ে তোর বাড়ীতে নিয়ে যাবো। মান্তুকে খেতে দিস।

অলকা ॥ হ্যাঁ, ষ্টোভ জ্বালিয়ে কেরোসিন ওড়াও, বাবা তোমাকে কোলে নিয়ে নাচবে।

বীথি ॥ মাকে আগে ব'লে নেবো, মা ঠিক ম্যানেজ ক'রে নেবে।

অলকা ॥ অত সোজা না।

[বীথি দুটো কাপে কর্ণফ্লেক্স নিয়ে ঢুকে প্রথমে অলকাকে দেয়]

বীথি ॥ দেখ খেয়ে কেমন হয়েছে।....এই এত রাতে আর ধোয়াধুয়ির পাট রাখিস না বাপু। কাল সকালে ধুস, কেমন ?

অলকা ॥ আচ্ছা।

[বীথি পাঠরত গোকুলকে কর্ণফ্লেক্সকে দিতে যায়]

বীথি ॥ জামাইবাবু, কর্ণফ্লেক্স।

গোকুল ॥ সে আবার কি ?

বীথি ॥ দেখ না খেয়ে।

গোকুল ॥ রাখ ওখানে। মুখে পান আছে, একটু বাদে খাবো।

বীথি ॥ গরম গরম খেলে কিন্তু ভালো লাগে খেতে।

গোকুল ॥ আচ্ছা আচ্ছা খাচ্ছি।

[বীথি ভেতরের ঘরে চলে যায়। অলকা কর্ণফ্লেক্স

খাওয়া শেষ করে উঠে তাক থেকে পয়সা নিয়ে গোকুলের কাছে যায়]

অলকা ॥ ওগো শুনছো পিঠটা বড় চুলকোচ্ছে। এ পয়সাটা দিয়ে একটু চুলকে দাও না।

গোকুল ॥ কই ?

[গোকুলের উঁচু করা হাতে পয়সা। মন বইয়ের দিকে। বীথি হঠাৎ এঘরে ঢোকে। অলকা কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি ডানদিকের খাটে বসে। গোকুল উঠে ব'সে কর্ণফ্লেক্স খেতে শুরু করে]

বীথি ॥ এই দিদি।

অলকা ॥ কী, আয়, আয় না। কী বলছিস ?

বীথি ॥ তোকে আমি বলেছি যে, আমি ছবি আঁকা শিখেছি ?

অলকা ॥ তুই ছবি আঁকা শিখেছিস ? না জানিনা তো ?

বীথি ॥ হ্যাঁ। একরকম নতুন ধরনের ছবি। ঠিক মানুষ, গাছপালা না, মাকে পাঠিয়েছিলুম দুটো। কাল মা ফিরে এলে জিজ্ঞেস করবো। যদি ফেলে দিয়ে না থাকে তবে নিয়ে যাবো তোর বাড়ী দেখাবো।

অলকা ॥ তুই তাহলে এখন আর্টিষ্ট বল।

বীথি ॥ হ্যাঁ, আর্টিস্ট। শুয়ে পড়ি কেমন ?

অলকা ॥ আচ্ছা।

[বীথি ভেতরে যেতে যেতে ভুল করে এঘরের আলো নেভায়। শুধরে নিয়ে এঘরের আলো জ্বালে, ভেতরের ঘরের আলো নেভায়। ভেতরের ঘরে যায়]

গোকুল ॥ হ্যাঁ—যা, রাত অনেক হয়েছে। ·····

[গোকুল কর্ণফ্লেক্সের কাপ রেখে উঠে আলো নেভায়। হাতে বালিশ। অলকার পাশে গিয়ে অলকাকে খাটের পেছনে মাটীতে বসায়, নিজেও বসে। দর্শকের অদৃশ্যে জৈবিকতার শুরু হয়]

এখানে বসো। আঃ বসো না। কোনখানটায় ?

অলকা ॥ এই যে এইখানটায়।

গোকুল ॥ এইখানে ?

অলকা ॥ আঃ যাঃ কী অসভ্যতা হচ্ছে।

বীথি ॥ (পেছনের ঘরে জানলা দিয়ে উদাস দৃষ্টি মেলে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে যখন গান গায়)

আমার যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে
তারি ছায়া ছড়িয়ে পড়েছে শ্রাবণ রজনী ঘিরে········।

[—তখন ধীরে ধীরে গানের ঢিমেলয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পর্দা পড়ে।]

প্রথম দৃশ্য

[সময় দুপুর। পর্দা ওঠার পর মঞ্চ খালি। মা ব্যাস্ত ভাবে কলঘর থেকে পিছনের ঘর পেরিয়ে বাইরের ঘরে এসে বলেন—]

মা ॥ পুষি, পুষি, পুষি, পুষি, পুষি, পুয়ি—এই পুষি, আয় খাবি

আয়। পুষি, পুষি, পুষি, আ মরণ। আমি হেদিয়ে মরছি আর মরার বেড়াল কার হেঁসেলে মুখ গুঁজে ব'সে আছে।

[অলক্ষ্যের মার্জার সম্বন্ধে হতাস হয়ে, ডানদিকের খাটের তলা থেকে একথালা চাল নিয়ে, ঐ খাটেরই গা ঘেঁসে মঞ্চের সামনের দিকে বসেন। এমন সময় লাঠি ঠুকতে ঠুকতে সরকার-দাদু বাইরের দরজা দিয়ে সোজা ভেতরে এসে মায়ের বাঁদিকে দাঁড়িয়ে বলেন—]

সরকার॥ ঠাণ্ডা গরমে বড্ড ভোগানটাই ভোগাচ্ছেরে মরি দিদি!

মা॥ তা ভোগাবে না। বয়স কত হয়েছে সে আক্কেল আছে তোমার? বুড়ো বয়সেও দেখি ধেই ধেই নাচের কামাই নেই।

সরকার॥ ধেই ধেই নাচ আমার আবার কোথায় দেখলিরে তুই। ওসব ফুরিয়ে গেছেরে। জীবনটাকে কাঁধে নিয়ে নাচছিলুম, বুঝলি? কালের চক্রে কেটেকুটে বাহান্ন পীঠস্থানে ফেলে দিলে। নাচ থামিয়ে দিয়েছে বুঝলি? এখন ধ্যানী হয়েছি, ধ্যানমগ্ন যাকে বলে। তা আমার গোপিনী কই? আমার কুঞ্জদ্বারে ললিতে সখী—

মা॥ বুড়ী? হ্যাঁ বুড়ী ভালই আছে। তোমাকে কে খবর দিলে?

সরকার॥ কালরাতে এসেছিলুম যে। তখন দেখা হয়েছে না?

মা॥ ও দেখা হয়েছে বুঝি। বসবে? বোসো। আহা মাটিতে কেন? এই নাও আসনটা। (সরকার দাদু বসতে যাচ্ছিলেন। বসার আগেই মা আসন পেতে দেন।)

সরকার॥ না খাতির করিস না। বেশীক্ষণ বসবো না এক মক্কেলের

সাথে কথা হয়েছে—আমার গ্যারেজের খানিকটা ভাড়া নেবে! তারও আসবার কথা আছে তাই—

মা ॥ উঠে এলে? এই শরীর নিয়ে আবার কাজকর্ম দেখাশুনো করছো? তোমার বলিহারি বাবা।

সরকার ॥ তুই বলিস বলিহারি? আমি বলি হরি হরি।

মা ॥ এখন মনে হচ্ছে? আর একটু সমঝে চললে ভালো হত?

সরকার ॥ সমঝে? কিসের সমঝে রে? এখন তো সমঝানোরই বয়স গিয়েছে। রোববার বিকেলে ঘুম থেকে উঠে ভাবি বুঝি সোমবার সকাল। দিন আর পার হতে চায় না রে!

মা ॥ তাহলে তখন সমঝালেই পারতে।

সরকার ॥ আর শেষটায় যে আফশোস থেকে যেত আজকে। তখন? কোন একটা ওষুধ টষুধ গিলে আবার যদি যৌবন ফিরে পাই তবে তবিলে যা কিছু জমানো আছে তা একবার মরদবাচ্চার মত ড্যাং ড্যাং ক'রে উড়িয়ে দিয়ে যাই।

মা ॥ তাতো বটেই—তা নইলে দিনরাত কলসী কলসী মদ গিলে নিজেকে ডোবাবে কি ক'রে?

সরকার ॥ ডোবানো বলছিস। দেখছিস তো চারদিকে? কটা ছোকরা নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছে বল দেখি? আজকালকার ছোঁড়াগুলো সব দেখতেই ব্যাটাছেলের মতন, মায়ের দুধ খেয়েছে কেউ? হাড় কলজে সার, সব টিং টিংএ নাফাঙ্গাবাবু। সব কাগজে পড়ছে এই হচ্ছে সেই হচ্ছে। তাতে তোদের বাপের কী হচ্ছেরে হারামজাদারা? সব ড্যাবা ড্যাবা চোখ করে এদিক ওদিক তাকিয়ে মরছে। একটা পুরুষ দেখাতে পারিস?

ব্যাটাছেলে যাকে বলে? শীত গেল বসন্ত এলো, ফুলে ফুলে বাগান ছয়লাপ হয়ে গেল, হাওয়া মাতাল হয়ে টলতে টলতে এখানে ওখানে শুয়ে পড়ছে তাই ডিঙিয়ে কত হাজার গণ্ডা মেয়ে ফুরফুরিয়ে চ'লে যাচ্ছে, মাদীর বাচ্চাদের আক্কেলই নেই তো কি করবে ? জানে কিছু ? (মা উঠে তাকের ওপর রাখা পানের ডাবর থেকে সরঞ্জাম বার ক'রে পান সাজাতে থাকেন)

মা ॥ তা আবার জানে না। ওদের জ্বালায় কচি কচি মেয়েগুলোর ইস্কুল কলেজে যাওয়া বিভ্রাট।

সরকার ॥ একটা ওষুধ খাইয়ে আমাকে আবার চাঙ্গা ক'রে দিতে পারিস ? নিজের খরচায় ম্যারাপ বেঁধে' মাইক এনে—আমি শিখিয়ে দিতুম ছোঁড়াগুলোকে কিসে কী হয়।

মা ॥ হ্যাঁ খুব হয়েছে সকালবেলায় আর মুখ ছোটাতে হবে না। (কথা বলতে বলতে সাজা পান নিয়ে আগের জায়গাতেই ব'সে সরকার দাদুর মুখে পান দেন। পানটা মুখে নিতে সরকার দাদু মজা ক'রে মায়ের আঙ্গুল কামড়ে দেন)

সরকার ॥ তোকে বাচ্চা বয়সে কত চুমু খেয়েছি—নারে নাতনি ? আহা কি দিন পার হয়ে গেলরে ?

মা ॥ হ্যাঁ দিন তো সবারই পার হয়। আমাকেই দেখনা কত বুড়িয়ে গেলুম।

সরকার ॥ হ্যাঁ—যা চ'লে গেলো-গেলো। যদি বলি দুদিনের দাম দেবো দু'হাজার টাকা—কেউ দুটো দিন দিবি ? কে দেবে ? তবে, আজকালকার ছেলেছোকরাগুলো আছে একরকম। আর বেঁচে আছে যখন তখন শিখবে, দেখে শুনে শিখবে

(কথার শেষ দিকে উঠে পড়ে যেতে থাকেন ! পিছনে মা ডানদিকের খাটের পেছনে হঠাৎ ট'লে পড়ে যান। মা সামলে ধ'রে ধ'রে বাইরে নিয়ে যেতে যেতে বলেন—)

মা ॥ যাও, এখন বাড়ী যাও, বুড়ীকে একটু বাদে তোমার বাড়ী পাঠিয়ে দেবো। যাও শুয়ে থাকগে। এক গেলাস আদা চা পাটিয়ে দিচ্ছি। আজকের দিনটা আর বেশী নড়াচড়া কোরো না।

সরকার ॥ তোদের দিদিমা বড় ভালো ছিলো জানিস, বড় ভালো। এমনি করে চাদর জড়িয়ে দিত। বড় আদর যত্ন করতো। আমা বই আর কাউকে জানতো না। চিতেয় যখন আগুন দিলুম তখন মনে পড়লো বিয়ের পিঁড়িতে যজ্ঞের আগুনের সামনে বলে ছিলুম যথা তোমার হৃদয়, তথা আমার হৃদয়। যদিদং হৃদয়ং তব, তদিদং হৃদয়ং মম। [প্রস্থান]

মা ॥ (ফিরে এসে পেছনের ঘরে যান) দেখো দিকিনি এই শরীরে দুটো স্ট্রোক হয়ে গেছে তবু দাপাদাপির কামাই নেই বুড়োর। এরকম ক'রে কখনও— পুষি পুষি গেলি কোথায় ? পুষি ! ও মা ! এখানে দাঁড়িয়ে আছিস যে ?

বীথি ॥ সরকার দাদু এসেছিলেন না ? কাছে যেতে কীরকম ভয় ভয় করছিলো।

মা ॥ সে কি রে ? ভয় কিসের ? (বলতে বলতে সামনের ঘরে আগের জায়গাতে বসেন)

বীথি ॥ কি জানি আমার কেমন ভয় করে।

মা ॥ আয়, আয়, এঘরে আয়····কই আয়।

[বীথি পেছনের ঘরের খাটের তলায় রাখা স্যুটকেশ থেকে প্যাকেট বার ক'রে এঘরে আসে]

বীথি ॥ এ শাড়ীটা কেমন মা ?

মা ॥ বাঃ বেশ সুন্দর ! খুব সুন্দর ! ওখানে কিনেছিস বুঝি ?

বীথি ॥ হ্যাঁ।

মা ॥ বেশ হয়েছে।

বীথি ॥ (মায়ের বাঁদিকে মাটিতে ব'সে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে—) মা একটা কথা বলবো তোমাকে : রাগ করবে না ? চিন্ময় তো ২৪তারিখে আসবে—শনিবার, ঘরদোর একটু সুন্দর করে গুছিয়ে রেখো। ও আমাদের গরীব ভাবুক ক্ষতি নেই। আমরা তো গরীবই। কিন্তু আমাদের যেন বেশ টিপটপ মনে করে। আমি তোমাকে একটা বালতি আরএকটা তোয়ালে কিনে দেবো। ঘরদোর যেন বেশ ফিটফাট থাকে। আর তুমি কথায় কথায় ওরকম মড়া মড়া বোলো না

মা ॥ আ মরণ—আমি আবার মড়া মড়া কখন বললাম ?

বীথি ॥ ঐ মরণ না মড়া যাই হোক্। তুমি বোলো, না বললে তোমার কষ্ট হবে। কিন্তু ওর সামনে ঐ দু'একটা দিন চেক করে থেকো কেমন ?

মা ॥ বেশ তুমিও তাহলে আর মাইরি মাইরি বোলো না।

বীথি ॥ বাঃ—আমি কোনদিন ওসব কথা বলতুম না।

মা ॥ মরণ, যত বলতুম আমি না ?

বীথি ॥ আমি জীবনে কক্ষণো খারাপ কথা বলিনি। মা শোন,

তুমি তো চিন্ময়কে দেখ নি। ওযে কি দারুণ ভাল, তা তুমি কল্পনাই করতে পারবে না। মা শোন, শোন না! ওতো আমাদের এখানের কিছুই জানে না। ও চ'লে গেলে বরং এখানে যা হচ্ছিলো হোক। কিন্তু ও থাকতে থাকতে যেন কিছু বুঝতে না পারে।

মা॥ তাহলে শুধু আমাকে বললে হবে না। তোর বাবাকেও বুঝিয়ে বলিস।

বীথি॥ হ্যাঁ, বাবাকেও বলবো বইকি, নিশ্চয়ই। ও যেন কিছুতেই মনে না করে আমরা কি রকম ছোটলোক টাইপের। ও বলে সরায়ো আদমি। আমার খুব খারাপ লাগে। এডুকেশন না থাকে না থাক, ফ্যামিলি ট্র্যাডিশান না থাকে কুছ পরোয়া নেই কিন্তু মানুষের দিল তো বড় হবে। তার তো সামনে চলবার একটা মদত থাকবে। আদমি তো খুব উঁচু দিলের হবে।

মা॥ কে বলে?

বীথি॥ চিন্ময়।

মা॥ এ রকম ক'রে বলে?

বীথি॥ হ্যাঁ।

মা॥ এতো জমাদারদের মত বলেরে!

বীথি॥ (হাঁটুতে ভর দিয়ে বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলে—) দিল যা চায় আমাকে বলো। মগর আমার কিছু কথা আছে। সে কথা আমি জরুর বলবো। তুমি শুনতে চাও না কুচ পরোয়া নেহি। মগর আমরা এমন একটা জমানার মধ্যে আছি যেখানে সাচ্ কে সাচ্ আর ঝুটা কে ঝুটা বলতেই হবে। আরে ভাই

যারা কোনদিন কথা বলে না, তাদেরকেও তো একদিন না একদিন কথা বলতেই হবে। শিখতে তো হবে। ঠিক কি না? (হঠাৎ আরশোলা। লাফ দিয়ে দু'ঘরের মধ্যবর্তী দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়) ইস্ মা ঘরে একেবারে আরশোলা বোঝাই ক'রে রেখেছো। বাবাঃ! ঘরে একগাদা নোংরা রেখে বাইরে পাউডার মেখে ঘুরতে আমার এতো লজ্জা করে—ছিঃ। স্-স্-স্-স্- যাঃ। মা মাগো এসব বাজে নোংরা জিনিস হটাও। কি করে রেখেছো বাবাঃ—এ্যাহ্, ছি ছি।

মা॥ (কথা বলতে বলতে বাঁদিকের খাটের তলায় আরশোলা খোঁজেন) বাইরে খাটাল যে। যত দুনিয়ার মশা, মাছি. মাকড়সা, আরশোলার ডিপো হয়েছে বাড়ীটা। আরে দূর দূর—আ-মরণ আর তাড়িয়ে কি হবে? কালকেই দেখবি এক দঙ্গল সব বড় বড় সুঁড় দিয়ে সুড়সুড়ি লাগাচ্ছে। (ফিরে এসে আগের জায়গায় ব'সে কুটনো কুটতে শুরু করেন)

বীথি॥ দিদিকে কালরাতে ব'লে রেখেছি, দাঁড়াও মান্তুর জন্যে একটু কর্ণফ্লেক্স করে রাখি। খেয়ে দেয়ে দিদির বাড়ী নিয়ে যাবো। তারপর বিকেল বেলায় তোদের ঘরদোরের ব্যবস্থা করছি। ভোল পাল্টে দেবো একেবারে।

মা॥ তা বেশ তাই করিস।....বাদলা বউমা আর ছেলেপিলেদের রেখে গিয়েছিলো জানিস্, বউটা একদম ভূত বুঝলি? পাঁচটা নয় সাতটা নয়, একটা মোটে ছেলে রে! তা ছেলের বউয়ের সঙ্গে যে দুটো প্রাণের কথা বলবো সে সুখ দিলে না ভগবান! বাদ্‌লাটাকে তো ২৪ ঘণ্টা নাম ধ'রে 'বাদল্' 'বাদল' করছে! আজকাল নাকি

মড়ার আইনে ডবল বিয়ে বারণ। নইলে বাদলাটার আবার বিয়ে দিতুম আমি। ঘুঁটেঅলী।

[বীথি পেছনের ঘরের টেবিলের তলা থেকে নিজের আঁকা ছবি আবিষ্কার ক'রে। সেটি সঙ্গে নিয়ে সামনের ঘরে এসে বলে—]

বীথি ॥ মা, তুমি আমার ছবির এই হাল করেছো ? আরে রাম রাম, তুমি কদর বুঝলে না। চিন্ময় কি বলেছে জানো ? বলেছে— "আঁকো না আঁকো। মৌজসে চালাও! কিছু না কিছু কাজে লেগেই যাবে। দুনিয়ায় এতো লোক। যা চায় তার জন্যে খাটে ক'জন ? তবু তো তুমি ছবি আঁকো। ইয়ে ভি তো কই কাম হায়।" তোমার পছন্দ হয়নি ?

মা ॥ বাঃ রঙগুলো বেশ সুন্দর! কত রঙ খরচ করলে তবে একটা ছবি হয় বল!

[বীথি পেছনের ঘরে ফিরে যায়। স্যুটকেশ থেকে একটা প্যাকেট বার ক'রে সঙ্গে নিয়ে সামনের ঘরে আসে]

বীথি ॥ দাঁড়াও মা! তোমাকে তখন দিতে ভুলে গেছি। তোমার জন্যে একটা বেডশীট এনেছি।

মা ॥ বাঃ বেশ সুন্দর তো! এরকম একটা চাদরের সখ আমার অনেকদিনের। বেশ হয়েছে চাদরটা। বাঃ বেশ সুন্দর!

[বীথি ইতিমধ্যে পেছনের ঘরে ফিরে গিয়ে টেবিলে রাখা স্টোভ জ্বালিয়ে জল গরম করতে শুরু করেছে, একটা কিছু বানাবে]

বীথি ॥ 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
তেয়াগিলে আসে হাতে
দিবসে যে ধন হারায়েছি
আমি পেয়েছি আঁধার রাতে ॥'

[দূর থেকে চলন্ত ট্রেণের শব্দ ভেসে এলো]

মা ॥ ঐ সাড়ে এগারোটার ট্রেণ।

বীথি ॥ না দেখিবে তারে পরশিবে নাগো
তারি প্রাণে প্রাণ মেলে দিয়ে জাগো।'

মা ॥ এসে থেকে শুনছি এ গানটা করছিস্। কি গান এটা ?

বীথি ॥ (মধ্যবর্তী দরজাগোড়ায় দাঁড়িয়ে বলে—) রবীন্দ্র সঙ্গীত।

মা ॥ না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
না শুনিয়া আসে কাছে—

বীথি ॥ না না মা। কথাগুলো ভুল গাইছ, শোনো।

[বীথি প্রথমে সঠিক সুরে ও কথায় গায়। মা-ও একটু পরে সঙ্গে গাইতে থাকেন। বীথি গেয়েই যেতে থাকে। মা খানিকক্ষণ চুপ। হঠাৎ আপন মনে ব'লে ওঠেন—)

মা ॥ তবু তুই যখন মাঝে মাঝে ঘরে আসিস তখন যেন এই ফাঁকা ঘর আবার হঠাৎ কেমন ভ'রে যায়।

বীথি ॥ (চমকে এঘরে এসে বলে—) তুমি কী বললে আবার বলতো মা! এই ফাঁকা ঘর আবার হঠাৎ কেমন ভ'রে যায় ? তোমাকে তো কোনদিন এমন সুন্দর ক'রে গুছিয়ে বলতে শুনিনি !

মা ॥ আমার আবার গুছিয়ে বলা আর না বলা ! কথা বলবো কার

কাছে বল? শোনবার লোক আছে? ঐ তোর বাবা ফিরলো।

[বাবা বাইরের দরজা দিয়ে ঘরে ঢোকেন। বীথি ওঁর হাত থেকে ছাতা ব্যাগ ইত্যাদি নিয়ে রেখে দেয়। বাতাস করতে উদ্যোগ নেয়]

বীথি ॥ এইখানটায় বসো বাবা, জামাটা খোলো, বাতাস করি।

বাবা ॥ হুঁ বসি। (ডানদিকের খাটে বসেন) এখনও রান্না হয় নি?

মা ॥ না, এই কথায় কথায় একটু দেরী হয়ে গেল। তুই যা, স্টোভে যেটা চড়ালি দেখতো (মা বাতাস করতে থাকেন। বীথি পেছনের ঘরে স্টোভের তদারকী করে) মুখটা ওরকম করলে যে, ব্যথাটা বেড়েছে বুঝি?

বাবা ॥ হ্যাঁ আজ পূর্ণিমা কিনা। গাঁটগুলো টানছে।

মা ॥ তা এমনি পূর্ণিমা আমাবস্যা চলতেই থাকবে? ডাক্তার দেখাবে না?

বাবা ॥ বাতের আবার ডাক্তারী কী?

মা ॥ তবু তো ওষুধ পত্তরে খানিকটা কমে।

বাবা ॥ ছাই কমে।

মা ॥ ঐ জেদেই খেলো তোমাকে।

বাবা ॥ খালি টাকার শ্রাদ্ধ।

মা ॥ তো মড়ার মালিককে ব'লে ২।৪,দিন ছুটি নাওনা, এম্নিতে তো শুনি, তোমার মালিক খুব ভাল। বাপের মত। তো এমন বাপ দেখছে না ছেলেকে।

বাবা ॥ আরে ধ্যুৎ, বক্ বক্ কোরো নাতো।........সরকার-কত্তা বোধ হয় মারা গেলেন।

মা ॥ ওমা সেকী?

বাবা ॥ এক্ষুণি শুনলে না হৈ চৈ? আমি তো সামনে দাঁড়িয়ে আবার স্ট্রোক হলো বোধ হয়। মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছে রাস্তায়।

মা ॥ হ্যাঁ' হৈ চৈ হচ্ছিল বটে। তা আমরা খেয়ালই করিনি। এম্নি তো হামেশাই হচ্ছে।

বাবা ॥ ছেলেরা সব ধরাধরি করে ট্যাক্সি চড়িয়ে আর জি কর-এ নিয়ে গেল।

মা ॥ তা তুমি দাঁড়িয়ে দেখলে না, বেঁচে আছে কি ম'রে গেছে?

বাবা ॥ দেখবো কি, আমি যখন সামনে দাঁড়ালুম তখন ট্যাক্সি স্টার্ট দিয়ে দিয়েছে।

মা ॥ লোকেরা সব কী বল্লে?

বাবা ॥ কেউ বল্লে এখনও নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে, কেউ বল্লে ম'রে গেছে।

মা ॥ একটু আগে আমদের বাড়ী এসেছিলো, আমি বরং ঠেলাঠেলি করে বাড়ী পাঠালুম। বল্লুম—শুয়ে থাকগে। বীথুকে দিয়ে একগ্লাস আদা-চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আজকের দিনটা আর নড়াচড়া কোরো না।

বাবা ॥ হ্যাঁ বয়সও তো অনেক হয়েছে।

মা ॥ নিজের দিকে তো তাকিয়ে কোনদিন দেখলে না। সারাটা জীবন যা ইচ্ছে তাই করলো বুড়ো।

বাবা ॥ জয় গুরু জয় গুরু........স্টোভে ওটা কি চড়িয়েছিস্ রে, কেরোসিন আক্রার দিনে!

মা॥ আক্রা হয়েছে তো কী হয়েছে ? ওই যে আগেরবার কি কিনে এনেছিলো গুঁড়ো গুঁড়ো মতো সেই রকম এনেছে আবার। তাই বানাচ্ছে। (পেছনের ঘরে চলে যান)

বাবা॥ হ্যাঁ খেতে বেশ ভালই জিনিসটা। পেটের পক্ষেও নাকি খুব ভালো।

বীথি॥ হ্যাঁ।

বাবা॥ আমাদের খাইয়ে শেষ করে দিচ্ছিস যে, পরের শনিবার বাড়ীতে সব লোকজন আসবে বল্‌লি, ওদের জন্যে তুলে রাখলি না একটু ?

বীথি॥ ওদিন আরো সব খাবার-টাবার হবে। এ আমি এম্নি তোমাদের জন্য এনেছিলাম।

বাবা॥ সবাইকে খবর পাঠিয়েছিস্ তো সেদিন ? খবর পেয়েছে তো সবাই ?

বীথি॥ হ্যাঁ, সবাই খবর পেয়েছে।

বাবা॥ তাহলে অনেকদিন বাদে আবার সবার সাথে দেখা সাক্ষাৎ হবে বল ?

মা॥ (মা·মেয়েতে কী যেন ইশারা। মা সামনের ঘরে এসে বলেন—) বীথু বলছে দেখ সেদিন তুমি যেন আবার মুখ ছুটিও না।

বাবা॥ তার মানে একেবারে খিস্তি বন্ধ দিবস ?

মা॥ হ্যাঁ।

বাবা॥ বেশ তাহলে কথাও বন্ধ। খিস্তি না করলে আমার আবার ভাবই আসে না।

[হৃদয় এসে ঘরের বাইরে মঞ্চের ডানদিকের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়েছে]

মা ॥ ওগো ঐ দেখ হিদয় এসেছে।

[মা পেছনের ঘরে চ'লে যান। বাবা, এক-পায়ে জুতো-পরা অবস্থায় প্রায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে হৃদয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ান]

হৃদয় ॥ আবার নাকি আপনার গাঁটের ব্যথা বেড়েছে ?

বাবা ॥ না ঠিক বাড়ে নি। আজ পূর্ণিমা কিনা ? তাই কিরকম টিপ টিপ করছে গাঁটগুলো। তা বেরুবো, বেরুবো, কামাই দেবো না।

হৃদয় ॥ মধুদা ওব্‌লা ছুটি নিয়েছে। থার্টি সি-তে বেরুবেন বুঝলেন ?

বাবা ॥ বেশ তাই হবে, আমার কোন অসুবিধে নেই। তুমি ভালো আছ তো হৃদয় ? বড় খাটুনি তোমার। আমাদের ড্রাইভারদের আর কি ? ডানদিক থেকে বাঁদিকে স্টিয়ারিং ঘোরানো শুধু। খাটুনি তো তোমাদের বাপু।

হৃদয় ॥ না খাটনি আমার গায়ে লাগে না। একটা লোক বিশ্বাস ক'রে রুট ছেড়ে দিয়েছে, তার স্বার্থ দেখতে হবে তো। এই তো এলুম, এখন আবার না খেয়ে দেয়েই ছুটতে হবে গ্যারেজে। কই না, আপনার তো যন্ত্রণা রয়েছে, এই তো দাঁড়িয়েছেন কি রকম ক'রে। মালিক বলছিল ঠিকই, লম্বা রুটে আপনাকে দিয়ে আর চলবে না। প্রায়ই তো কামাই মারছেন।

বাবা ॥ না না হৃদয়, এ কিছুই না, এ আমার কিছু হয় নি। [বলতে

চান যে একপায়ে জুতো তাই শারীরিক অস্বস্তি। আসলে ঠিকই আছেন]

হৃদয় ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ খুলুন খুলুন তো, জুতোটা খুলুন।

[বাবা জুতো খুলতে গিয়ে অসহায় ভাবে প'ড়ে যান। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে পড়েন। একহাতে জুতো নিয়ে বলেন—]

বাবা ॥ আজ পূর্ণিমা কিনা, তাই একটু····বুঝলে না এই শাস্তরে বলছে পূর্ণিমা আমাবস্যে পিতিপদগুলো একটু পালন করা দরকার, তাতো আর এমনি বলে নি। আর তাছাড়া ওষুধগুলো খাচ্ছি।—ধর ফি হপ্তায় গোটা দুয়েক টাকা ক'রে তো।

হৃদয় ॥ তা পারেন তো ভালই। এ হপ্তাটা দেখুন, নইলে মালিক যা বলছে তাই হবে।

বাবা ॥ না না আমি পারব, বুঝলে হৃদয়। তুমি মালিককে একটু বুঝিয়ে বোলো কেমন ?

হৃদয় ॥ পারবো বললেই তো আর হোল না। পারা তো চাই। আসুক ওব্‌লা তারপর দেখা যাবে। ছোট রুটে গেলে আপনার অসুবিধে, ভাড়া কম ব'লে মালপত্তরেরও ভাড়া কম পাবেন। ········উপরি কমবে। তা বললে তো আর হয় না। মালিকের স্বার্থ তো দেখতে হবে আমাদের।

বাবা ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ বটেই তো নিশ্চয়ই।

হৃদয় ॥ আমার আপনার কী বলুন। শুধু নিজেরটা দেখলেই চলে। বাহান্ন দিকে ঠেলা সামলাতে হয় তো ওকেই········এইতো, সরকারদাদু ম'রে গেল জানেন তো।

বাবা ॥ ম'রে গেল? হাসপাতালে নিয়ে গেলো যে একটু আগে।

হৃদয় ॥ হ্যাঁ যেতে যেতেই ম'রে গেছে। গোকুলদার সঙ্গে দেখা হোল, ওই বললে।

বাবা ॥ কে? আমাদের গোকুল? জামাই?

হৃদয় ॥ হ্যাঁ—আপনার মেয়ে এসেছে নাকি দিল্লী থেকে?

বাবা ॥ হ্যাঁ এসেছে, কাল রাতের গাড়ীতে।

হৃদয় ॥ যাই।

[যেতে যেতে ঘরের ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, যদি দিল্লী-প্রত্যাগতাকে একটু দেখা যায়। অবশেষে চ'লে যায়, একহাতে জুতো নিয়ে বাবা ঘরের মাঝখানে এসে বলেন—]

বাবা ॥ জয় গুরু জয় গুরু, তাহলে চ'লেই গেল?

মা ॥ কে?

বাবা ॥ (জুতো প'ড়ে যায় হাত থেকে। বসতে বসতে বলেন—) সরকারদাদু, হৃদয় ব'লে গেল এই মাত্তর।

[বাবা বসেন। বীথি পেছনের ঘরের খাটে ব'সে কাঁদতে থাকে, মা কাঁদতে কাঁদতে সরকারদাদুর অল্প আগে ব্যবহৃত আসনে ব'সে পড়েন এবং বলেন—]

মা ॥ ম'রে যাই মা। এই একটু আগে এসেছিলো গো। এই আসনটায় বসেছিলো। কথা বলল আমার সাথে।

বাবা ॥ হ্যাঁ এমনিই হয়।

মা ॥ আহা, কি ভালো লোক ছিল। খুব ভালো ছিল মানুষটা। এমন অন্তঃকরণ দেখা যায় না আজকালকার দিনে।

বাবা॥ হ্যাঁ আমাদের সঙ্গে খুব সদ্ভাব ছিলো। একদম নিজের লোকের মতন। কদ্দিন বলেছে, বুড়ীর বিয়েতে আমি নিজের খরচায় ব্যাণ্ডপার্টি আনাবো।

মা॥ হ্যাঁ সরকারদাদুর কথাবার্তার ধরনই ঐরকম। সব সময় হেসে কথা।

বাবা॥ আমাকে বলেছিলো, এবার একটা ট্যাক্সি নাও কেষ্ট। স্বাধীন ব্যবসা। আমি পারমিট পাইয়ে দেবো।

মা॥ কতদিন বিরক্ত হয়েছি। সময় নেই অসময় নেই বুড়ো হুট ক'রে চ'লে আসত আমার ঘরে।

বাবা॥ আর কি হবে বলে?

মা॥ হ্যাঁ সব ফুরোলো।....ঐ যে হৃদয় এসেছিলো, ওতো আমাদের জামাইয়ের বন্ধু নাকি। আজ রাতের বেলায় বাড়ী গিয়ে ওকে না হয় একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলো।

[উঠে পেছনের ঘরের খাটের কাছে যান]

বাবা॥ স্ট্রাইক করেছিলাম সেই কাল হলো। নইলে তার আগে মালিক নিজে আমাকে আপনি আপনি ক'রে কথা বলতো।

মা॥ (ফিরে আসেন হাতে একটা চিঠি) তোমাদের ইউনিয়নের সেই সুনীলবাবু সকালে কী একটা কাগজ দিয়ে গেছে।

বাবা॥ ও কাগজ উনুনে পুরে দাও। ইউনিয়ন ক'রে গুষ্টির পিণ্ডি হবে। নিজেদের মধ্যেই সতেরো গণ্ডা দালাল আছে। ছুঁচো সব। সামনে তড়পাবে। পেছনে গিয়ে মালিকের পিঠের উকুন বাছবে—হারামজাদা।

মা ॥ (মা পেছনের ঘরে গিয়ে বীথিকে বলেন—) যা তুই বসে থাকিস নে যা। স্টোভে যে কী একটা চড়ালি নামাগে।

বীথি ॥ চিনিটা কোথায় মা ?

বাবা ॥ এখনই নামাবি বুঝি ? তাই ভালো, একটু চেখে তারপর চানে যাই।

বীথি ॥ এটা আমাদের জন্যে নয় বাবা। আমি খেয়ে দেয়ে দিদির বাড়ী দিয়ে আসবো মান্তুর জন্যে।

বাবা ॥ কেন ? নিজেদের কেরোসিন পুড়িয়ে পরের পেট ভরানো কি জন্যে ?

বীথি ॥ আমি যে কালকে রাত্তিরে দিদিকে বললুম।

বাবা ॥ হ্যাঁ। নিজের শোবার জায়গা নেই শংকরাকে ডাক।

বীথি ॥ আমি যে দিদিকে কথা দিয়েছি বাবা।

বাবা ॥ কথা দিয়েছিস তো কী হয়েছে ? অত যদি ওদের নোলা থাকে তো ওর বাপ দিক কেরোসিন। লাইন মারতে মারতে হন্যে হয়ে গেলুম, খাবার খাবে মান্তুর বাপ। শুয়ারের বাচ্ছা।

মা ॥ আহা ! কতটুকুনি কেরোসিন। সিকি বোতলও তো না বাপু।

বাবা ॥ তো সিকি বোতল কেরোসিন আসে কোত্থেকে ? তোমার কোন্ বাপ কেরোসিনের পারমিট দিয়েছে শুনি ? আমি ব'লে দিচ্ছি বুড়ী, নয় ওই গরমজল ড্রেণে ফেলে দাও তবু ওসব বাজে খরচ করা চলবে না।

মা ॥ (সামনের ঘরে এসে) আহা কত্তার কী গলা। মালিকের কথা শুনলে ইঁদুরটি হয়ে যাও। আর বউ মেয়ের সামনে যেন বনবেড়াল।

বাবা॥ বাজে কথা বলোনা ব'লে দিচ্ছি। আমার ঘরের কেরোসিনের দাম আমি দিই, ব্যস। আমি যা বলবো তাই হবে।

বীথি॥ কিন্তু বাবা একটুতো!

বাবা॥ একটু দুটো কিচ্ছুই না। যা বললুম তাই কর।

বীথি॥ মা, তুমি একটু বাবাকে বুঝিয়ে বলো। দিদি কি ভাববে বলতো।

মা॥ কি বলবো, বল। ওই হাড়হাভাতে আমার কথা শুনবে? নিজের মেয়ে নাতনী একটুখানি খাবার খাবে, তা নিকুষ্টি বুড়োর বুক ফেটে যাচ্ছে। [বলতে বলতে পিছনের ঘরে যান]

বাবা॥ তোমার বাপকে বোলো টাকার গাছ হিলিয়ে মানি অর্ডার ক'রে পাঠিয়ে দিতে।

মা॥ আমার বাপের যদি টাকা থাকতো, তবে তোমার মত মড়ার ঘরে বিয়ে দিত! হাড় মাস কালি ক'রে দিলে আমার! হপ্তা শেষে কুড়িটা ক'রে টাকা দেয় আর মুখ ঝামটানি মারবে পাঁচশো টাকার। মরার সংসারের মুখে লাথি মারি, লাথি মারি। উদয় অস্ত খেটে খেটে ম'রে গেলুম।

বাবা॥ যা যা খুন্তি নাড়া গে, আর মুখ করতে হবে না।

[বাবার কণ্ঠস্বরে যন্ত্রণার আভাস পেয়ে মা তাড়াতাড়ি এঘরে এসে বাবার হাঁটুটা পরীক্ষা করতে যান। বাবা ধাক্কা দিয়ে হাত সরিয়ে দেন]

মা॥ ও বাবাঃ !!

বাবা॥ হারামজাদী।

মা ॥ কী ? আমাকে হারামজাদী বলে ? তুমি কোন পুরুষের ভদ্দ শুনি ? এমনিতে তো আমার সামনে হেসে দুটো কথাই বলে না। সব সময় শুধু এনকোয়ারী ! এনকোয়ারী ! এটার দাম এত পড়লো কেন ? সেটার দাম অতো হোলো কেন ? পরের কাছে ভিক্ষে ক'রে ক'রে আমার জন্ম গেল মা। ছেলেমেয়ে-গুলোকে পর্যন্ত পর ক'রে দিলে, হাড়হাভাতে হারামজাদা বজ্জাত ! (পেছনের ঘরে গিয়ে খটে ব'সে বলেন) তুই আবার কাঁদছিস ? ও বুড়ো হাভাতের কথায় কাঁদছিস তুই ? কঁদিস নি বুঝলি। ওই কেঁদে কেঁদে ওকে অত দর দিয়েছি ! এবার একদিন চ'লে যাবো নুটুর বাড়ী বালিখালে, তখন পায়ে ধ'রে সাধতে এসো আবার ! তেমার সংসারে থুতু ফেলতেও আসবো না।

[কথার শেযে শাড়ীতে মুখ ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েন। বীথি কাঁদতে কাঁদতে স্যুটকেস খুলে প্যাকেট বার ক'রে সামনের ঘরে এসে প্যাকেটটা বাবাকে দেয়]

বীথি ॥ তোমার জন্য কিনেছি। (বীথি ফিরে যায়)

বাবা ॥ (প্রচণ্ড বিহ্বল, প্রচণ্ড লজ্জিত) ওঃ ধুতি। বাঃ বেশ ফাইন তো !

—পর্দা-

॥ দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

. দ্বিতীয় দৃশ্য

[সময় মাঝ দুপুর। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকেছে। সামনের ঘরের বাঁদিকের খাটে বীথি শুয়ে শুয়ে কোন আধুনিক কবির বই পড়ছে। ঐ খাটে ব'সে আছেন মা। ডানদিকের খাটে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরে বসে আছেন বাবা, জামা কাপড় পরা হয়ে গেছে জুতো পরছেন।]

মা ॥ তোর বাবাকে জিজ্ঞেস কর, এই যে বেরুচ্ছে তো কি ডিউটি শেষ ক'রেই ফিরবে নাকি তাস ফাস খেলে সেই মাঝ রাত্তিরে ?

বাবা ॥ তোর মাকে বল, ফিরি চাই গলায় দড়ি দিই, কি লাইনে মাথা দিই তাতে কার কি ?

মা ॥ বল যে তা নয়তো কি ? না হ'লে আমাকে ভাসাবে কি ক'রে।

বাবা ॥ তোর মাকে বল যে, অতই যদি ভাসা ডোবার ইচ্ছে তো মুখ ঝামটা আসে কোন মুখে ?

মা ॥ শুনলি ! শুনলি ' মুখ ঝামটা আমিই দিচ্ছি। আমি একা দিয়েছি ! গা জ্ব'লে যায় কথা শুনলে ? এই বুড়ী ? কিরে তুই— এত বড় মেয়ের আক্কেল নেই ? শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিস ? জিজ্ঞেস করতো, মুখটা অম্নি করছে কেন ? বাতের ব্যথাটা আবার চাগালো না কি ?

বাবা ॥ (উঠে বেরোতে যাবেন। দরজার কাছে ঝোলানো ফোটো

প্রণামের উদ্দেশ্যে দাঁড়ান)'ব'লে দে আমার বাতের ব্যথা নিয়ে আর কাউকে মাথা ঘামাতে হবে না।

মা॥ না, আমার কি? কষ্টটা আমি পাচ্ছি কি না? একটু দাঁড়াতে বল।

বাবা॥ চোখের মাথা খেয়েছে নাকি? দাঁড়িয়ে রয়েছি না হাঁটছি!

মা॥ জিজ্ঞেস করতো রাতে কি খাবে? ভাত না রুটি।

বাবা॥ তোর মাকে শুধো দিকিনি কোন পূর্ণিমার রাতে ভাত খাই যে সেধে সেধে শুধোচ্ছে।

মা॥ বল যে শুধোতে আমার বয়ে গেছে, রুটি খাবার সখ থাকে তো যেন তাড়াতাড়ি ফেরে। গরম গরম না খেলে তো চিবোতে পারবে না!

বাবা॥ তোর মা'কে বল যে অতই যদি দরদ তো ফিরে এলে গরম গরম ক'রে দিলেই পারে।

মা॥ উনুনে এতক্ষণ কয়লা পুড়লে বুক ফেটে যাবে নাকি জিজ্ঞেস কর!

বীথি॥ (উঠে খাটের পাশে দাঁড়ায়) মা, আমি চাট্টি কয়লা দিয়ে জামাকাপড়গুলো সেদ্ধ চড়িয়ে দিই গে?

মা॥ হ্যাঁ যা তবে। (কিছু ইশারা করেন বীথিকে)

বীথি॥ (ঝোলানো ছাতা বাবাকে দেয়) তাড়াতাড়ি ফিরো বাবা। আজ রাতে তোমার জন্যে আমি আর মা সরু চাকলি বানাবো।

বাবা॥ (আদর ক'রে মেয়ের গাল টিপে বলেন—) হ্যাঁ মেয়ে ছাড়া বাপকে দেখার আর কেউ নেই, ছেলেগুলো হারামী হয়, বড়

নিমকহারাম। আমার সব কয়টা মেয়ের মধ্যে এই মেয়েটাই লক্ষ্মী। বাপের দুঃখ বোঝে কেবল এই মেয়েটাই।

বীথি ॥ উঃ লাগছে, লাগছে বাবা। ছাড়ো, উঃ।

মা ॥ তোর বাবাকে বল একটা পাকা বেল কিনে আনতে। এ হপ্তায় তো একটাও খেলো না।

বীথি ॥ (পেছনের ঘরে গিয়ে বলে—) ধ্যেৎ মা! তোমরা কী? যা বলার আছে নিজেরা বলো না মা। আমাকে কেন সব কথায় সাক্ষী রেখে টানাটানি করছো?

মা ॥ না, আমি কিছুতেই ওর সঙ্গে কথা বলবো না। আমি তেমন বাপের মেয়ে কিনা!

বীথি ॥ (মধ্যবর্তী দরজা থেকে) একটা কথা বাবা, মা বলছিল ন' নম্বরে গেলে নাকি একদম দাদার বাড়ীর সামনে নামা যায়?

বাবা ॥ হ্যাঁ, ন' নম্বরে হয়, তবে এইট-বি'তেই ভালো হয়।

মা ॥ শুনলি এইট-বি'তে গেলে ঐ পাঁচ পয়সা ভাড়া কম লাগে— আর মাইলটাক হাঁটতে হয়। তাতেই ও এইট-বি বললো—।

বাবা ॥ তোর মা'কে জিজ্ঞেস কর দিকিনি, কোনবার গোকুলের সঙ্গে ছাড়া গিয়েছে? একপয়সাও ভাড়া দিয়েছে কখনও?

বীথি ॥ কেন বাবা শুধু শুধু মা'র সঙ্গে ঝগড়া করছো?

বাবা ॥ (চ'লে যেতে থাকেন) না-রে সংসারে কেউ কাউকে বুঝতে চায় না। [কলঘরে চ'লে যায়]।

মা ॥ এই বুড়ী তোর বাবাকে একটু ব'সে যেতে বল। বেরুবার সময় অমন গোমড়া মুখ ক'রে বেরুলে কোন সংসারের কল্যাণ হয় শুনি?

বাবা ॥ (দ্রুত দরজার কাছ ঘেঁষে খাটে ব'সেই উঠে পড়েন এবং বলেন—) হয়েছে ?

মা ॥ তা ঘরে বসার কী দরকার ? বাইরে বসলেই হতো ।

বাবা ॥ ফ্যাসাদের গুষ্টির তুষ্টি করি ।

[বলতে বলতে ডানদিকের খাটের বাঁ ধারে এসে বসেন । লজ্জিত দৃষ্টি । যথার্থই অনুতাপ এবং বুঝি একটু পুরোনো ভালবাসার স্মৃতিও চোখে]

বাবা ॥ হয়েছে ?

মা ॥ (কণ্ঠে ক্ষমা) হুঁ । তাড়াতাড়ি ফেরা হয় যেন ।

বাবা ॥ তাই হবে ।

[বাবা বেরিয়ে যান । মা ঠাকুর প্রণাম করেন, সস্ফুটে কল্যাণকামনাসূচক কিছু বলেন । ফিরে এসে মোড়া টেনে মঞ্চের বাঁদিকের খাটের পেছন ধারটায় বসেন । উল বুনতে থাকেন ।]

মা ॥ বুড়ী ! পানকেষ্টর কি হয়েছে জানিস ?

নেপথ্যে বীথি ॥ কে ?

মা ॥ ঐ যে রে, ঐ রেশনের দোকানের পানকেষ্ট ।

নেপথ্যে বীথি ॥ তা হবে ।

মা ॥ গত হপ্তার ঐ হপ্তায় ওকে পুলিসে ধ'রে নিয়ে গেছে । সোম, না-না মঙ্গলবার দিন ছিল । সে এক ইয়া লম্বা পুলিশের অফিসার এসে পানকেষ্টর হাতে হাতকড়া পরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল । দোকানেও তালা মেরে দিয়ে গেছে ।

নেপথ্যে বীথি ॥ কেন ? কি হয়েছিলো ?

মা ॥ কি নাকি চালের বেলাক টেলাক করছিলো।

নেপথ্যে বীথি। ও!

মা ॥ চিন্ময়ের মা কেমন আছেরে?

নেপথ্যে বীথি ॥ ভাল।

মা ॥ মানুষটি কেমন? ভাল?

নেপথ্যে বীথি ॥ খুব ভালো।

মা ॥ তুই তো বলবিই। কিছু পাস টাস?

নেপথ্যে বীথি ॥ না!

মা ॥ চিন্ময় সেই চাকরীতেই আছে?

নেপথ্যে বীথি ॥ হ্যাঁ। ওলা ছোট বালতিটা আবার ফুটো হয়ে গেল!

মা ॥ ও সাবান ঠেসে কি আর চলে রে? ও মড়ার বালতি জন্ম ফুটো। থাকগে, তুই বড়ো বালতিটা উনুনে চড়াবি তো?

নেপথ্যে বীথি ॥ হ্যাঁ।

মা ॥ বেশ।

নেপথ্যে বীথি ॥ মা, শনিবার বিকেলে বেশ অনেক কিছু ভাল ভাল রান্না করবো দুজনে। আমি তোমাকে আরো কয়েকটা টাকা দেব সেদিন!

মা ॥ বেশ ভালই। তোর কল্যাণে বাড়ীর সবার মুখে ভাল জিনিস উঠবে সেদিন।

নেপথ্যে বীথি ॥ অনেক কিছু করতে হবে কিন্তু।

মা ॥ হ্যাঁ, করবো বইকি? চিন্ময় কি কি খেতে ভালবাসে রে?

নেপথ্যে বাঁথি ॥ এম্নি খাওয়া নিয়ে ওর কোন বায়না নেই খালি ভীষণ সিগারেট খায়।

মা ॥ দেখিস বাবা! পরের ছেলে আবার বিদেশ বিভুঁয়ে এসে সাত সতেরো খেয়ে শরীর খারাপ না হয়।

নেপথ্যে বাঁথি ॥ বুঝে শুনে খেলে আবার কারুর শরীর খারাপ হয় নাকি?

মা ॥ কী জানি বাবা। খুকী তো বলে গোকুল নাকি প্রায়ই বদহজমে কষ্ট পাচ্ছে। কোমার আর শিরদাঁড়া বরাবর ডানার কাছটায় মাঝে মাঝে ভীষণ ব্যথা করে।

নেপথ্যে বীথি ॥ যা কী যে বলো! বদহজম তো শিরদাঁড়ায় কী?

মা ॥ আহা জানিস, অনেকের বদহজম হতে হতে নাড়ীভুঁড়ি সব নষ্ট হয়ে যায়। তখন খাবারগুলো শিরদাঁড়ায় গিয়ে জমা হয়।

নেপথ্যে বীথি ॥ তাই কি হয় মা? নাড়িভুঁড়ি না থাকলে কি কেউ বাঁচে।

মা ॥ বাঁচে না? আমার হাল ছাখ না।

নেপথ্যে বীথি ॥ আচ্ছা, আচ্ছা বাবা বেশ! বেশ।

মা ॥ জানিস বুড়ী, মোড়ের ঐ হলদে বাড়ীটায় ঐ যে, বেলাদির মেজো ছেলের বউ-এর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। পাগল দেখলে বাবা আমার ভয় করে। কোন জ্ঞান নেই তো বুঝলি? ভেবে দেখ একটা লোক বেঁচে রয়েছে কিন্তু মাথার ঠিক নেই। এর থেকে বাবা ম'রে যাওয়া ভাল। সে অনেকদিন আগে বুঝলি? তখন গৌরী তুই হোস্ নি। বাদল তখন কোলে। তোর ঠাকুরমা তখন বেঁচে ছিলেন। তা সে আমাদের আগের বাড়ীতে।

পাশের ঘরে এক ভাড়াটে এলো। মোট তিনজনা। ছেলে বউ আর শাশুড়ী। শাশুড়ী-বউ-এ খুব ভাব। বড় ভাল ছিল বুড়ী। আমাকে খুব নতুন বৌ নতুন বৌ করতো। বাদলাটা তো চব্বিশ ঘণ্টা ওদের ঘরেই। বউটা জানিস একবার একহপ্তার জন্যে বাপের বাড়ী গেল। তা দুপুরবেলা ভাবলুম দেখি বুড়ী একা ঘরে কি করছে। ওমা দরজা ঠেলে দেখি কি জানিস? ঘরের মাঝ-খানে একটা বড় ড্রামে জল ভর্তি করে বুড়ী তার মধ্যে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে ব'সে আছে। আর চোখগুলো সে যা চক্ চক্ করছে না? হঠাৎ আমার দিকে এমন ক'রে চেয়ে হাসলো, বুঝলি? আমি বেরিয়ে এসে বুদ্ধি ক'রে দরজায় শিকল টেনে দিলুম। ওর ছেলে বিকেলবেলায় অফিস থেকে ফিরতে শুনলুম বুড়ী নাকি এর আগেও বার দুয়েক পাগল হয়েছিলো।

[বীথি পেছনের ঘরে ঢুকে খাটের ওপরে গ্রামোফোনে কোন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজিয়ে দেয়। তারপর মিটসেফের ওপরে রাখা আয়নার সামনে প্রসাধন শুরু করে]

বীথি॥ মা, গায়ে মাখা সাবানটা তোমার জন্যে রেখে এসেছি। তুমি গা ধুতে যাবে তো? আর ঐ সেদ্ধ জামাকাপড়গুলো আমি ফিরে এসে কাচবো। তুমি একটু নামিয়ে রেখো কেমন?

মা॥ রাখবো।........তা খুকীর বাড়ী যাবার আগেই ও পাট চুকিয়ে গেলে পারতিস।

বীথি॥ লাভ কি? সন্ধ্যেবেলা আমাদের ভাত রান্না হয়ে গেলে ওগুলোতে একটু ফ্যান দিয়ে দেবো যে।

মা॥ আচ্ছা বেশ।

বীথি ॥ মুখের মধ্যে নাকটা দেখলে আমার খুব মজা লাগে। নাক কেন কান দুটোও তো তাই। হাত-পাগুলোও তো তাই। ঠিক যেন একটা তাল থেকে ছটকে ছটকে বেরিয়েছে।

মা ॥ সেই থেকে বুঝলি পাগল দেখলেই আমার কেমন করে। উঃ কী চীৎকার করে রে বাপু।

[বলতে বলতে ওঠেন। তাকে উল-কাঁটা রাখেন, পিছনের ঘরে ঢুকে গ্রামোফোনটা গানের মাঝখানে বন্ধ ক'রে দেন। বীথির প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা না ক'রে সোজা কলঘরে চ'লে যান। বীথি দ্রুত গ্রামোফোনের কাছে গিয়ে রেকর্ডটা নষ্ট হয়ে গেল কিনা পরীক্ষা করতে করতে বলে—]

বীথি ॥ মা ওটা কী হলো ? তুমি গ্রামোফোনটা বন্ধ করলে কেন ? তুমি যখন এম্নি কর না ! তখন ইচ্ছে হয়........তোমার জন্যেই তো আমরা কিছু জানি না। কোন ভাল গানবাজনা আমরা কোনদিন শুনিনি। কোনওদিন ভাল ক'রে খবরের কাগজ প'ড়ে ওঠার অভ্যেস হলো না আমাদের। সারাজীবনে কোনদিন একটা ভাল বই দেখলুম না বাড়ীতে। তুমি কী ?

নেপথ্যে মা ॥ এই দেখ হঠাৎ খেপে উঠলি কেন ?

বীথি ॥ তুমি কোনদিন ভাবো ? এই যে আমরা এতগুলো ভাইবোন, আমরা কী জীবন পেয়েছি ? কেন আমাদের কারোর কিছু হলো না ? মানুষকে যে একটা বড় জীবন পেতে হবে কোন দিন, তার কথা কোনদিন শিখিয়েছ আমাদের ?

নেপথ্যে মা ॥ শেখাবো কী ? আমি কী জানি ?

বীথি ॥ শেখাবো কী ! শেখানো তো দূরের কথা তুমি আটকেছো।

বড় জীবনের কোন একটা দরজা তুমি খুলে দাওনি! দিদি ক্লাস এইট পর্যন্ত প'ড়ে পড়া ছেড়ে দিল। একবারও কিছু বলেছো, দাদা ম্যাট্রিকটা পর্যন্ত পাশ করতে পারলো না! কেন ভেবেছো? মেজদি পড়াশুনায় ভাল ছিলো' ওকে পড়তে না দিয়ে পনেরো বছরের বড় একটা লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দিলে। আমার লেখা-পড়া নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামিয়েছো? চিন্ময়ের মা পর্যন্ত আমাকে বার বার বলেন, পড়ো আরও পড়ো। প্রাইভেটে এম.এ-টা দিয়ে দাও, অথচ তুমি একদিনও আমাকে পড়ার কথা বলোনি।

[প্রসাধনে ফিরে যায়]

নেপথ্যে মা॥ আমি তোকে জন্ম দিয়েছি, খাইয়েছি, পরিয়েছি, আবার কী করবো? তা এখন চিন্ময়ের মা-ই হোল তোর আপন লোক'

বীথি॥ ব্যস্' শুধু ঐটুকু ব'লেই চুপ করে থাকতে পারো। রাগ ক'রে শুধু ঐটুকু কথাই বলতে পারো। শুধু তুমি কেন? বাইরে বেরিয়ে দেখছি তো? আমাদের ঘরের সব মা-রাই তোমার মতন। রাত্তিরবেলা খেয়ে দেয়ে হোস্টেলে আমরা মেয়েরা চিঠি লিখতে বসি, প্রায়ই কথা হয়। আচ্ছা কে কী লিখলো দেখি' সব ঐ এক ফর্মা, ঐ এক ধাঁচ। এক কথা। সবশেষে আমি ভাল আছি, তোমরা কেমন আছ, পত্রোত্তরে কুশল দিও। বোগাস্ বোগাস্। আরও কত কী বলার থাকে। হয়তো অনেকেই জানে কী বলতে হবে। কিন্তু কেমন ক'রে বলতে হবে কোন ধারণা নেই

কারোর। এই তো দেখো না, আমাদের বাড়ীতে আমার সা...
জীবনে তুমি আমার সঙ্গে কী কথা বলেছো ? এই বাইশ বছর ধ'রে শুধু খাওয়ার কথা, না হয় শাড়ির কথা, নয়তো কে মারা গেল, কে পাগল হলো। তুমি কি বুঝতেও পারো না যে এই গল্পগুলো এর আগে আমাকে আরও হাজারবার শুনিয়েছো ? তুমি যখন নিজে বলো, তখন তুমি কি নিজে শোন না নাকি ? ওঃ ভগবান, এ বাড়ীতে চিন্ময় এলে আমাদের ভাববে কী ?

নেপথ্যে মা॥ তা কী করবো বলো ? আমাদের পছন্দ না হয়, তোমরা তোমাদের নিজেদের পছন্দমত থেকো গিয়ে না হয় পরে।

বীথি॥ না পছন্দ অপছন্দ নয়। চিন্ময়ের হয়তো আমাদের পছন্দই হবে। ওর সবচেয়ে পছন্দ হতো যদি সরকার-দাদুর সঙ্গে ওর আলাপ হতো। আমার মনে হয়, সরকার-দাদু ওর সব কথা বুঝতেন। যেসব কথা আমি বুঝি না, অনেকেই বোঝে না, সরকার-দাদু নিশ্চয়ই সেসব কথা বুঝতেন। কেন না সরকার-দাদু বাঁচতে জানতেন যে। সবদিক থেকে জীবনটা কী ক'রে পেতে হয় তা আমাদের জানাশোনার মধ্যে জানতেন ঐ একটা লোকই।

নেপথ্যে মা॥ আমাদের আর কোন দরকার নেই বাপু। তুমি জানলেই হয়। এও ব'লে দিলুম, তোমাকে শোধরাতে চিন্ময়ের জীবন পেরিয়ে যাবে।

বীথি॥ ও আমাকে শোধরাবে কেন ? ওতো বলেই, কাউকেই শোধরানো যায় না। জমানা বদল যাতা, আদমি নেহি বদলতা।

নেপথ্যে মা ॥—তো এর সঙ্গে রেকর্ড বাজাবার কী হলো তাতো আমি বুঝলাম না।

[কলঘর থেকে সোজা সামনের ঘরের মোড়ায় বসার উদ্যোগ করেন]

বীথি ॥ আয় রাম, ঠ্যায়রো, ম্যায় সমঝা দুঙ্গি। চুপ ক'রে বসো।

[মোড়াটা মঞ্চের সামনের মধ্যভাগে রাখে, মাকে দর্শকদের দিকে পেছন ফিরিয়ে বসায়]

আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, একটুও নড়বে না। হঠাৎ, 'দাঁড়া, উনুনটা দেখে আসি' ব'লে উঠতে পারবে না। মনে করো তুমি জীবনে একেবারে নতুন কিছু শিখতে যাচ্ছো। চুপ ক'রে বসো। তোমার এমন কিছু শেখার বয়স যায়নি। জাস্ট চুপ ক'রে বসো। শোনো।

[পেছনের ঘর থেকে গ্রামোফোন এনে সামনের ঘরের ডানদিকের খাটে রাখে। রেকর্ড উল্‌টে দেয়, দম দিতে থাকে এবং বলে —]

আমিও ভাল গান চিনতে পারতুম না। ভালো মিউজিক যে কাকে বলে তা কিছুই জানতুম না। আমিও ঠিক তোমার মত গানের মাঝখানে থামিয়ে দিতুম, নয়তো অন্য কথা ভাবতে শুরু করে দিতুম। কেন জানো? কেন না তোমার মতই তখন কোন গানই আমার কাছে পৌঁছত না। চিন্ময় আমাকে জোর ক'রে বসিয়ে দিত। বলতো—'শোন না, মন দিয়ে শোন। একজন আর্টিষ্ট কত সাধনা ক'রে এই সুর বানিয়েছে ·আর তুমি অন্তত একটু সাধনা কর এই সুরের কাছে পৌঁছবার জন্যে।

একটু চেষ্টা কর। তাহলে এই সুর তোমার আপনার হয়ে যাবে। ঐ মিউজিক যতো বড়ো তুমি নিজেকে তত বড়ো ফিল করবে।

মা॥ বাপরে বাপ। তোর চিন্ময় কি সব বই মুখস্থ ক'রে বলে নাকি?

বীথি॥ অবাক, অবাক ক'রে দেয়। ও কথা বলে। মাঝে মাঝে এমন ক'রে বলে তুমি গ্রহ তারা চাঁদ কিচ্ছু চেনো না। (বাজনা শুরু হয়। উঠে এসে মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বলে—) শোন মা শোন। শুনছো কেমন ক'রে সুরের ঝঙ্কারে একটার পর একটা অচেনা অজানা নতুন পৃথিবীর দরজা খুলে যাচ্ছে। শুনছো মা, শুনছো? কেমন ক'রে সুরটা আস্তে আস্তে তোমাকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। মা, পৃথিবী এমনি সুন্দর হবে, এই সুরের মতো এমনি বড়ো, এমনি উজ্জ্বল, এমনি মহান—শুনছো, মা শুনছো? শুনছো, কেমন লাগছে মা?

মা॥ হ্যাঁ, ভালই তো।

বীথি॥ অমন ক'রে বলছো কেন? খুব ভাল কিনা বল!

মা॥ হ্যাঁ ভালই, খুব ভাল।

[খানিকক্ষণ কোন কথা নেই, বাজনা বাজছে এবং বীথিকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলছে ক্রমেই]

বীথি॥ শুনছো, দুটো যন্ত্র যেন দুজনের সঙ্গে কথা কইছে। কী সহজ, কী ইজি!

মা॥ হ্যাঁ ভালই, খুব ভাল।

বীথি॥ (দৌড়ে গিয়ে বাজনার দ্রুতলয়ের জায়গায় পিনটা সরিয়ে

দিয়ে আবার মার সামনে দাঁড়িয়ে বলে—) এবার শোনো, শোনো। দুটো একসঙ্গে বাজছে। একসঙ্গে। কী দারুণ। শুনছো, মনে হয় না, যে শোনে তার সমস্ত সত্ত্বা যেন উজ্জ্বল হতে থাকে! শুনছো, নিজেকে কত সহজ, কত সুখী, কত জয়ী মনে হয়। এমনি, ঠিক এমনি কমিউনিজ্‌ম। ও বলে, "এ্যয় রাম, কমিউনিজ্‌ম ইজ নো লেকচারিং, কমিউনিজ্‌ম মানে বাঁচা, গান গাওয়া, আমাদের চারপাশে সবসময় যা ঘটে, যা ঘটছে তাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়ে ফেলা, কমিউনিজ্‌ম মানে তোমার নিজের দেশের মানুষকে জানা, পৃথিবীকে জানা।—

[বাজনার শেষ তেহাই পড়ছে, এমন সময় উদ্ভাসিত বীথি হঠাৎ কিঞ্চিৎ লজ্জিত। মা'র কাছে এসে গলা জড়িয়ে ধ'রে বলে—]

মা, এ সবই চিন্ময়ের কথা, সব চিন্ময়ের।

॥ পর্দা ॥

॥ তৃতীয় অঙ্ক ॥

[সময় মেঘলা সন্ধ্যা। একই ঘর কিন্তু কোথায় যেন এক পরিবর্তন—বিছানার চাদরে, মোড়ার পরিবর্তনে, শাড়ীকাটা পর্দার প্রবর্তনে, খুঁটিনাটি সাজানো-গোছানোতে। মা শেষমুহূর্তের টুকিটাকি সারছেন। কণ্ঠে কাজে প্রচণ্ড ব্যস্ততা। দিনটা তো আর পাঁচটা দিনের চেয়ে আলাদা!]

মা ॥ দাঁড়া বাবা দাঁড়া, তোরা এমন ঝামেলা করতে পারিস না। দর্জিকে দেয়ার সময় তখন খেয়াল করলি না, এখন এই ঢলঢলে পর্দা সেলাই ক'রে মরি।

নেপথ্যে বীথি ॥ যা করবে তাড়াতাড়ি কর। সবাই এসে পড়বে তো এখুনি।

মা ॥ ট্রেণ সেই আসবে সাড়ে ছ'টা সাতটায়। এখনও বিকেলের পিওনই গেল না। আর তোর যত তড়বড়ানি।....হ্যাঁরে, হিংয়ের কচুরী হিংয়ের কচুরী ক'রে তো খুব লাফাচ্ছিলি, একগাদা তো ভাজালি, উদ্ধার হবে তো?

নেপথ্যে বীথি ॥ দেখবে ও নিজেই একা ক'টা খায়।

মা ॥ হ্যাঁ, খায় যেন বাপু। নইলে দিস্তে দিস্তে কচুরী খাবে কে? এইরে বেছে বেছে আজকেই মেঘ করলো, দেখ দিকিনি অসময়ের ঝামেলা। কই তিনটে বাজলো।

নেপথ্যে বীথি ॥ মা, তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে নাও। নইলে দেরী হয়ে যাবে কিন্তু।

মা ॥ বাবা, এমন তাড়া লাগিয়েছিস যেন সিনেমা আর কি, ছ'টা বললেই ছ'টা। [কলঘরে চ'লে যান। মঞ্চ কয়েক মুহূর্ত ফাঁকা। বাদল ও কৃষ্ণা ঢোকে]

বাদল ॥ কই মা, আমরা এসে গেছি।

কৃষ্ণা ॥ কী অতো জোরে চিল্লাচ্ছ। আয়েস্তা বোলো না।

বাদল ॥ কী, খুব জোরে চেঁচালাম ? আচ্ছা আচ্ছা।....বাব্বাঃ ঘরে বাইরে খুব জেল্লা ছেড়েছে তো ?....ওমা কই এসো।

নেপথ্যে বীথি ॥ দাঁড়াও দাদা, যাচ্ছি।

বাদল ॥ (পেছনের ঘরে গিয়ে এধার ওধার ঘুরতে ফিরতে থাকে এবং বলে—) কিরে বীথু, তুই যে সেদিন বললি, এই শনিবার আবার যাবি আমাদের ওখানে, খুব এলি তো।

নেপথ্যে বীথি ॥ না দাদা, এমনি যাওয়া হোল না। মেজদি আটকে দিলো যে।

বাদল ॥ বাবা, গৌরী তাহলে তোকে খুব আদর যত্ন করেছে বল।

নেপথ্যে বীথি ॥ হ্যাঁ, তা করেছে।

বাদল ॥ বেশ বেশ। চিন্ময়ের আসতে তো এখনও ঘণ্টা দুয়েক বাকী, না কিরে ?

নেপথ্যে বীথি ॥ হ্যাঁ।

বাদল ॥ হ্যাঁরে, একটা হেলিকপ্টার ম্যানেজ ক'রে দিতে পারলি না ? তাড়াতাড়ি এলে বাঁচি। বড় খিদে পেয়েছে।

নেপথ্যে বীথি ॥ তার দরকার কি, এখন কিছু খেয়ে নাওনা।

বাদল ॥ দেখি মা কি দেয়।

কৃষ্ণা ॥ কোই, সেই কোথাটা পুছো না ?

বাদল কী? ও হ্যাঁ। হ্যাঁরে, এই চিন্ময়বাবু কম্‌নিস্ট বলছিলি না?

নেপথ্যে বীথি ॥ হ্যাঁ, কেন?

বাদল ॥ বাঙ্গাল?

নেপথ্যে বীথি ॥ হ্যাঁ, ইষ্টবেঙ্গলে বাড়ী।

কৃষ্ণা ॥ হুয়া?

বাদল ॥ সোনায় সোহাগা।

কৃষ্ণা ॥ আচ্ছাহি মিলা। তোমাদের বংশে সবার যেমন লেকচার দেবার আদত, ঠাকুরঝির সাথে বঢ়িয়া মিলবে।

বাদল ॥ এর মধ্যে চিঠিপত্তর দিয়েছে?

নেপথ্যে বীথি ॥ না, চিঠি দেবে কেন, আগে থেকেই তো ঠিক হয়ে আছে আজকে আসবে।

বাদল ॥ না, তবু, দিন পনেরো হয়ে গেল তো। ছ'পয়সার তো মামলা! (একটা ছবির দিকে নজর পড়ে। খাটে উঠে সেটা দেখতে দেখতে বলে—) এটা এখানে কেন? এটা কি?

কৃষ্ণা ॥ দেখছো না তসবীর—ছবি?

[বীথি কলঘর থেকে এসে দাদার কাছে দাঁড়ায়]

বাদল ॥ ইদম্ আগচ্ছ। এই মালটার সোজা উল্‌টো বুঝিয়ে দে দিকিনি। কোণে তোর নাম লেখা, এটা তোর আঁকা তো?

বীথি ॥ হ্যাঁ, আমার আঁকা। আহা এমন ভাবে বলছো যেন সোজা উল্‌টো বুঝতে পারছো না।

বাদল ॥ কী জানি বাবা। এটা কাত ক'রে রেখে দিলেই কি রকমফের হতো, কিংবা ধর এই রকম, আমি কিছু বুঝতে পারছি

না।....যাকগে বাবা, আমার বুঝে দরকার নেই। এই ছবির চাইতে আমার গণেশমার্কা ক্যালেণ্ডারই ভালো। (সামনের ঘরের বাঁদিকের খাটে বসে)

কৃষ্ণা॥ শাড়ীটা কিন্তু ফাস্‌কিলাস ঠাকুরঝি। কত দিয়ে কিনেছো গো ?

বীথি॥ উনিশ টাকা।

কৃষ্ণা॥ দেখো, দিল্লী মে কাপড়া কিতনা সস্তা। আমাদের ইখানে ইসিকা ভাও হোবে কমসে কম চৌবিশ পঁচিশ রূপইয়া।

[সামনের ঘরে আসে]

বাদল॥ মহাত্মা মজুমদার বংশের বাকী মহাত্মারা কোথায় ?

বীথি॥ (সামনের ঘরে আসে) বড়দি আর জামাইবাবুর তো এতক্ষণে এসে যাবার কথা ছিল, আসবে বোধহয় এক্ষুণি। মেজদি আর শরৎদাকে অবশ্য আমি বারবার ক'রে ব'লে এসেছি, বলেওছে আসবে। কিন্তু আমার মনে হয় শেষ অবধি আসবে না।

বাদল॥ কেন, বিড়লা-কোম্পানীর হয়েছে কী ?

বীথি॥ আর বল কেন, মেজদির সঙ্গে মার যে কথা বন্ধ।

কৃষ্ণা॥ হায় রাম। তুম জানতে হো নহী ? ওতে করিব্‌ এক বরষ হোয়ে গেলো।

বীথি॥ তোমার সঙ্গে মার কী হয়েছিল বৌদি ?

বাদল॥ ব্যস, দিলিতো উস্কে! এবার পুরো লঙ্কাকাণ্ড পালা শুনিয়ে তবে ছাড়বে।

কৃষ্ণা॥ ব্যয়ঠো না ভাই ঠাকুরঝি, ম্যয় বতাতী হুঁ। (দুজনে, বীথি

ও কৃষ্ণা, ডানদিকের খাটে বসে) সে একমর্তবা ভাই তুমহার দাদা হামাকে অওর নোনী বেচা পুতুলকে রেখে গিয়েছিলো এ বাড়ীতে। রেশনকা হুজ্জৎ তা যা খরচা লাগছিল সব হামারই ছিল— মাকে পুছে দেখো। মাইয়া রে মাইয়া! একদিন দুপুরবেলায় আণ্ডাবাচ্চাগুলো সব খেতে বসেছে। বেচা আবার পোস্ত বেগর খেতে পারে না। তো সেদিন ছড়িয়ে ফেলে উঠে গেছে। সে যা মা মুখ খারাব করনে লাগী। বাপরে বাপ্! 'কোথেকে সব একপাল শুয়ারের মত খাওয়া আর ছোড়ানো। ধানের চাষ কোরেছি নাকি উঠানে?' বোলতো কৌন মার না গোস্‌সা হোবে?

বীথি॥ মাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, মা তো এসব বলেনি।

কৃষ্ণা॥ তো হামকো ভি দোষ হো চুকা। আমি যেমন মা, মাওভি তো তেমনি ঠাকুরমা।

বীথি॥ ইস্, এইটি যদি আগে বুঝতে, কত ভালো হ'ত বলো দেখি।

বাদল॥ তাহলে আর মজুমদার বংশকে মহাত্মা মজুমদার বংশ বলি কেন?

[প্রথমে অলকা, একটু পরে গোকুল ঢোকে]

অলকা॥ ওমা, আমাদেরই দেখি দেরী হয়ে গেছে।

বাদল॥ এই যে, মহাত্মা মজুমদার বংশের আরেকজন এলেন।

অলকা॥ আমি এখন আবার মজুমদার বংশের কিরে?

বাদল॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, বংশ বংশ।

অলকা॥ চিন্ময় আসেনি এখনো, না?

বাদল ॥ না আসেনি, আসেনি। ওই যে—সেই সদাহাস্যময় মহান পুরুষ শিগগির আসছেন, শিগগিরই আসছেন।

কৃষ্ণা ॥ হায় রাম! এ্যায়সা ঘাবড়া দেতা হ্য ?

বাদল ॥ হাওড়া স্টেশনে ট্রেণ ইন করলো। তিনি নাবছেন। মুখে তার স্মিত হাসি। তিনি জনতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছেন, বড় ঘড়ির নীচে এসে শিলিপ খেলেন।

কৃষ্ণা ॥ আরে দ্যুত, চুপ যাও বেসরম। তিন বাচ্চার বাপ, লাজ সরম নেই, চিল্লাচ্ছে। দোত্তো মোশাই, ভাল আছেন ?

গোকুল ॥ হ্যাঁ, চলছে একরকম।

বীথি ॥ জামাইবাবু, বসো।

গোকুল ॥ বসি বসি।

[প্রথমে ডানদিকের খাটে বসতে যায়, পরে বাদলের ডাকে বাঁদিকের খাটের কাছে যায়]

বাদল ॥ আরে গোকুলদা, বস বস। এখানে বস। দাঁড়াও, জামাই মানুষ, তোমাকে একটু ঝেড়ে দিই।

[গোকুল বাঁদিকের খাটের পাশে মোড়ায় বসে। বীথি পেছনের ঘরে চ'লে যায়]

কৃষ্ণা ॥ আপনি ভালো, মাস্তু ভালো ?

গোকুল ॥ হ্যাঁ, ভালই আছে।

কৃষ্ণা ॥ আপ ক্যায়সে আদমী ? হামেশা ওই রূটে আসেন যান, লেকিন হামাদের বাড়ীতে আসেন না।

গোকুল ॥ যাবো, যাবো একদিন।

কৃষ্ণা ॥ আপকা সিরফ্ বাত্।

অলকা ॥ খুব যে ঠাকুরজামাইয়ের ওপর নজরগো, আমাকে আর দেখতেই পাচ্ছো না।

কৃষ্ণা ॥ হায় রাম! পুছোতো তুমহার ভাইকে। হরবখত তুমহার কোথা বলি কি না? (বলতে বলতে মধ্যবর্তী দরজার কাছে দাঁড়ায়)

গোকুল ॥ কনের কি খবর? মুখ গম্ভীর যে?

বীথি ॥ না, এমনি। ভাবছি—মেজদিরা বোধ হয় আসবেই না।

গোকুল ॥ আমি তো ব'লেই দিলুম আসবে না। কী বলিনি?

অলকা ॥ (পিছনের ঘরে ঢুকে বীথির কাছে গিয়ে গোকুলকে বলে—) তুমি চুপ কর দিকিনি, সব কাজে এমন গণতগিরি ফলাতে হবে না। (বীথিকে) গৌরী না আসছে তো কী হয়েছে রে? মন খারাপ করিস নি। পরে একদিন তুই আর আমি বুঝিয়ে বলবো। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। মা কোথায়?

বীথি ॥ মা গা ধুতে গেছে।

অলকা ॥ আর বাবা?

বীথি ॥ বাবা এই তো ছিল, একটু যেন কোথায় বেরোল: এক্ষুণি আসবে।

[গোকুল পকেট থেকে পাসিং-শো'র প্যাকেট বার ক'রে একটা সিগারেট ধরাতে থাকে। বাদলের চোখে দুষ্টুমি]

বাদল ॥ বুঝলে, গোকুলদাকে একটা পাসিং-শো দিই।

গোকুল ॥ কী, তুমি খাবে, খাবে?

বাদল ॥ না, তোমাদের সেই গোলাপী ইউনিয়নের কত দূর?

গোকুল ॥ আরে দ্যুত্। কী সব মেয়েছেলেদের সামনে।

বাদল ॥ আরে বাপ্, এ আবার লজ্জাবতী লতা হয়ে গেলে—

কৃষ্ণা ॥ ওঃ! উয়ো কিস্সা! বোলো না দিদিকে, বোলো! (কৃষ্ণা অলকাকে নিয়ে গিয়ে সামনের ঘরের ডানদিকের খাটে বসায়। নিজেও বসে)

বাদল ॥ এই দিদি, দিদি শোন। জানিস, একদিন গোকুলদার সাথে রাস্তায় দেখা। গ্যারেজে গাড়ী ছেড়ে ফিরবে তো আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলো ক্যান্টিনে। সেখানে সত্যেন, নিতাই সব বসেছিল। হঠাৎ দেখি একজন অফিসার—ওর টাইপ করে একটা মেয়ে, তাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। নিতাই খুব জোরে সিটি মেরেছে। গোকুলদা বলে, কিহে সেক্রেটারী, হলো কী? আমি জিজ্ঞেস করেছি, কী হোল গোকুলদা, নিতাই কি তোমাদের ইউনিয়নের সেক্রেটারী হয়েছে নাকি? নিতাইদা বলে, দ্যুত্ এ ইউনিয়ন নয়, গোলাপী ইউনিয়ন। কিরকম, না ধরো, যেসব ছেলেমেয়েগুলো পয়সাকড়ি কিংবা সুযোগ সুবিধের অভাবে বিয়েটা ম্যানেজ করতে পারছে না, তারা সবাই গোলাপী ইউনিয়নের মেম্বার হবে। এইসব ছোট্ট ছোট্ট গোলাপী ব্যাজ লাগাবে। ধরো, একটা ছেলে মেম্বারের সাথে একটা মেয়ে মেম্বারের দেখা হয়ে গেলো, বললো, আপনি চায়ে ক' চামচ চিনি খান? মেয়েটা বলল, আমি চিনি ছাড়া চা খাই। তার মানে তোমাকে বিয়ে করতে রাজী নই। বলল এক চামচ, তার মানে রাজী। যদি বলে দু'চামচ, তার মানে আজকেই রেজেষ্ট্রি—এই। বেড়ে ইউনিয়ন বানিয়েছ মাইরি?

[অলকা রাগ ক'রে পেছনের ঘরে চ'লে যায়। গোকুল বিব্রত। কিঞ্চিৎ নিস্তব্ধতা]

কৃষ্ণা ॥ কাল রাতে ভারী বিষ্টি হোলো।

বীথি ॥ বৃষ্টি পড়লে দেখিস্ না ও কি করে? একদম ছেলেমানুষের মত হয়ে যায়।

বাদল ॥ সেই কম্যুনিস্ট আর যে-ইস্টই হোক, বৃষ্টি পড়লে মানুষের মন ভার হবেই।

বীথি ॥ (মধ্যবর্তী দরজার কাছে এসে) ওর মন ভার হয় না। কি রকম বাচ্চাছেলের মত লাফায়, চেঁচায়, ছটফট করে।

গোকুল ॥ ওর ভাইবোন নেই?

বীথি ॥ ভাই নেই। একজন বোন আছে—দিদি—ঝাড়গ্রামে থাকে, ওখানে কি যেন কাঠের বিজনেস্ আছে। এই যে বাবা এসেছে।

কৃষ্ণা ॥ ওহি বতাও! বাবা।

[কৃষ্ণা ঘোমটা টেনে বাঁদিকের খাটের কাছে এসে দাঁড়ায়। বীথি ছাড়া সবাই একে একে প্রণাম করে এবং নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যায়]

বাবা ॥ ও সব এসে গেছিস? গৌরী আসে নি?

বীথি ॥ না, মেজদি এখনো আসেনি।

বাবা ॥ তোর মা'কে দে। ছ'আনা ক'রে জোড়া নিলে। রাখ যে কদিন থাকে। জিজ্ঞেস ক'রে আয়, আর কি ফাই ফরমাস খাটতে হবে, এবেলা সেরে নিই।

[কলঘর থেকে মা এসে মধ্যবর্তী দরজার কাছে দাঁড়ান]

মা ॥ (কণ্ঠে খুশী) বাঃ সবাই এসে গেছে ? (বাবাকে দেখে সন্দেহ —বাজার পাট শেষ হয়েছে তো ?) তুমি ফিরে এলে যে, কাপ-প্লেট এনেছ ?

বাবা ॥ তা ওগুলো কি আমার পিণ্ডি ?

মা ॥ দেখলি, কথার ছিরি দেখলি ? (সকলে একে একে মা'কে প্রণাম করে। মা প্রণাম নিতে থাকেন কিন্তু স্বামীর সম্বন্ধে উত্তেজনা সমান) মেয়ে-জামাইয়ের সামনে কিছু কথা আটকায় না তোমার।

বাবা ॥ আর কথা আটকায়। পিণ্ডিই গিলবে। দরজার গোড়ায় হৃদয় এ শ্লিপটা দিয়ে গেলো হাতে।

মা ॥ কী হয়েছে, কী ?

বাবা ॥ রুট চেঞ্জ করিয়েছে সেই ৩০ সি-তে ঠেলে দিল। এতদিন যা দু'চারটে পয়সা উপরি হচ্ছিল তার সিকিটির মুখ দেখতে পারবে না আর।

মা ॥ কতবার পই পই ক'রে বকলুম—ওগো ডাক্তার দেখাও, ডাক্তার দেখাও, বাতটা সারাও। তা কে কার কথা শোনে।

বাবা ॥ গত হপ্তায় পর্যন্ত বুঝিয়ে বললুম—হুজুর, এত বৎসর তো চালাচ্ছি, দেখবেন বাকী ক'টা দিনও ঠিক চালিয়ে নেবো। হারামী এমন মুখ করলো যেন কত দয়া।

বাদল ॥ (সামনের ঘরে সামান্য মুখ বাড়িয়ে) তুমি বললে না, এত বছরের চাকরী।

বাবা ॥ বললে কী হবে, সে কি আর ও জানে না। নিজেও চাকরী করছিস, দেখছিস না।

অলকা॥ তুই মন খারাপ করছিস কেন রে বুড়ী? একি তোর অফিসের চাকরী, ড্রাইভারের চাকরী তো এমনি হবেই।

গোকুল॥ সেদিন তো তোকে এ বাড়ীতে কত বুঝিয়ে বললুম, বলিনি?

মা॥ যাকগে। তুমি হাত মুখটা ধুয়ে ছেলেপিলেদের কাছে বসো, এ নিয়ে আর চিন্তা-ভাবনা করতে হবে না।

বাবা॥ হ্যাঁ, যাই।........চারদিকে বড়ো মেঘ করেছে, আজ বাবাজীর কপালে দুঃখ আছে। (কলঘরে চ'লে যান)

মা॥ তোরা সবাই একটু চা খা কেমন? দাঁড়া, জলটা চড়িয়ে দিয়ে আসি।

[রান্নাঘরে চ'লে যান। বাদল সামনের ঘরে বাঁদিকের খাটে এসে বসে]

গোকুল॥ (তাক থেকে কাগজ আবিষ্কার ক'রে) আরে বাবা, এ যে স্টেটম্যান—এ ইংরেজী কাগজ আমদানী হোল কোত্থেকে?

বীথি॥ চিন্ময় আসবে ব'লে কিনেছি। ও ওখানে রোজ স্টেটসম্যান পড়ে।

কৃষ্ণা॥ (পেছনের ঘরে গিয়ে) মান্টুকে কার জিম্মায় রেখে এসেছো বড়ো দিদি?

অলকা॥ আমার শ্বশুর শাশুড়ী সব এইখানেই যে।

বাদল॥ শ্যামবাজারের শশীবাবুর কাছে।

অলকা॥ তোমার ছেলেমেয়েদের কার কাছে রেখে এলে?

কৃষ্ণা॥ পাশের বাড়ীর পড়োসীর কাছে।

অলকা॥ ভালো লোক বলতে হবে তো।

কৃষ্ণা ॥ হ্যাঁ, খুব ভালো লোক। আমার আণ্ডাবাচ্চা তো হামেশা ও বাড়ীতেই থাকে।

গোকুল ॥ (উত্তেজিত হয়ে মোড়া ছেড়ে বাদলের পাশে ব'সে বলে) বলতো বাদল, আজ কে জিতবে ?

বাদল ॥ কে আবার, মোহনবাগান।

গোকুল ॥ তবে।

মা ॥ (রান্নাঘর থেকে এসে পেছনের ঘরের টেবিলের সামনে দাঁড়ান) জল্ চাপিয়ে দিলুম।

কৃষ্ণা ॥ চিন্ময়বাবুর দিদির ছেলেমেয়ে আছে ?

বীথি ॥ হ্যাঁ, দুটি ছেলে বাচ্চা।

[বাবা ঢোকেন। পেছনের ঘরের খাটে ব'সে বিড়ি ধরান। কৃষ্ণা এসে গোকুলের মোড়ায় বসে]

বাবা ॥ তা কইরে, আর কত দেরী হবে ? তোরা কেউ স্টেশনে গেলেই পারতিস।

বীথি ॥ আমি যেতে পারতুম, আর কেউ তো চেনেই না। এদিককার কাজকর্ম দেখতো কে তাহলে ?

অলকা ॥ (মিটসেফের কাছে গিয়ে বীথির পাশে দাঁড়ায়) গৌরীরা বোধ হয় আর এলোই না।

বীথি ॥ না, এখনো সময় আছে।

অলকা ॥ বুড়ী, তুই যে গৌরীর বাড়ী গিয়েছিলি, ও নাকি একটা ট্র্যানজিস্টার রেডিও কিনেছে ? দেখলি নাকি ?

বীথি ॥ হ্যাঁ দেখেছি।

বাদল ॥ ও, ট্র্যানজিস্টার রেডিও, না। মিস্টার বিড়লা ওটা নিয়ে

নাকি বিকেলবেলায় বেড়াতে যায়। আগেকার দিনে লোকে যেমন কুকুর নিয়ে বেড়াতে যেতো, আজকার দিনে লোকেরা তেমনি ট্র্যানজিস্টার সেট নিয়ে বেড়াতে যায়।

বীথি ॥ (মধ্যবর্তী দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে বলে—) আচ্ছা, আমি একটা ধাঁধাঁ বলব।

গোকুল ॥ অ্যাই, দিল্লীর পনেরো নম্বর কিস্সা।

বীথি ॥ শোন না বলি। বৌদি, বস। এটা যাস্ট অর্ডিনারী ধাঁধা নয় কিন্তু। এটা যাকে বলে একটা মরাল্ প্রোব্লেম, বলি, এ্যাঁ? বাবা, তুমিও শোন। একটা মেয়ে ছিল।

বাদল ॥ কী ছিল?

বীথি ॥ একটা মেয়ে। সে একটা ছেলেকে বিয়ে করতে চায়, ধরো তার নাম শ্যাম, কিন্তু শ্যাম মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায় না। বরং যদু ব'লে একটা ছেলে মেয়েটাকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু মুস্কিল হলো, মেয়েটা শ্যাম ছাড়া কাউকেই বিয়ে করবে না।

গোকুল ॥ এ ধাঁধাটা যেন কোথায় শুনেছি।

বীথি ॥ বেশতো, আবার শোন না। একদিন মেয়েটা খবর পেলো যে শ্যাম বিদেশে চ'লে যাচ্ছে। শুনেতো মেয়েটা ঠিক করলো যে শ্যামকে নিজে গিয়ে বোঝাবে। মাঝে নদী ঘাটে একটা মোটে নৌকো। মেয়েটা মাঝির কাছে গিয়ে বললো—মাঝিভাই, আমাকে পার ক'রে দাও না। মাঝি বললো, তোমাকে নিতে পারি, কিন্তু নৌকোর ভার বাড়াবো না। তোমার শাড়ী গয়না যা আছে সব এপারে ফেলে যেতে হবে, পারবে?

মা ॥ কেন, মাঝিটা কে?

বীথি ॥ মাঝি কেউ না, মাঝি কেউ না। ধর, মেয়েটার ভাগ্যপুরুষ। মেয়েটা তো তা আর বুঝতে পারছে না। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। মাঝির কথাই শুনি।

বাবা ॥ এইটেই অন্যরকম ক'রে আমরাও ছোটবেলায় শুনেছি।

বীথি ॥ আচ্ছা আমি শেষটা ব'লে নিই। কী বলছিলুম যেন।

বাবা ॥ মাঝি মেয়েটাকে পার ক'রে দিল—

বীথি ॥ হ্যাঁ, মাঝি মেয়েটাকে ছুঁলোও না। যেমন ছিল তেমনি পার ক'রে দিল। মেয়েটা সোজা শ্যামের কাছে গেলো, সবকথা বুঝিয়ে বলল। শ্যাম রাজী হলো, বলল—বেশ কাল ভোরেই তোমাকে বিয়ে করবো। ভোরবেলায় ঘুম থেকে মেয়েটা উঠে দেখে শ্যাম নেই। মাঝি বললে,—এইতো একটু আগে সে বিদেশে চ'লে গেছে, আর কোনদিন ফিরবে না। মেয়েটা তখন হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলো। হঠাৎ যদুর সঙ্গে দেখা। যদু তো প্রথমটায় খুব দুঃখ দেখালো, কিন্তু মেয়েটা বলল—আমি তোমাকে ঠকাতে পারবো না, আমি তোমাকে সব কথা বলব। যেই না সব কথা বলা অমনি যদু মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেলো। তখন তো মেয়েটার কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। মেয়েটা নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে ডুবে ম'রে গেলো। ব্যস্, এবার সব ভেবেচিন্তে বলতো, মেয়েটাকে যে মরতে হলো এর জন্যে কে সবচেয়ে বেশী দায়ী ?

মা ॥ দূর্ এসব ধাঁধাঁ ফাদা আমার মাথায় ঢোকে না, আমি চা নিয়ে আসি।

[রান্নাঘরে চ'লে যান]

কৃষ্ণা ॥ হামার হিসাবে উয়ো লড়কী আপনিহি দায়ী।

বীথি ॥ কেন?

কৃষ্ণা ॥ ওর উস তরফ যাওয়া ঠিক হোয় নি।

বাদল ॥ তাতে ওর কী দোষ?

কৃষ্ণা ॥ তা কার কসুর?

বাদল ॥ সে কথা বলতে গেলে তো মাঝিরই দোষ।

কৃষ্ণা ॥ মাঝির কি দোষ? মানলো কি ও বোলা, মেয়েটা শুনলো কেনো?

বাদল ॥ শুনলো কেন কী? ওপারে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে মরলো, এপারে যা ছিলো সেতো ম'রে থাকার মতই।

বীথি ॥ দাদার এক্সপ্রেসানগুলো বিউটিফুল। দিদি তুই বল।

অলকা ॥ দুর বাপু, আমার মাথায় ঢুকছে না।

বীথি ॥ জামাইবাবু।

গোকুল ॥ তোরাই বল বাপু শুনি। এসব ব্যাপারে আমার মাথা খাটে না।

বীথি ॥ বাবা!

বাবা ॥ বলছি বলছি। এ ধাঁধাঁটা যেন আগে কোথায় শুনেছি উত্তরটা ঠিক মনে পড়ছে না।

[মা একটা থালায় কয়েক কাপ চা নিয়ে ঢোকেন। টেবিলে রাখেন। চায়ের কাপগুলো বীথি ছাড়া আর সবার কাছে পৌঁছয় এর হাত দিয়ে ওর হাত দিয়ে]

বীথি ॥ মা, তুমি বল।

মা ॥ নে, চা খা দিকিনি সবাই। ধাঁধাঁর উত্তর ভাবছে!

কৃষ্ণা ॥ এবার তুমহার জবাবটা শুনি।

বীথি ॥ আমার কোন উত্তর নেই। ধাঁধাঁটা আমি চিন্ময়ের কাছে শুনেছি। ও বলেছে—ঠিক ওর মত ক'রে বলবো? মেয়েটার কসুর কী? ওকে ওরকম ক'রে যেতে হতোই। কেন না এটা ওরই প্রবলেম, ও নিজে ডিসাইড্ করেছে। কিন্তু এর পরের যে দুটো লোক এই দুটো লোকই বাজে। একজন বিয়ে করলো না, মিথ্যে কথা বললো, মেয়েটার জীবন নষ্ট হ'ল। আর একজন যদু—সে বিয়ে করতে পারতো, সে মেয়েটাকে বাঁচাতে পারতো, সে প্রথম থেকে বিয়ে করতে চেয়েছিল। ও মেয়েটাকে এ্যাক্সেপ্ট্ করলো না ব'লেই মেয়েটাকে মরতে হল। তাই যদুই হচ্ছে মেয়েটার মরার জন্যে রেস্পন্সিব্ল্।

অলকা ॥ বাবা চিন্ময়বাবু জজসায়েব নাকি রে।

বীথি ॥ আমি হ'লে মেয়েটাকে বাঁচাতুম। দুনিয়ামে এইসা কৌন কসুর হ্যায় জিস আদমীনে ক্ষমা না কর সেকে।

কৃষ্ণা ॥ হাঁ, আগর ফেরমে নহী পড়া তো কহনা সিধাই হ্যায়!

বীথি ॥ বেশ তো, শুধু আমার মুখের কথা মেনে নেবে কেন? আমাকে যে কোনো সিচুয়েশনে ফেলে টেস্ট করো, মানুষ যা বলে সব করা মুস্কিল। কিছু কিছু বেসিক্ জিনিস আছে লাইফের, তাতে আমাদের সিয়োর্ থাকতেই হবে। না হ'লে বাঁচা মরার কোনো ডিফারেন্স নেই।

বাদল ॥ কথাটা ঠিকই, কিন্তু এসব কথা কি লোকে মানবে?

বীথি ॥ না, মানবে তো নাই, কিন্তু লোকে ভাববে তো। কোশ্চেন করবে, তর্ক করবে, যুক্তি আনবে, যাচাই করবে। আর এসব

মানুষতো সোসাইটি-কে পচিয়ে দেবে।

অলকা ॥ কী কথা থেকে কী কথা।

বীথি ॥ লাইফে যা কিছু ভালো, যা কিছু বিউটিফুল, তার জন্যে আমার সব কাজ যদি তোমার মনে হয় যে যাস্ট স্বপ্নবিলাস, বেশ তো, আমি স্বপ্নবিলাসী; কিন্তু দেখো, একদিন সবাই জানবে আমরা স্বপ্নবিলাসী নই।

গোকুল ॥ হ্যাঁ, কমিউনিস্ট।

বীথি ॥ হ্যাঁ, আমি একজন কমিউনিস্ট।

[বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ]

ঐতো ঐতো এসে গেছে। ওমা, এত তাড়াতাড়ি। ট্রেণটা কি অনেক আগেই চ'লে এলো নাকি ?

[বীথি বেরিয়ে যায়। সকলে সন্ত্রস্ত-ব্যস্ত। যাঁরা ব'সে ছিলেন তাঁরা উঠে দাঁড়ান। বীথি ফেরে, হাতে একটা পার্সেল। একটা চিঠি]

আরে ধ্যাৎ, দেখোতো কী রকম ঘাবড়ে দেয়। চিঠিটা বোধ হয় আগেই পোস্ট করেছিল। যেদিন নিজে এসে পৌঁছচ্ছে সেদিন চিঠি এসে হাজির। পোস্ট অফিস্ গুলো এমন বোকামী করে! মা, এই দেখো তোমার কি পার্শেল।

[বাদল ও গোকুল নিজের নিজের জায়গায় ব'সে পড়ে। বাবাও বসেন। মা মধ্যবর্তী দরজায় দাঁড়ান। বীথি মার হাতে পার্সেলটা দিয়ে ডানদিকের খাটে ব'সে চিঠি খুলে পড়তে শুরু করে]

কৃষ্ণা॥ সয়েদ ও কাশ্মীরী শাল। হামার প্যাকেটটা ভি আজ ফকীরের ডাকে এসেছে।

মা॥ ওমা, আমার নামে আবার কাশ্মীরী শাল এলো কোত্থেকে ?

কৃষ্ণা॥ কেনো মা, সেই আগেরবার—সেই যে কাগজে লিখেছিল 'সস্তামে কাশ্মীরী শাল। ঘোরে পাঠাবার বন্দোবস্ত্‌ ভি আছে।' আপনি বোললেন তো বাদল ইয়ানে ননীয়ার বাপ দু'জায়গায় একখানা ক'রে লিখে টাকাভি পাঠিয়ে দিল।

মা॥ সেই যা বলেছিলুম, বলেছিলুম। আমি বাপু পরের দেওয়া জিনিস নেবো না।

কৃষ্ণা॥ আপ এ্যায়সা বোলা, মা ? কেয়া হাম আপকো কোই নহী ?

মা॥ আমি নেবো না ব্যস্‌। কথা বাড়িয়ো না।....কী হলো কিরে তোর ? কে চিঠি লিখেছে ? চিন্ময় ?

বীথি॥ দাদা।

[বাদল উঠে বীথির চিঠিটা নিয়ে ঠিকানাটা দেখে বলে]

বাদল॥ এতো তোর চিঠি।

বীথি॥ তুমি পড়।

বাদল॥ এঁ্যা। (চিঠি নিয়ে ফিরে এসে ডানদিকের খাটে বসে)

মা॥ কী লিখেছে ?

বাদল॥ (পড়তে থাকে) বীথি, আমি পারলাম না। আজ তোমার কাছে কিছু গোপন করবো না। তোমাকে সত্য বলব। যে নতুন জীবন তোমাকে উপহার দেবো কথা দিয়েছিলাম, তা আমার কাছে হাস্যকর রকমের ব্যর্থ আর রোম্যান্টিক ঠেকছে।

যদি আমি স্বাস্থ্যকর মনের অধিকারী হতে পারতুম, তাহলে হয়তো সবই ঠিক হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু আন্দাজ করতেই পারো আমার মত ইনটেলেক্‌চুয়াল্‌দের অধিকাংশই সঙ্কীর্ণ, জড়গ্রস্থ, নিউরোটিক। এতো আমার কথা নয়। এ তো আমার সম্পর্কে তোমারও দীর্ঘ দিনের অভিযোগ। নতুন পৃথিবী আমরা গ'ড়ে তুলতে পারবো না। ভেবো না, তোমার বিরুদ্ধে আমার বিন্দুমাত্রও অনুযোগ আছে। তোমাকে এতকাল ধ'রে যা যা বলেছি, তার অধিকাংশই যে তুমি মেনে নিতে পারনি, এজন্যে তোমাকে দোষারোপ করছি একথা কল্পনাও করো না। আজ শুধু দায়ী করতে পারি নিজেকে, কেবল নিজেকে। আমি তোমাকে অন্যায়ভাবে মিথ্যা উৎসাহে উদ্দীপ্ত করতে চেয়েছি। আজ প্রায় পনের দিন হলো তুমি আমার কাছে নেই। এই অদর্শন আমার মধ্যের কাপুরুষটাকে হঠাৎই আমার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল। আজ বেদনার মধ্য দিয়ে বুঝতে পারছি, আমি আমার বিগত দিনের সমস্ত আইডিয়া-র ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আছি। এর উপর তৈরী কোন লোহার বাসরঘরও আমাদের বাঁচাতে পারবে না। তাই—

বীথি ॥ লক্ষ্মীটি দাদা, আর পড়ো না।

মা ॥ ও, তার মানে আসল কথা হ'ল, ও এত দিন ধ'রে তোকে ঘোরালো ?

বাবা ॥ শেষটা কী লিখেছে, কী ?

মা। তার মানে বিদেশে একা পেয়েছে, কিছু দিন নাচিয়ে নিল তোকে।

বাবা ॥ (মধ্যবর্তী দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলেন) কী লিখেছে কী ? শেষে কী লিখেছে ?

বীথি ॥ আজকে আসবে না।

বাবা ॥ কবে আসবে রে তবে ?

বীথি ॥ কী জানি।

বাবা ॥ একেবারেই আসবেনা লিখেছে ?

বীথি ॥ হ্যাঁ।

[বাবা নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে ব'সে পড়েন। অলকা বীথির কাছে গিয়ে বলে —]

অলকা ॥ তুই কি এবার আসবার সময় বুঝতে পারিস নি ও আসবে না ?

মা ॥ আসবে কেন ? কি দেখে আসবে ? নিজেদের রাজা বাদশা ভেবে নিলেই তো হ'ল না।

অলকা ॥ চুপ করো মা, এখন একটু চুপ করো।

[খাটে ব'সে চাপা কান্না কাঁদতে থাকে]

মা ॥ আমি চুপ করলেই কী, আর চেঁচালেই কী ? যা হবার এই তো হোল।

কৃষ্ণা ॥ (বীথির কাছে গিয়ে) আসবার আগে ঝগড়া ঝঞ্চাট হয়েছিল কি ঠাকুরঝি ?

বীথি ॥ না। কিন্তু এমনিতেও আমার ওর সঙ্গে কোনদিন কোন মিল ছিল না। ও আমাকে টাইপ শিখতে বলেছিল। যেই একটা দুটো ভুল হলো, আমি শেখা ছেড়ে দিলুম। কোন কাজ করতে গিয়ে একটু ভুল হ'লেই আমার খারাপ লাগতো। আমি

তখন আর ওর কথা কিছুতেই মানতে চাইতুম না।

মা ॥ তো এইসব কথা আমাদের আগে বলতে কী হয়েছিল ? এ্যাদ্দিন ধ'রে এমন সব কথা বলছিলি যেন ও তোকে ছাড়া আর কাউকে চেনেই না।

বীথি ॥ ও বলতো, চারপাশে যা দেখো তাই আঁকো। গোড়া থেকেই অ্যাবস্ট্রাক্ট পেন্টিং ধরো না। আমি শুনিনি।

মা ॥ তাহলে তোদের মিলটা ছিল কোথায় ? শুধু কথায় ?

অলকা ॥ আঃ মা, তুমি একটু চুপ করো দিকি।

বীথি ॥ ও যেসব বই আমাকে পড়তে দিয়েছে তার বেশীর ভাগই আমি পাতা উলটেই দেখিনি।

বাদল ॥ কিন্তু কথাবার্তাও তো বলেছিস অনেকদিন। তাতেও কি তোকে-ও কিছুই বুঝতে পারে নি ?

বীথি ॥ আমি কথা কোথায় বলেছি ? ওতো আমাকে চিরকাল কথা বলতে বলেছে। আমি তো কিছু বলিনি।

কৃষ্ণা ॥ মগর্ উনি তো বোলতেন। উয়ো সব শুনে তুমি নিজে সমঝতে পারো নি ?

বীথি ॥ না, আমি প্রায় কিছুই বুঝতে পারিনি। এই চিঠিটাও আমি প্রায় কিছুই বুঝতে পারছি না।

[পেছনের ঘর থেকে বাবার চাপা ফোঁপানো কান্নার শব্দ ভেসে আসে। কৃষ্ণা এবং বাদল বাবার কাছে যায়, হাওয়া করে।]

মা ॥ তাহলেই বোঝ, একে কে বাঁচাবে।

বীথি ॥ না, আমি নিজেই বোধ হয় বাঁচতে চাইনি। একদিন ও

আমার দিকে ভয় পেয়ে কেমন ক'রে তাকিয়ে বলেছিলো, তোমার সঙ্গে আমার তিনবছরের আলাপ, অথচ আজও বুঝলে না, আমি কে, আমি কী বলতে চাই ? তুমি কি কিছু বুঝতে চাও না ?

মা ॥ বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গেলে এমনি হয়।

বীথি ॥ তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো মা ? যার সঙ্গে আমার তিন বছরের আলাপ ছিল সে আজকে চিরদিনের জন্যে সম্পর্ক ভেঙ্গে ফেলতে চাইছে—এই কথা শুনে তুমি বলছো আমি বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে গিয়েছিলুম ? তোমরা কেউ এটার ওপর একটা কথাও বলতে পারছো না ? তোমরাও তো সবাই এতকাল বলেছ, আমাকে কত ভালোবাস। আজ তোমরা কেউ কিছু বলতে পারছো না ? একটা কথাও না ?

গোকুল ॥ তা কী করবো আমরা, বল আমাদের ?

মা ॥ করবে আবার কী ? সারা সকাল বিকেল ধ'রে খাবার বানিয়েছি, ঐগুলো উদ্ধার কর।

অলকা ॥ তুমি কী মা ? ও বেচারা এখানে ব'সে ব'সে কাঁদবে, আর আমরা সবাই ওরই পয়সায় পেট পুরে খাবো, না ? তোমার কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, সত্যি।

[কাঁদতে কাঁদতে পেছনের ঘরের টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে চাপা কান্না কাঁদতেই থাকে]

মা ॥ না, আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকবে কেন ? যত কাণ্ডজ্ঞান আছে তোদের। সকাল দুপুর হেঁসেল ঠেলে মরলুম, তখন তোরা ছিলি সঙ্গে ? ঐ ছেলেটা যদি ওকে বিয়ে করতো, তাহলে তোদের চেয়ে আমার আনন্দটা কিছু কম হতো ? ঘরগুষ্টি এসে

ব'সে রইলো ওর রেয়াৎ করবে ব'লে, আর ও যে এলো না, এতে আমার খুব সুখ হচ্ছে না? সব বুঝিস তোরা।

বীথি ॥ মা, তোমাকে কী যে বলবো। তিন তিনটে বছর ধ'রে আমি যা ভাবলুম, যা করলুম সব ভেঙ্গে গেল। সব আমার নিজের দোষে—আর তুমি মা হয়ে এ পর্যন্ত একটা ভালো কথা বলতে পারলে না আমাকে। উঃ আমি কী বলবো, তোমাকে আমার ঘেন্না হচ্ছে।

মা ॥ কী, কী বললি তুই? আমাকে তোর ঘেন্না হচ্ছে?

[মা বীথিকে প্রচণ্ড চড় মারেন। গোকুল উঠে দাঁড়ায়। পেছনের ঘরের সবাই মধ্যবর্তী দরজার কাছে ছুটে আসে. বাবা দরজার ফ্রেমে দাঁড়ান]

বাবা ॥ ওকি, কী হলো কী? তোমাদের সব মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

মা ॥ (বাঁদিকের খাটে ব'সে বলেন) হ্যাঁ, তাতো বটেই। মাথা তো আমারই খারাপ। ব'সে ব'সে শুনলে না? আমারই পেটের মেয়ে আমাকে বড় গলা ক'রে বলছে কিনা, 'তোমাকে আমার ঘেন্না হচ্ছে।' প্রত্যেকবার বাড়ীতে ফিরবে আর প্রত্যেকবার আমাকে শোনাবে আমি এটা জানিনা, সেটা করি না আমারও সহ্যের একটা সীমা আছে, বুঝলে?

[বীথি উঠে বাবার বুকে মাথা গুঁজে কাঁদতে থাকে, একটু পরে বাবা কলঘরের দিকে যান। বীথি দাঁড়িয়েই থাকে।]

বাইরে গিয়ে যত বড় বড় কথা শিখেছে। সব কাজে আমার দোষ দেয়! আর ও নিজে কী? ঐতো, ঐ যে, এই

চিঠিটাতে কেমন থাপ্পড় মেরেছে দু'গালে। **নিজের** একেবারে গুণের পারাবার নেই ... কী এখন বুঝতে পার**ছিস?** সব সময় যে আমাকে বড় মুখ ক'রে বলতিস 'তুমি কিছু বোঝ **না,** তুমি কিছু বোঝ না', এতো আসলে শোনা কথা বলতিস। তুই আমার কাছে খুব লেকচার দিস, 'বড় ক'রে বাঁচো, ভালো ক'রে বাঁচো।' ওসব তো তোর শোনা কথা। মনে করেছে মেয়ে লেখাপড়া শিখে রোজগার করলে মা-বাপের শান্তি হবে। তুই নিজে কোনদিন জিজ্ঞেস করেছিস, 'মা, আমি যে চাকরী করি, তোমার ভাল লাগে?' এতগুলো ছেলেমেয়ের জন্মো দিয়েছি সবগুলো নিমকহারাম' কেউ তাকিয়ে দেখে মায়ের দিকে? আমরা আর ছেলেমানুষ ছিলুম না? আমাদের আর ভাল ক'রে বাঁচবার সাধ ছিল না আমার যদি কোন ঠাঁই থাকতো তাহলে ভেবেছিস তোদের এই সংসারে থুথু ফেলতেওআসতুম? আমাকে তো তুই মানুষই মনে করিস্ না। আবার বলতে আসিস, 'তুমি মা হয়ে এ পর্যন্ত একটা ভালো কথা বলতে পারলে না আমাকে।' তোদের দিকে তাকালে আমার ভালো কথা আসে না, **বুঝলি,** ভালো কথা আমি বলতে পারব না।

বীথি ॥ (মধ্যবর্তী দরজায় দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ, জানি মা।

মা ॥ সারা সকাল দুপুর খেটে মরলুম তাতে হলো না। ঘরগুষ্টি এসে ব'সে রইলো, তাতে হলো না। ঢং।

[গোকুল উঠে পিছনের ঘরের খাটে বাদলের পাশে গিয়ে বসে]

বীথি ॥ থামো মা, চুপ করো! ওসব ব'লে আর কী হবে?

মা ॥ এখন তোর নিজের মুখে কথা জোগাচ্ছে না, তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিস্। কই এতো তো কথা শিখে এসেছিলি, কোন কথা খাটলো? হাজার দিন ক'রে নাকি বলেছে 'কথা বল, কথা বল।' তো—কথা বল এবার। কী লিখেছে চিঠিতে? কই, দেখি বুঝিয়ে বল দেখি সবাইকে।

[উঠে পেছনের ঘরের মিট-সেফের সামনে দাঁড়ান। কৃষ্ণার ইঙ্গিতে বাদল কলঘরের দিকে যেতে থাকে]

বীথি ॥ কী বুঝিয়ে বলব মা। আমিও তো ঐ এতটুকুই বুঝেছি। কিচ্ছু পারলাম না। কিচ্ছু না। আমিও তো তোমাদের মতই, তোমাদের কথা আলাদা কিসে বলো। ঠিক এমনি জেদী, ঠিক এমনি শেকড়ছাড়া গাছের মত, কাগজের ফুলের মত।

বাদল ॥ কী, কিসের মত? [প্রশ্ন ক'রে উত্তরের অপেক্ষায় না থেকেই কলঘরে চ'লে যায়, সঙ্গে কৃষ্ণাও যায়]

বীথি ॥ কাগজের ফুল। এতদিন ধ'রে দুনিয়ার এত মানুষ যে ভাবলো, কী ক'রে দুনিয়া সুন্দর হবে, তারা তো আমাদের কথাও ভেবেছিলো, কিন্তু আমরা তার মূল্য দিয়েছি?

গোকুল ॥ তা চিঠির ব্যাপারে এসব কথা এলো কোত্থেকে? কী লিখেছে আমাদের বুঝিয়ে বল।

বীথি ॥ তাহলে আমি বুঝিয়ে বলি শোন, চিন্ময় আমাকে যেমন করে বুঝিয়ে বলত, আমিও তোমাদের বুঝিয়ে বলি। আমি শোনার ভান করতুম। তোমরা ভান কোরো না। শোনো, দুনিয়া তো হাজার বছর বাঁচলো। আমরা তো কোনদিনও জিজ্ঞেস করলুম না, আমরা কারা? কোত্থেকে এলুম? আমরা এই বিরাট

ইতিহাসের মাঠে কাটা শুকনো ডাল কতকগুলো। আমাদের কোন পরিচয় নেই। আমরা কাগজের ফুল।

কৃষ্ণা॥ (কলঘর থেকে এসে খাট থেকে গামছা নিয়ে আবার ঐদিকে যেতে যেতে বলে—) ইয়ে সব মত্ শোচো, ইস্‌সে দুখ্‌হি বড়তে যায়গী।

বীথি॥ বৌদি, আমি যেমন ওর কথা কিচ্ছু বুঝতুম না, তোমরা তেমনি আমার কথা বুঝতে পারছো না। আমি আবারও তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। চিন্ময় একদিন কী বলছিলো জানো। জীবনকে কিছু না দিলে জীবন কিছু দেবে না। তুমি নিজে না খাটলে, নিজে না বাঁচলে, নিজে না পড়লে, না জিজ্ঞেস করলে, না তর্ক করলে কোন গভর্মেণ্ট তোমাকে কিছু দেবে না। কোন পার্টি না, কোন বই না কোন মিউজিক না, কিচ্ছু না।

গোকুল॥ তার মানে তোমার এই চিন্ময়ের মতে আমাদের মত লোকদের কোন দাম নেই যত দাম আছে ঐ বাড়ী-গাড়ী-ওয়ালা লোকদের? এই নাকি শুনছিলুম ও নাকি আবার কমিউনিস্ট? (পাশে প'ড়ে থাকা উল্টোরথে মন দেয়)

মা॥ ভালোই হয়েছে আসেনি। আমরা ওর জন্যে খেটে মরতুম, ও কোন রকমে মুখ টিপে আমাদের সহ্য ক'রে যেতো, এ হেনস্থা থেকে তো বেঁচেছি।

[বাদল কলঘর থেকে এবারে এসে গোকুলের পাশে বসে]

বীথি॥ না, মা। ওকে ভুল বুঝো না। ও আমাদেরই দলে। ও প্রায়ই বলে, রইস লোকেরা, নেতারা, খবরের কাগজের লোকেরা আজকাল ফলাও ক'রে বলে, 'মজদুরেরাই তো সোসাইটির সব-

চেয়ে ইম্পরট্যাণ্ট পার্টি, একথা শুনলে আমার হাসি পায়. ইস্‌সে জ্যায়দা অফসানা অওর ক্যায়া হো সক্‌তা ? বাঁচলেই কিছু ইম্পরট্যাণ্ট হওয়া যায় না। এর জন্যে চেষ্টা লাগে। মজদুরেরাই যদি সোসাইটিতে সব চেয়ে বড় ইম্পরট্যাণ্ট হবে তাহলে কোন সাহিত্যিক কেন ওদের জন্যে বই লেখেন না? কোন আর্টিস্ট কেন ওদের জন্যে ছবি আঁকেন না। কেউ ওদের জন্যে গান লেখেন না. ওদের কথা ভেবে সুর দেন না। দেশে যাঁরা গুনী, তাঁরা সবাই ঠিক ক'রে নিয়েছেন. ওদের কাছে পৌঁছতে হ'লে তো ওদের মত হতে হবে। আমরা নিজেদেরকে অত খাটো করতে পারবো না। তাই আমাদের দেশ সোসাইটির সবচেয়ে ইম্পরট্যাণ্ট লোকেদের স্বচ্ছন্দে দিয়ে চললো হালকা চটকদারী আধুনিক গান, সহজ হাল্‌কা উপন্যাস আর ডিটেকটিভ বই, কুৎসিৎ নোংরা জঘন্য সিনেমা দেশের প্রত্যেকটা হাউসে মেয়েদের মুখ এঁকে বিজ্ঞাপনে আমাদের চারপাশ ভরিয়ে দিল, রোববারের কাগজে হাল্‌কা গল্প আর ছবি এঁকে এঁকে সহজ ক'রে বোঝানো হাজার বছরের পচা পুরোনো নীতিবাক্য, এর কোনটা বুঝতে আমাদের চেষ্টা লাগে না, বুদ্ধি লাগে না, শুধু শুনলেই হয়, দেখলেই হয়—এতো সোজা। যদি এমন কথা চাও, যাতে যুক্তাক্ষর নেই, যা একেবারে বুদ্ধিহীন শিশুও বুঝতে পারে, তুমি চাও ওরা দেবে।

[বীথি সামনের ঘরের মাঝখানে চ'লে আসে। গোকুল-বাদল, মা-বাবা, অলকা-কৃষ্ণা—জোড়ায় জোড়ায় শুরু করে বকবকানি, গুণগুণানি, প্যান-প্যানানি, অর্থহীন 'কথার কথা।]

এমন কিছু বই যা পড়লে ভাবতে হবে না—ওরা দেবে। এমন কিছু সিনেমা—যা দেখে শুধু সময় কাটে, তোমাকে একটুও ভাবায় না—ওরা দেবে। এমন গান, যা আমাদের বড় করে না। ভেতরে শুধু জন্তু আনন্দ জাগায়—তুমি চাও ওরা দেবে। আমরা যে আর কিছু চাই না। কোনও মহৎ কিছু কোনও বড় কিছু।

[ওদের গণ্ডগোল উচ্চগ্রাম থেকে হঠাৎ থেমে যায়, বীথি আত্মোপলব্ধিতে উদ্ভাসিত। আঃ, ওদের গণ্ডগোল আবার শুরু হয়েছে এবং উচ্চতর গ্রামে উঠছেই]

কী আশ্চয। আমি এসব কী বলছি. একি আমি নিজে বলছি। এতক্ষণ ধ'রে আমি কী বলছিলুম, তোমরা শুনছিলে ? কী আশ্চর্য এর একটা কথাও চিন্ময়ের কথা নয়। সব আমার নিজের কথা। আমার নিজের বোধের কথা। (পিছনের ঘরে তাকিয়ে সকলকে জিজ্ঞাসা করে) তোমরা কেউ আমার কথা শোন নি, না ?

[ছুটে চ'লে যায় একেবারে সামনের ঘরের ডানদিকের ফাঁকা জায়গাটুকুতে কাঠের পিলারে হেলান দিয়ে কোন দূরকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে—]

চিন্ময় আমি একা। দেখো, আমি একা দাঁড়িয়ে আছি, তুমি এতকাল আমাকে যে রকমটি দেখতে চেয়েছো, আমি তাই হয়ে গেছি। আমাকে বিশ্বাস কর চিন্ময়, এইতো আমি একাই পারছি। আমি একা—একদম একা

[বীথি স্তব্ধ, কিন্তু মুখে তার কি আত্মস্থতা !—কি আত্মোপলব্ধি ! পিছনের ঘরে যৌথ বাক্‌সর্বস্ব অর্থহীনতা প্রচণ্ড সোচ্চার হয়ে উঠেছে এমন সময় পর্দা।]

নান্দীকার

প্রযোজিত

তিন পয়সার পালা

জার্মাণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদ ঃ

থ্রি পেনি অপেরা

নাট্যকার ঃ বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট্

রূপান্তর ঃ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

যতীন্দ্রনাথ	ধনী ভিক্ষুক ব্যবসায়ী	অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়
মালতীমালা	ঐ স্ত্রী	লতিকা বসু
পারুলবালা	ঐ কন্যা	কেয়া চক্রবর্তী
পটলবিহারী	নবাগত ভিক্ষুক	শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১ম ভিক্ষুক		পল্লব মুখোপাধ্যায়
২য় "		সুবীর দত্ত
৩য় "		কালিকা শেঠ
৪র্থ "		অলক ভট্টাচার্য
৫ম "	ও পরিচয়পত্র বাহক	রণজিৎ চক্রবর্তী
বটকৃষ্ণ সরকার	পুলিশের প্রধান কর্তা	রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত
সুখেন সেন	ঐ সহকারী	অমলেন্দু চক্রবর্তী
প্রীতিলতা ওরফে লতু	ঐ কন্যা	সীমন্তিনী দাস
১ম পুলিস		তপন মুখোপাধ্যায়
২য় "		ভাস্কর ঘোষ

৩য় পুলিশ		সমীর চক্রবর্তী
৪র্থ ,,		দীপঙ্কর সেন
৫ম ,,		স্বস্তি গঙ্গোপাধ্যায়
জোছ্‌না	পতিতা	মঞ্জু ভট্টাচার্য
ঝিউড়ি	,,	বীণা মুখোপাধ্যায়
আন্নাকালী	,,	মঞ্জু ব্রহ্মচারী
ছোট ময়না	,,	কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মতীন্দ্র	দস্যু সর্দার	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
মোথ রো	দস্যু	পশুপতি বসু
জটাই	,,	রাধারমণ তপাদার
গেড়ে	,,	রণজিত ঘোষ
ঘনা	,,	সুমৌলীন্দ্র আচার্য
ফট্‌কে	,,	জয় সেনগুপ্ত
হরে	,,	পরিমল মুখোপাধ্যায়
পাগলা	,,	রবীন চক্রবর্তী
রমেশ সাংখ্যতীর্থ	পুরোহিত	অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়
উমেশ সাংখ্যতীর্থ	ঐ ভ্রাতা	ঐ
স্মিথ সাহেব	জেলের কর্তা	দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়

মঞ্চ : রাধারমণ তপাদার

আলো : স্বরূপ মুখোপাধ্যায়

গীত রচনা ও নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম দৃশ্য

থার্ড বেলের সঙ্গে সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার হয়। ড্রপ ওঠে। গায়কদলের ওপর সামনে থেকে আলো পড়ে। মাঝখানে জ্যাকেটে মেডেল-লাগানো, গলায় ফুলের মালা, মূল গায়েন: একদিকে ঢোল, অন্যদিকে কাঁসি; যে-সব অভিনেতারা অভিনয় করবেন তাঁদেরই মধ্যে কেউ কেউ এতে অংশ নিতে পারেন। তাঁরা যে-পোশাক পরে অভিনয় করবেন তার ওপরেই গেরুয়া চাদর, নামাবলী অথবা রঙিন শাড়ি জড়িয়ে নেবেন: ঐসব কাপড়ের লুঙ্গিও পরতে পারেন, মাথায় পাগড়িও বাঁধতে পারেন। একজনের দাড়ি বাঁধা। মাথায় পরচুলো নেই; একজনের ধবধপে পরচুলের থাক দিয়ে নিজস্ব কালো চুল বেরিয়ে আছে একজনের চোখে গোঁফ, নাক ও চশমাওলা খেলনা। একজনের পরণে তৎকালীন চশমা। একজনের হাতে একটি পোস্টারে লেখা:

কলিকাতা ইং ১৮৭৬ খ্রীঃ

আরেকজনের হাতে আরেকটি পোস্টারে মহীন্দ্রনাথের নগ্ন উর্দ্ধাঙ্গের উন্নতবক্ষ ছবি। তাতে লেখা:

নায়ক মহীন্দ্রের গুণকীর্তন

চেষ্টা করলে হাঙ্গরেরও দাঁত দেখতে পাবে,
কিন্তু যখন মহীনবাবুর ছুরিটা চমকাবে
তখন দেখতে পাবে না, পাবে না!

হাঙ্গরেরা ধরলে শিকার কড়মড়িয়ে খায়,
মহীনবাবুর কারবারটার শব্দ কি কেউ পায় –
কেউ শুনতে পাবে না, পাবে না।
দিনদুপুরে পথে ঘাটে পড়ে মানুষের লাস,
খুনীর নাম কেই বা করে, বাস্‌রে, ওরে বাস্‌!
কেউ নাম তো করে না, করে না!
('বিশ্বাস করুন, আমিও জানি না')
এই তো সেদিন থানার কাছে মরল দুটো লোক,
দেখল সবাই, দারোগাবাবু করল বিষম শোক ;
কারো বাক্যি সরে না, সরে না।
ঘোষ সাহেবের বসুমশাইয়ের ছেলে নিরুদ্দেশ,
টাকা দিলে ছাড়া পাবে, এই আছে আদেশ
কার আদেশ জানেন না, জানেন না।
বস্তিপাড়ার মতিবাবু চিৎপাত ফুটপাথে,
বুকে সমূল ছুরি বিঁধে আছে যে তাঁর সাথে,
ছুরি কার তা জানেন না, জানেন না।
[যতীন্দ্রনাথ পাল স্ত্রী কন্যাসহ মঞ্চ পার হয়ে গেলেন]
রহিম কোচোয়ানের ছেলে কাঁদছে দুমাস ধরে,
গলায় নখের দাগ নিয়ে তার বাপটা গেল মরে,
আর তো ফিরে পাবে না, পাবে না।
গতমাসে একটা মেয়ের সতীত্বনাশ করে,
লোকটা শুনি স্বচ্ছন্দেই হেঁটে চলে ফেরে,
কেউ তো ধরিয়ে দেবে না, দেবে না।

হঠাৎ বাইরে একটা পটকা ফাটার শব্দ শোনা যায়। গায়করা থেমে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকায়। পর্দার পেছনে অনেকগুলি মেয়ের খিলখিল হাসি শোনা যায়। ভয় পেয়ে গায়ক বাজিয়ের দল পর্দা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। একটি তীব্র শিস ভেসে আসে। খুব সুন্দর পোশাক পরা মহীন্দ্রনাথ ডুলকি চালে মঞ্চ পার হতে থাকে। পর্দার ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না বেরিয়ে আসে। তার মুখে গায়কদের মুখে যে-আলোটি পড়েছিল সেটি পড়ে। চোখ তার ছলছল করছে। জ্যোৎস্না ডাকল :

জ্যোৎস্না ॥ শুনচ? ও মহীন! অই, শুনচ? ছ্যাকো, মিনসে গোমড়ামুকে চলে গেল।

নেপথ্যে মেয়ের গলা ॥ ও জোছনা, আয়লো!

জ্যোৎস্না ॥ যা—ই। [দাঁড়িয়েই ছিলো। 'যাই' টানের সঙ্গে সঙ্গে একই টানে তার ছলছল মুখের ওপর থেকে আলো নিভে গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য
যতীন্দ্রনাথকে চিনুন

দৃশ্যপরিচয় : ভিক্ষুকাশ্রম

যতীন্দ্রনাথ ॥ [দর্শকদের প্রতি] একটা নতুন কিছু দরকার, বুইলেন? এই, মানুষের মনের কথা বলছি। ধরুন, মানুষের মন তো দিন দিন কঠিন হইয়ে যাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে ধরুন, আমাদের সম্মিলিত সংগ্রামের প্রয়োজন। তা ধরুন, যদি এই সম্মিলিত

সংগ্রাম না হয়, তবে, যাকে বলে, একক সংগ্রাম কইরতে হবে। এই যে-কারণে ধরুন আমার এই কেন্দ্রটি। আশ্রম। এ বড় কঠিন আশ্রম। কঠিন মানে নরম আর কি। হেঁঃ হেঁঃ মানুষের মন বড়ই কঠিন। তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম কইরবার জন্যে যে কেন্দ্র, সে কেন্দ্রের কঠিন না হইয়ে উপায় কী। আমার এই কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে হল্য মানুষের মনের অন্তঃস্থল থেকে দুঃখকে টেনে উথলে বের করে আনা। মানে যারে বলে, কড়াইয়ে ফুটন্ত দুধ যেমন উথলে ওঠে, তেমনি করে মানুষের মনোরূপ কড়াইয়ে দুঃখরূপ দুধকে বক্তৃতারূপ আগুনে জ্বাল দিয়ে উথলে দিতে হবে। হেঁঃ হেঁঃ, কিন্তু মানুষের মতো হারামজাদা দুনিয়ায় নেই। একদিন যে জিনিস দেখে মানুষের দুঃখু হয়, দিনকয়েক দেখতে দেখতে মানুষের হ্যাবিটে প্যাকটিশ হয়ে যায়। তখন আর দুঃখু হয় না। কখন যে তখন মানুষের মনোরূপ হাঁড়ির দুঃখুরূপ ফুটোতে প্যাকটিশরূপ সিমিট গুঁজে দিচ্চে তার ঠিক নেই। যেমন ধরুন, এই যে 'অর্থ ই অনর্থ' কিংবা ধরুন 'সংসার মায়া' এই ভালো ভালো কথার ক্ষেত্রেও তাই। জন্মে ইস্তক সবাই শুনছে, সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা কথা বলিওনা, চুরি করা মহাপাপ, মা-বাপকে ভক্তি করিবে, জননী জন্মভূমিশ্চ পিতা স্বর্গ এই সব ভালোভালো কথা শুনতে শুনতে ঐ যে বললুম, হ্যাবিটে প্যাকটিশ হয়ে গেছে। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, কমাগত ব্যবহারে ব্যবহারে যেমন অষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যায় তেমনি কমাগত শুনতে শুনতে এসব ভালো কথার গুণ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

এদান্তি বড়জোর ঐ দু-একটা ভালো কথার কিছু দ্রব্যগুণ আছে। বুইঝলেন, তা এমন নয় এই এখুনি কিছু ভালো কথার মড়ক লেগেছে। এ ধরুন চিরকালের ব্যাপার। অবস্থা বিশেষে কখনও কখনও দুএকটা ভালো কথার খুব চল হয়। যেমন ধরুন, এই কিছুদিন আগে একটা কথার বড় চল হয়েছিল : 'দেশের জন্যে প্রাণ দাও'। আর একটা হয়েছিল 'গুজব ছড়াবেন না'। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে একটা ভালো কথা বেশিদিন চলে না। কিছুদিন পরেই আর কেউ দেশের জন্যে প্রাণ দেয় না। কিছুদিন পরে সবাই গুজব ছড়াতে লেগে যায়। তারপর যেই বললেন দেশের জন্যে প্রাণ দাও অমনি সব দাঁত বের করে হাসে। এই তখন আর একটা নতুন ভালো কথা খুঁজতে হয়। বুইলেন, এই হচ্ছে যাকে বলে, 'সফলতার মূলধন'। কে ?

[ছেঁড়া ফরসা কাচা জামা, সাবানে কাচা ধুতি, খালি পা, চুল উস্কোখুস্কো, অল্প দাড়ি, পকেটে টাকা। অবস্থা বিপর্যস্ত একটি যুবক সামনে এসে দাঁড়ায়। তার নাম গোপাল]

গোপাল ॥ নমস্কার কর্তা মশাই।

যতীন্দ্র ॥ হুঁ।

গোপাল ॥ আজ্ঞে আপনিই তো পাল মশাই ?

যতীন্দ্র ॥ হুঁ, কী চাই ?

গোপাল ॥ তা'লে আপনিই এই আশ্রমের পালকপিতা পালমহাশয় ? তারপর যেন কী ? (বিড়বিড় করে মনে করার চেষ্টা করে) মহানুভব মতো........না না, আপনার মতো মহানুভব—

যতীন্দ্র ॥—ভব।

গোপাল ॥ আজ্ঞে হাঁ।

যতীন্দ্র ॥ নাম ?

গোপাল ॥ আজ্ঞে আমার ?

যতীন্দ্র ॥ (ঘাড় নেড়ে গম্ভীর হয়ে) হ্যাঁ।

গোপাল ॥ (কাঁদো কাঁদো হয়ে) আজ্ঞে ছোটবেলায় আমার বাবা মরে যায়। মা ঝিগিরি করে আমাদের দু'ভাই বোনকে মানুষ করেচে। আজ একমাস যাবৎ তার বিসূচিকা।

যতীন্দ্র ॥ ভগ্নীটিও মরণাপন্ন ?

গোপাল ॥ (ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ, মরণাপন্ন।

যতীন্দ্র ॥ সন্তান সম্ভবা ? তার স্বামী····

গোপাল ॥ দুই বৎসর যাবৎ বেকার বসে আছে।

যতীন্দ্র ॥ আগে ডুমতলায় দোলগোবিন্দবাবুর গদীতে মুহুরি ছিল ········কদ্দিন এই লাইন ধরেচো ?

গোপাল ॥ আজ্ঞে ?

যতীন্দ্র ॥ এই পুরো বুলিটি মুখস্ত করে কদ্দিনব্যাপী বাজারে ছাড়চো ?

গোপাল ॥ আজ্ঞে তা ধরুন বছরদুয়েক হবে। তা গতকাল চাঁদনী চকের মোড়ে একবাবুর ফেটিঙের সামনে ডাঁড়িয়ে এই কতা বলে বাবুরে যখন প্রায় পটিয়ে এনেচি, এমন সময় আপনার এই পালনকেন্দ্রের—

যতীন্দ্র ॥ চাঁদনীচক, গতকাল········বেলা এগারোটা বেজে পোয়া ঘণ্টা····? ও, তুমিই ? তোমারি সঙ্গে আমার আশ্রমের হরে আর নটুর তক্কবেতক্ক হয়েছে ? তুমি ওদের বুঝিয়েচ যে········ হারামজাদা শূয়র····এর পরে কোনদিন ঐ এলাকায় তোমায়

ভিক্ষে করতে দেখলে মেরে যদি তোমার পিঠের ছাল খুলে না নিই তো আমার নাম যতীন পাল না। চাঁদনী চকে ভিক্ষে করো, শূয়র! ওকি তোমার বাপের এলাকা?

গোপাল॥ আপনি আমার বাপ হন পালমশাই। আমারে বাঁচান, আমি জানি চাঁদনী চকে আপনার লাইসেন ছাড়া ভিক্ষে করা বে-আইনী।

যতীন্দ্র॥ তা জেনেশুনে করেছিলে কেন, শুনি?

গোপাল॥ আজ্ঞে আগে চাঁদপাল ঘাট এলাকায় ছিলুম, সেখানে বড়ো হাঙ্গামা হতে নাগলো, রেগেমেগে ভাবলুম........

যতীন্দ্র॥ বইস।

গোপাল॥ আইজ্ঞে!

যতীন্দ্র॥ এহানে থাপ্পা দিয়ে বইসে পড়। এই হল মহারাণীর কলিকাতা শহর একত্রিশটি থানায় বিভক্ত। আমার হল নয় নম্বর থেকে একুশ নম্বর পর্যন্ত। চীনাবাজার, চাঁদনীচক, তুলবাজার, গোমোপুকুর, চকডাঙ্গা, শিমলেবাজার, লালঞ্চবাজার, মুলঙ্গাপুতুল ডাঙ্গা, কোবর ডিঙ্গা, বৈঠকখানা, শ্যামপুকুর, শ্যামবাজার, পদ্মপুকুর এই এলাকার মধ্যে যে ভিক্ষে করতে চাইবে—সে যদি রাণীর বেটা যোবরাজও হয় তো তাকে এই যতীন পালের পালনকেন্দ্র থেকে লাইসেন নিতে হবে। (এগোতে এগোতে) নইলে ঐ 'আপনার মতো মহানুভব' বললে লাথি মেরে তাড়াব। (দর্শকদের) দেখেছেন লাইসেন ছাড়াই এর বাপ মরেচে, মা ঝিগিরি করেছে, মার বিসূচিকা হচ্চে, ভগিনীর সন্তান হচ্চে! মগের মুল্লুক!

গোপাল ॥ লাইসেন-ফি কত দিতে হবে।

যতীন ॥ অডিনারি না পেশাল ?

গোপাল ॥ পেশালে কত, আর অডিনারিতে কত ?

যতীন ॥ পেশাল তিনটাকা, অডিনারি একটাকা।

গোপাল ॥ বাবা। একটা টাকা, তিন সিকে হয় না।

যতীন ॥ তিন সিকে ছিল, ছিল। জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে না এদানিন্ত। আমার গলায় আর ছুরি বসিয়ো না বাবা।

গোপাল ॥ তিনসিকিই নিন পালমশাই।

যতীন ॥ হুঁঃ।

গোপাল ॥ আর একটা দু'য়ানি। আর কিছু নেই, মাইরি বলচি।

যতীন ॥ (পকেট সার্চ করে হতাশ হয়ে) ঠিক আছে, পত্তেক হপ্তায় যা পাবি তার অর্ধেক জমা দিবি।

গোপাল ॥ কী সাজব ?

যতীন ॥ সে বিধি এই পালনকেন্দ্র ঠিক করে দেবে।

গোপাল ॥ আমি কোন্ এলাকায় বেরোব ?

যতীন ॥ চুকডাঙ্গা, চুকডাঙ্গা। পুলের ওপারে ভিড় কম আদায় বেশী। ডোলও কম, এক সিকি।

গোপাল ॥ বেশ।

যতীন ॥ নাম ?

গোপাল ॥ শ্রীপটল বিহারী দাস।

যতীন ॥ ওগো শুনচ ? পটলবিহারী দাস........চুকডাঙ্গা পুলের ওপারে বয়েস বাইশ, পূর্বপেশা ভিক্ষা........তিন নম্বর, তুমি তিন নম্বর অডারে যাবে।

গোপাল ॥ তিন নম্বর অডার কী?

যতীন ॥ এই হ'ল মানুষের মন গলাবার জন্য চারটি বিধিব্যবস্থা। এসব পেশালিস্টদের দিয়ে গবেষণা করে বের করা হয়েছে। এর যে কোন একটি দেখলে মানুষের মনে এমন একটা ক্ষণকালীন অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হবে, যে তাকে কিছু না কিছু পয়সা 'বাপ বাপ' বলে ছাড়তে হবে। যেমন ধর চুনম্বর বিধি—জন্মপঙ্গু। জন্মে থেকে অন্ধ-বিকলাঙ্গ-নুলো-হাবা। এ জিনিসটা করা শক্ত, তবে করতে পারলে মার নেই। এসব ভিখিরি কলেজের গ্র্যাজুয়েট ছাড়া টপ্ করে পারবে না। এই ছাখ, এই ছাখ এই রকম—

[যতীন পাল গোপালের দিকে এগিয়ে দেখান। হাবার মতো করে কথা বলতেই গোপাল ভয়ে চীৎকার করে ওঠে। যতীন পাল সঙ্গে সঙ্গে থেমে যান, অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন গোপালের দিকে, তারপর হঠাৎ চীৎকার করে]

মায়া হচ্ছে, মায়া হচ্ছে শূয়র। মায়া করলে জন্মে কোনদিন ভিখিরি হতে পারবি না। আজন্ম ভিখিরিকে পয়সা দিয়ে দিয়ে জীবন শেষ হবে। শূয়র কোথাকার। কীগো আজকাল পানজর্দার সঙ্গে মিশিয়ে মিশিয়ে আফিং ধরেচো নাকি পলুর মা? নেশা নইলে এমন হয়? ১৩৬নং-কে তুমি ঐ নোংরা কম্বলটা দিলে কোন আক্কেলে? কদ্দিন বলেছি, ওর যা বিধি তাতে নোংরা চলে না, চলে না। ছেঁড়া কাটা যা থাকে থাক, কাপড় চোপড় ধবধবে হতে হবে। কী যে কর তোমরা। যেটি নিজে হাতে

না করব সেইটেই···তারা, তারা। যা, ঐ আড়ালে গিয়ে এইগুলো পরে আয়।

গোপাল ॥ আর আমার এগুলো ?

যতীন ॥ এই আশ্রমে জমা থাকবে। যখন চাকরি ছাড়বি, যে অবস্থায় জমা দিলি এই অবস্থায় পেয়ে যাবি।

মালতী ॥ আ মড়া, নে না, ইকি আমি হাতে নিয়ে তোর ছেরাদ্দ পর্যন্ত দাঁড়ায়ে থাকবো ?

গোপাল ॥ না না এই যে। এঃ কী গন্ধ। [যতীন তার দিকে কড়া নজরে তাকায়] কেমন যেন পাউডার পাউডার গন্ধ। [পোষাক বদলাতে বেরিয়ে যায়]

যতীন ॥ পলু কোথায় ?

মালতী ॥ পলু ? ওপরে। ঘুমুচ্ছে। একপো বেলার আগে ওঠার অভ্যেস আছে নাকি মেয়ের ?

যতীন ॥ ঐ যে আমার অবর্ত্তমানে যে শূয়র এই বাড়ীতে ঢুকে পলুর সঙ্গে আলাপ জমায় বলছিলে, সে ফের কালকেও এসেছিল নাকি ?

মালতী ॥ ও মা ! সে বলে কী ভদ্দলোক। আমাকে সব্বদা মাসী-মাসী করে।

যতীন ॥ বিয়ের আগে কনের মাকে অনেক ছেলেই মাসিমা বলে, তা বলে কনেটাকে তো আর মাসতুতো বোন মনে করে না ?

মালতী ॥ আর ওর বয়েস হয়েছে····

যতীন ॥ তাতে বিয়েতে বাধা কী ?

মালতী ॥ ও যে পলুকে বিয়েই করবে তা তোমাকে কে বলল ?

যতীন ॥ বিয়ে যদি না করে তাহলে তো মামলা আরো খারাপ।····

দুটো পয়সার মুখ দেখে তোমার খুব বড়োলোকী চাল বেড়েছে দেখছি। ঘরে সোমত্ত মেয়ে নিয়ে ছেলে-ছোকরাদের মাসি সেজে বেড়াচ্ছ ? লোকটার ডান হাতে একটা নীলপাথরের আংটি আছে ?

মালতী ॥ হ্যাঁ, চুলগুলো কোঁকড়ানো—

যতীন ॥ ঢ্যাঙ্গা ?

মালতী ॥ বেশ ঢ্যাঙ্গা, ডানহাতে কালো সূতো—

যতীন ॥ রং কালো। চোখাগুলো—

মালতী ॥ তুমি জানলে কী করে ?

[গোপাল বেরিয়ে আসে]

গোপাল ॥ আমি তা'লে বেরুচ্ছি। এক সিকি খুচরো দিন। গোড়ায় হাতে না রাখলে····

মালতী ॥ এক সিকি কী ? দু আনাতেই ঢের প্যালা পড়ে।

যতীন ॥ এখন নিজেই কিছু খুচরো দিয়ে চালিয়ে নে। সন্ধ্যেবেলা আসিস, মিটিয়ে দেব, যা।

গোপাল ॥ তা'লে যাই—[প্রণাম]।

যতীন ॥ জয়স্তু। তোমার ঐ মাসীমা বলা লোকটি কে জানো ?

মালতী ॥ এই যে গেল ?

যতীন ॥ না না, ঐ যে লোকটা পলুর সঙ্গে খাতির জমাতে আসে এ বাড়ীতে—

মালতী ॥ হ্যাঁ, কে ?

যতীন ॥ মহী ডাকাত। [ছুটে ওপরতলায় পলুর শোবার ঘরের দিকে যায়]

মালতী ॥ অ্যাঁ !! সেই বিখ্যাত খুনী, রাহাজানি, সব্বনেশে মহী

সদ্দার মহী ডাকাত ?' ওমা আমি কোথায় যাব গো ?....হে ঠাকুর ! আমার পলু !

[যতীন আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে]

যতীন ॥ পলুর ঘরে বিছানা যেমন পাতার পাতাই আছে ! সারারাত ধরেই সে ঘরে নেই। তোমার ঐ মহীডাকাত বিয়ে করবে বলে নিয়ে পালিয়েছে পলুকে।....

[গুড়গুড় করে ঢাক বেজে ওঠে। যতীন্দ্রনাথ ও মালতী লাফিয়ে পর্দার সামনে চলে আসেন। পেছনে পর্দা পড়তে থাকে]

পোস্টার : পিতামাতা সাবধান

যতীন ॥ আমার মতে পেটপুরে খাও,
পেট পুরে খাও ;
ভালো করে ঘুম দাওরে বাবা,
ভালো করে ঘুম দাও,
তা না
'প্রেম করিসি, বিয়ে করবঅ'
পেট গরমের ধাত,
জাত মানে না, জ্ঞাত মানে না
বিয়ের কথায় কাৎ ;
গুণ্ডাষণ্ডা যাকে পেল তার
হাত ধরে উধাও ॥

মালতী ॥ "আকাশে চাঁদ উইঠেসে"।
এখন "আমি-তুমি তুমি-আমির" খেলা
নিজে নিজে খেললে বাবা
করলে যা চায় মনটা !
বাপ-মা খরচ করে মোলো
বদলে পেল ঘণ্টা ॥

দুজনে ॥ বয়েসকালের ধম্ম বাবা
তোমাদের দোষ কী ?
মা-বাপের সঙ্গে শেষে
করবে আপোষ কি ?
নয়তো যা-খুশি তাই করো সোনা,
আমাদের তো বাঁচাও
এখন সে তোমাকে নাচাক জাদু
তুমি তাকে নাচাও !
[পর্দা]

তৃতীয় দৃশ্য

পোস্টার : **মহীন্দ্র ও পারুলবালার বিবাহ**

দৃশ্য পরিচয় : আস্তাবল

[অন্ধকার। মঞ্চে কয়েক আঁটি খড়। বাইরে থেকে একটি কেরোসিন ল্যাম্পের অল্প আলো পড়ল মঞ্চে। সঙ্গে সঙ্গে 'সিটি' বাজল। একটু পরে আবার 'সিটি'। দূরে

আলো রেখে এসে একজন অন্ধকারে ঢুকল মঞ্চে। তার নাম গেঁড়ে।]

গেঁড়ে ॥ অ্যাই, কে আচিস, ভালোয় ভালোয় বেরিয়ে আয়। অ্যাই, (অল্পক্ষণ চুপচাপ) আবে, কেউ আচিস নাকি বে ? [লোকটি বেরিয়ে যায়। ল্যাম্প হাতে আবার ঢোকে।] না, কেউ নেই; এখানেই বাসর বসে যাক সদ্দার।

[মহীন্দ্র ও কনের বেশে পারুলবালা ঢোকে]

পারুল ॥ কী বিচ্ছিরি ঘোড়া-ঘোড়া গন্ধ। আর কিসের যেন খারাপ গন্ধ আসছে।

মহীন্দ্র ॥ আবে এখানটায় বোসো না, বোসো বোসো, এখ্‌নি সব ঠিক হয়ে যাবে। [দর্শকদের] আমার নাম হচ্চে মহীন্দ্রনাথ। আমি হলুম বিজনেসম্যান। ডাকাতি করে খাই। তা এই যে মেয়েছেলেটাকে দেকচেন, এর সঙ্গে আমার হপ্তাখানেক ধরে এব্‌লা-ওব্‌লা····ইয়ে····ভালোবাসাবাসি হয়েচে। তাই একে এই সদ্য কালীঘাটে মায়ের থানে বিয়ে করে এই ঘোড়াশালে লিয়ে এসেচি। ধম্ম সাক্ষী করে পুরুত ডেকে বিয়ে হয়েচে। ব্যাটা পুরুতের আবার হাপ গোড়ালি, মানে একটা গোড়ালি হাজায় খেয়ে গেছে। কী বোগলের নীচে থেকে চার দিস্তে তুলোট কাগজ বের করে নিজের গোড়ালিতে হাত বুলোতে বুলেতে দুলে দুলে খুব অং বং চং ঝাড়ছিল। ফুলে চন্দন ঠেকাও, চন্দনে আঙুল ঠেকাও, আঙুলে কোষা ঠেকাও—এই সব! মন্তরের একবর্ণও বোঝে কার বাপের সাধ্যি!

গেঁড়ে ॥ সে নয় যা শুনলি তাই বললি, বউটাকে তো আর পুরুতের

বাপও কাড়তে পারবে না। কিন্তু সর্দার কারবারটা খুব হ্যাপার হয়ে যাচ্ছে।

মহীন ॥ কোনটা ?

গেঁড়ে ॥ এই যে তুমি যতীনপালের মেয়েটাকে ফুসলে এনে বিয়ে করে ফেলচ, এই কারবারটা।

মহীন ॥ যতীন পাল ?

গেড়ে ॥ হ্যাঁ।

মহীন ॥ সে শ্লা আবার কে বে ?

পারুল ॥ থুঃ, এখানেই সব খাওয়াদাওয়া হবে ? এর চারদিকে কী বিচ্ছিরি ইয়ের গন্ধ। বসবে কোথায় ? গোবর ছড়া নেই, আলপনা নেই। কার না কার ঘোড়াশাল।

মহীন ॥ আবে গোবর তো গোরুর জিনিস, এখানে চারদিকে সব মাল হল ঘোড়ার, বুইলে না সব তেজী করে শুদ্ধ হয়ে আছে।

পারুল ॥ তুমি যে বলেছিলে বেশ সাজানো-গোছানো ঘর, কত আলো—

মহীন ॥ এই মরেচে। তুমি মাইরি রাগ করচ ? শ্মশানকালীর দিব্যি। ঘর-সাজানোর মালপত্র, গ্যাসলাইট সব এলো বলে।

গেঁড়ে ॥ এই যে, সব এসে গেচে।

[প্রথমে একটা গ্যাসলাইট এলো। দূরে একটা ঠেলাগাড়ি থামার শব্দ শোনা গেল। জন ছয়েক লোকের গলা ; ফিস ফিস করে তারা পরস্পরকে বলতে থাকে]

মথুর ॥ লিয়ে আয় বে—

জটা ॥ আবে ধাক্কা মার না বে—

ঘনা ॥ মায়ের দুদ্ খাসনি নাকি ··

ফটিক ॥ কই বে সদ্দার কই—

মহীন্দ্র ॥ এই যে বে, তোর বাপ্।

[কণ্ঠস্বরগুলি উত্তর দিতে থাকে]

মথুর ॥ লিয়ে এসেচি সদ্দার ···

জটা ॥ সদ্দার লিয়ে এসেচি—

ঘনা ॥ সমন্দী বলে দেবো না—

ফটিক ॥ আবে দেবো না—

মহীন্দ্র ॥ এখানে লিয়ে আয়।

[দলের সবাই জিনিসপত্র মঞ্চে ঢোকাতে থাকে। তাতে সোফা, টেবিল, কাপ-প্লেট, রান্নার পাত্র ইত্যাদি। সবারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কিছু না কিছু গোলমাল আছে—ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি বাঁধা। ক্রমাগত আস্তাবল একটি সুদৃশ্য ঘরে পরিণত হতে থাকে। আগন্তুকদের নাম জটা, ঘনা, পাগলা, ফটিক, মথুর ইত্যাদি। তারা সবাই কনের খবরাখবর নেয়, বরকে খবরাখবর জানাতে থাকে।]

ঘনা ॥ ওহ্, সদ্দার। মাইরি, এবারের কনেটা তোমার খুব পয়মন্ত আছে। কে তোমাকে চাঁদপাল ঘাটের ঐ বাড়িটার খবর দিয়েছিলো বল তো? বলিহারি বাবা। বলে কিনা নিচের তলার লোকজন বাইরে গেছে, ওপরে শুধু মাগ-ভাতার। গিয়ে কী দেখি জানো?

মহীন ॥ ওঃ, তুই আর জ্বালাস নি মাইরি, লাইন ছেড়ে দে।

পাগলা ॥ (হাবা ; সুতরাং হাবেভাবে পারুলকে নমস্কার জানায়)

জটা ॥ আর চিৎপুরের মুখটায় এসে, সেটা বল সদ্দারকে। দেখি এক বউয়ের ভাই সিপাহী বসে আছে এক দোকানের পৈঠায়।

মথর ॥ হ্যাঁ মাইরি। দূর দিয়ে ঠেলাটা লিয়ে বেরিয়ে আসচি, বলে 'হুকুমদার'। গলা কী?

পাগলা ॥ (মূকাভিনয়ে জানায় যে একটু হাঙ্গামা করতেই হোলো)

মশীন ॥ কী, ঝেড়েচিস নাকি?

মথর ॥ ঝাড়ব না? একটা এই টুকুনই মাইরি, নারকেল-নাড়ু সাইজের ঝেড়েছি। তো সেপাই বাপ বাপ বলে দৌড়েছে।

মশীন ॥ তোদের তো মাইরি ঐ আচে। অল্লে কম্ম সাফ করবি, তা না যত ফালতু লস্ফঝম্ফ।

ঘনা ॥ সামান্য দুচারটে কুচি ছিটকে লেগেছে সদ্দার।

জটা ॥ সে তেমন কিছু না, পোয়া তিনেক রক্ত গিরেছে শালার।

মথর ॥ বউদিদি, ভালো তো?

মশীন ॥ হাজার বার করে শ্লা বলেছি, কিছুতে মাটিতে রক্ত ফেলবি না। রক্ত দেখলে শ্লা আমার মেজাজ গরম হয়ে যায়। পাঁচশো বার করে বলেছি এটা আমাদের বিজনেস, ব্যবসা; বিজনেস-ম্যানরা কি শ্লা রক্ত ফ্যালে? রক্ত ফেললি কি গুণ্ডা হয়ে গেলি। রক্ত ফেলবি না, ব্যস যা-খুশি কর, লোকে বলবে বিজনেসম্যান!

[জটার প্রস্থান]

ফটিক ॥ (ডাকনাম ফটিকরাণী) এই ছ্যাখো বৌদিদি! কী সুন্দর বাজনা!

পারুল ॥ এই দুখানা চেয়ার আর এই মোট জিনিস ব্যস?

মহীন ॥ কী ? সব মনে ধরেচে—পুষ্প ? বকুলবালা....ইয়ে....এই মেয়েছেলেটার নাম কি মাইরি ?

ফটিক ॥ এই এই ! নতুন বৌদির নাম কিলা ?

পারুল ॥ (কেঁদে ফেলে) তোমার সব বরযাত্রীদের কী রকম....আর কথায় কথায় খালি লালা বেবে....(মথুর পোষাক বদলাতে যায়)

ঘনা ॥ এই যে সদ্দার আসন হ্যাকো মনে ধরে ?

মহীন ॥ হেঃ হেঃ হ্যাকো আসন।

পারুল ॥ ধ্যোৎ, সব বিচ্ছিরি ! এখানে আর পুরুত খেতে এসেছে। এই নোংরা, বিচ্ছিরি জায়গা !

মহীন ॥ পুরুত আসবে না মানে ? ওর বাপ আসবে ! হরে গেচে ব্যাটাকে আনতে।

ফটিক ॥ এ্যাই হ্যাখো আসন—

মহীন ॥ (পারুলকে কাঁদতে দেখে) আসনের গুষ্টি কিলাই ! তোরা শ্লা বিয়ের দিনে মেয়েছেলে কাঁদালি।....এই পাগলা, যা কুলকুচো করে আয়। তোর দাঁত দিয়ে রক্ত পড়ছে।....[পাগলা বেরিয়ে যায়] চেয়ারের সঙ্গে কোথায় টেবিল আনবি, তা-না, নিয়ে এলি এক তারসানাই—

গেঁড়ে ॥ বৌদিদি, আরো যদি কিছু লাগে তো বলো, আর একবার সবাই মিলে বেরোই তবে। [পাগলা ঢোকে]

মহীন ॥ (গেঁড়েকে) হ্যাখ্ দিখিনি। এ বাঁয়াটা এনেচে, ডাইনাটা নেই ! (কনেকে) শ্লাদের বুদ্ধি।

[বাইরে থেকে একটা থলি হাতে জটা ঢোকে]

পারুল ॥ যাকৃগে যা হয়েছে, ছেড়ে দাও।

মহীন ॥ (বসে) এ শ্লা সোজা চেয়ার আর একটা তেরছা ইস্টাইলের

[পোষাক বদলে মথুর ঢোকে]

জটা ॥ কীরে বাকী মালগুলো কী সব ঠ্যালাতেই ডিম পাড়বে নাকি ' কে নিয়ে আসবে শুনি ? [হাতের থলিটা নামিয়ে বেরিয়ে যায়]

মহীন ॥ (ফটিক, ঘনা ও পাগলাকে) তার আগে তোরা ক-জন জামা-ফামা গায়ে দে মাইরি। (ফটিককে) তোর তো জন্ম ইস্তক দেখে আসছি, এই এক সালু গায়ে দিচ্চিস। তোর গায়ের গন্ধে কাবলি কাঁদবে শ্লা। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে এটা আর কাচিস নি নাকি বে ? (ঘনাকে) দ্যাখ দি-নি, কোমরে একটা গামছা বেধে দাঁরিয়ে আচে। তুই বর যাত্তির না শ্মশান যাত্তী রে ? ডাঁইরে ডাঁইরে হাসচে, যেন বাপ মরেচে।

ঘনা ॥ হ্যাঁ যাচ্চি, যাচ্চি, পোশাকপত্ত তো সব তৈরী।

ফটিক ॥ পোষাকপত্তর সব তৈরী।

পাগলা ॥ (হাঁ, পোষাকপত্তর সব তৈরী।) [তিনজনের প্রস্থান]

পারুল ॥ হঠাৎ যদি এখানে পুলিশ এসে পড়ে কী করবে সবাই ?

মহীন ॥ পুলিশ এলে ফিরে চলে যাবে।

পারুল ॥ কেন ?

মহীন ॥ কথায় বলে বাপের বিয়ে দেখতে নেই।

গেঁড়ে ॥ না না পুলিশ ফুলিশ আজকে এখানে আসবে না।

[জটা ঢোকে]

জটা ॥ ভেট্। চুপ কর।

মথুর ॥ ঐ যে মালের মহারাণীর বেটা যোবরাজ আসচে না, সেইজন্য

রাস্তাঘাট সাজাচ্চে সব ! [বাইরের দিকে তাকালো] তুনিয়ার পুলিশের ডিপটি পড়েছে সেইখানে।

জটা ॥ ওস্তাদ, পুলিশ।

গেঁড়ে ॥ বড়বাবু বাঘাকেস্ট

মথুর ॥ বাঘাকেষ্ট ? এতো থিনিকেষ্ট। এ হারামী পুরুত।

পারুল ॥ আসুন আসুন।

হরি ॥ চলো হে শালা বাউন।

গেঁড়ে ॥ ও বাউনের বাচ্চা।

জটা ॥ ও নম্বা বাউন।

গেঁড়ে ॥ বাউন। বাউন।

মথুর ॥ 'পুরুত এসে স্বড়ুৎ করে ভড়ুৎ ভুড়ুৎ হুঁকো টানে।'

পুরুত ॥ হেঁ হেঁ হে।....বেশ জায়গাটি....বড়ই মনোরম পরিবেশ.... হেঁ হেঁ বাঃ বেশ আস্তাবল।

হরি ॥ কি বল্ ?

পুরুত ॥ এই আস্তাবলের কথা বলছি বাবাজী।

হরি ॥ ভাল ?

পুরুত ॥ হ্যাঁ, সংশ্লিষ্ট প্রাসাদটিও অনুপম।

হরি ॥ ওটা কার কে জানে। তবে এই ঘোড়াশালটি হচ্ছে ঐ সোম্বন্ধির ঘোড়ার।

গেঁড়ে ॥ সোম্বন্দি এখন কোন বাঈবাড়িতে গিয়ে বসে আছে।

জটা ॥ আর আমরা তার ঘোড়াশালে বাসর বসিয়েচি।

পারুল ॥ খুব ভালো লাগলো। তখন বলেছিলেন আসবেন।

পুরুত ॥ হেঁ হেঁ হেঁ! উপায় থাকলে কি আসতাম।

হরি ॥ কি বললে ?

পুরুত ॥ হেঁ হেঁ। এসে উপায় নেই।

হরি ॥ একবার তো বিয়ের সময় উপায় করলে খানিক আগে। আবার।

জটা ॥ চলো চলো খাবে। 'পুরুত এসে সুড়ুৎ....'

[মথুর ঃ প্লেট সাজানো চামচ সাজানো গ্লাস সাজানো]

পুরুত ॥ আমি একাহারী।

মথুর ॥ কি বল্লে ?

পুরুত ॥ আমি বাবাজী একাহারী। আমি একবেলা খাই।

গেঁড়ে ॥ আপনি একাহারী, আমি হলুম দোহারী, আপনি গান গান, আমি তবলা বাজাব। তাক তেরে কেটে পকুরে প্যাঁকাটি গুগ্‌লি ঝিন্নক ঝাঁই—

পারুল ॥ ওমা, এক একটা থালায় দুটো করে চামচ—

নবীন ॥ আবে, এই মোথ্‌রো, বুদ্ধি দেখ শ্লা জটার, থালার ওপরে চামচ দিয়েচে।

মথুর ॥ হেঁ হেঁ জানে না।

জটা ॥ তবে কোতায় দেবো ?

মথুর ॥ হেঁ হেঁ বলচে, কোতায় দোবো—শালা।

জটা ॥ কোতায় দোবো বল না বে ?

মথুর ॥ চামচ কখনও থালার ওপর দেয় ? গেলাসে দেবে।

[ফটিক ও ঘনা ভদ্র জামাকাপড় পরে ঢোকে। এখন সবারই পোশাকপত্র বরযাত্রীদের মতন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-

বশতঃ দৃশ্যের বাকী অংশে কারোরই কথাবার্তা ব্যবহার ভদ্রপোশাকের উপযুক্ত নয়]

ফটিক ॥ তাড়াহুড়োর মধ্যেও মাল সব বেছে বেছে লিয়েছি।

হরি ॥ আঃ চুপ কর্। এই পাগলা, এ জনানা ফটক বন্দ্ করতো। খালি বকর বকর বকর বকর। একটু ইদিক পানে ফিরে ডাঁরাও তো সদ্দার। বৌদিদি····। এই জিনিসটা সদ্দার তোমার হাতে দিচ্চি। এর মধ্যে কী মাল আচে জানিনা। যেমন পেকিং বাঁধা ছিল তেমনি অবস্থায় তুলে লিয়ে এসেচি। এটা লাও। আজ এই শুভদিনে পাতঃকালে তোমার বিয়ে হচ্চে····. না না বিয়েতো তোমার হচ্চে না····তোমার বিয়ে হচ্চে না····তোমার হচ্চে····হচ্চে····

ঘনা ॥ কী বে ?

হরি ॥ এখানকার ছোট দারোগার নামটা কী ?

ফটিক ॥ পরিমল····

হরি ॥ হ্যাঁ—তোমার—পরি—পরিণয় হচ্চে····শালা ভদ্দলোকেরা কত কত্তা জানে দ্যাকো। যাক্‌গে সদ্দার, যা হচ্চে হচ্চে, লড়ে যাও (চিবুক ধরে চুমু খায়) আর বৌদিদি তোমাকে কি আর বলব ? আমি হলুম গিয়ে তোমার বয়েসে বড়ো। কি আর বলব ? তোমার বচর বচর জোড়া ছেলে হোক্।

[সবাই জোরে হেসে ওঠে। মহীন খপ করে হরির জামাটা ধরে ফেলে ঝাঁকানি দিয়ে মেঝেয় ফেলে দেয়]

মহীন ॥ মুখ খারাপ করলে মেরে জান খতম করে দেব শালা। এ কি তোর সোনাগাছির ফুলমণি পেয়েছিস ?

পারুল ॥ ছিঃ ওকে ছেড়ে দাও।

হরি ॥ ফুলমণির কতা ভুলো না সদ্দার—

মহীন ॥ কী ?

হরি ॥ হ্যাঁ—ফুলমণির কতা ভুলো না। ও আমার বিয়ে করা বৌ লয় যে ওর সঙ্গে আমি মুখ খারাপ করবো। ভদ্দরতার কথা বলচ, ভদ্দত্তা। ভদ্দলোকের মেয়েছেলেরা যা শোনে আর মুখ খারাপ করে তার কাছে তো সোনাগাছি আশ্‌শম। তুমি বলচ মুখ খারাপের কতা ? তুমি যে ঐ লতুর সঙ্গে যা মুখ খারাপ করো সেসব কতা কি লতু আমাকে বলেনি ভেবেছ।

মথুর ॥ (হরিকে) আঃ কী হচ্ছে কী ? নিজেই এখন বড় মুখ করে বললি না, সদ্দারের একটা পরিণাম হচ্চে, আর তুই····

জটা ॥ (মহীনকে) না না, মাইরি, কেউ তোমার ওপরে মুখ করেনি সদ্দার। তক্ক করতে গিয়ে মারামারি এতো সদ্দার ভদ্দলোকেরাই করে। শুধু শুধু গাল পাড়ছো। না, ঠিক আছে।

ফটিক ॥ (হরিকে) আরে এসো এসো জামাইদাদা। তুমি মাইরী ঝুটমুট দাগা লিচ্ছ,এসো—ফুলমণি দিদি খুব ভালো, আমরা তো সবাই সেকথা পোত্তক্ষ জানি বাবা, সদ্দারও জানে—

গেঁড়ে ॥ (পুরুতকে) মালের ঘোরে তোমার কোলে চড়ে পড়েছি বলে সেই লিয়ে মুখ ভার করছ।

ঘনা ॥ লে বে লে, তোরা সদ্দারকে সব কে কী দিবি দে।

মথুর ॥ লে লে, আগে আসল মালটা দে। সবার তরফ থেকে যেটা ঠিক হয়েচে, সেটাতো আগে দিবি, নাকি ?

ফটিক ॥ সে তো ঐ জামাইদাদার কাছেই আচে, কি গো দাদা কোথায় রাখলে ?

হরি ॥ কোতায় আচে খুঁজে লাও।

ফটিক ॥ অ্যাঁ এই যে, বুইলে সদ্দার—আবে দ্যুর এটা লয় সেইটা—এবার যখন তোমার এই বৌদিদির সঙ্গে পথম পথম খাতির হ'ল তো আন্দাজ করলুম কি, এবারে তুমি বিয়ে করবে। তো সেইদিন থেকে আমরা ভাবতে শুরু করলুম, এবার তোমার বিয়েতে এমন একটা কিছু দেব যা, মানে লোকে শুনবে তো বলবে, 'হ্যাঁ এঁরা জানে।'

পারুল ॥ ওঃ কী সুন্দর। কে কিনেছে ?

মথুর ॥ এই আমাদের জামাইদাদা।

পারুল ॥ সত্যি জামাইদাদা ছাখো ছাখো, ও মা কী সুন্দর।

[বস্তার প্যাকেটে একটা বড় পুতুল দেয়। মথুর ও জটা আনন্দে ডিগবাজী খায়]

মথুর ও জটা ॥ সাবাস।

[পুতুলটা হাতে নিয়ে পারুল দাঁড়িয়ে থাকে]

হরি ॥ ডাঁরা, আবার এটা লিয়ে সদ্দার আমার জান লেয় কি কী লেয় ; সব জিনিসের মধ্যেই তো আবার খারাপ দেখতে পায় একটা।

মহীন ॥ তুই মাইরি লবঙ্গ শ্লা। ওঠ্ ওঠ্ আয়। আমি মাইরি কী অবস্থায় বিয়ে করছি সে বিষয়ে তোদের ই নেই, সব ফট্ ফট্ করে রেগে যাচ্ছিস্, ওঠ। (আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বসায়)

পারুল ॥ (হরিকে) বাঃ চমৎকার। সত্যি খুব সুন্দর।

মহীন ॥ না বে হরে, মালটা ভালই দিইচিস্। লে লে এবার গানবাজনা কি করবি কর পয়লা। বড় খিদে লেগেছে।

গেঁড়ে ॥ পুরুত মোয়াই, আমনি কিচু দিন।

জটা ॥ আঃ কি কচ্চিস কি গরীব বাম্ভণকে!

পারুল ॥ (একটা স্ট্যাচ্ দেখে) এটা কিন্তু বেশ সুন্দর।

জটা ॥ এ্যাই, একেই বলে 'জউরী চেনে সোনা' তোমার লজরটা খানদানী আচে তো! কী-বে ঘনা আমি বলেছিলুম না সদ্দার এবার যাকে বিয়ে করচে সে হোলো খাঁটি ভদ্দলোকের মেয়ে তার রেস্তই আলাদা: কী মথুর মেশো কালই আমরা লত্তু বৌদিদিকে বলছিলুম না কথাটা ?

পারুল ॥ লত্তু বৌদিদি ? (মহীনকে) লত্তু বৌদিদি কে ? কার বৌদিদি ?

জটা ॥ লত্তু, মানে, সে তেমন কিচু বৌদিদি না। মানে ঠিক বৌদিদি না।

[মথুর পারুলের পেছন থেকে প্রচুর অঙ্গভঙ্গী করে জটাকে চুপ করাবার চেষ্টা করে]

পারুল ॥ (তাকে দেখে) কিছু চাই ? (স্ট্যাচ্টা দেখিয়ে) এটা দেবো ? জটাইবাবুকে কিছু বলছেন ?

জটা ॥ না না কিচ্ছু না। ও আবার বলবে কী! আমিও কিচু বলিনি। হঠাৎ এই আলুর দমটা চাখতে গিয়ে লঙ্কা চিবিয়ে ফেলেছি কিনা তাই ইঃ লত্তু-লত্তু করছিলুম [হতাশ হয়ে মথুরের প্রস্থান] আর তোমাকে ডাকছিলুম বৌদিদি-বৌদিদি, তাই লত্তু-

বৌদিদি লতু-বৌদিদি শোনালো। তুমি ভাবলে সদ্দার ভাদ্দমাসে যে বিয়েটা করেচে সেই বৌটার কথা বলছি না ?····ইয়ে····

মথুর ॥ (দৌড়ে ঢোকে) সদ্দার পুলিশ। বড়বাবু নিজে—

[তাড়াহুড়োর মধ্যে যে যেমন পারে লুকিয়ে পড়ে]

[বটকৃষ্ণ ঢোকেন]

বটকৃষ্ণ ॥ কী গো মহীন।

মহীন ॥ কী গো মামা।

বটকৃষ্ণ ॥ ইয়ে ·· এক্ষুণি চলে যাব, হাতে সময় নেই····এ যে অঢেল আয়োজন দেখছি।

মহীন ॥ এই আমার কনে পারুল, পারুলবালা ; বুঝলে পারুল, এই তোমার মামা শ্বশুর। (পিঠে থাপ্পড় মারে) আর এই সব আমার বন্ধু-বান্ধব, সব ছোট-বড় ভাইয়ের মতন।····এদের তো সব তুমি আগেই থানায় দেখেচো, নাকি ?

বট ॥ তুমি এসো এসো সামনে····এই এই বেরিয়ে এস সবাই। আমি ঠিক····মানে····পুলিশের কত্তা হিসেবে এখন আসিনি।

মহীন ॥ এরাও ঠিক····মানে····আসামী হিসেবে এখন আসে নি। ওঠ বে সবাই ওঠ—(সবাইকে ডাকে ; সবাই হাত ওপরে তুলে এগিয়ে আসে) এ হল জটাই।

বট ॥ হ্যাঁ চিনি।

মহীন ॥ এই গেঁড়ে, পাগলা হরে।

বট ॥ বাঃ খুব ফিট ফাট সবাই। আমাদের আসল সম্পক্কটা অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যাওয়া যাক, কী বলো ?

মহীন ॥ এই ফটকে আর মথুর।

বট ॥ আচ্ছা, বোসো, থোসো সবাই।

সবাই ॥ ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে সায়েব। সেলাম সায়েব!

বট ॥ বাঃ তোমার বউটি তো বেশ হয়েছে ভাগনে!

পারুল ॥ (পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে)

মহীন ॥ আরে, বসরে নারে সবাই. লিত্যগীতের আয়োজনটা শেষ কর আগে! মামাকে একটা পেলেটে করে বিশেক সন্দেশ দে। জল দিবি! বুইলে গো, এই যে দেখছ বড়বাবু, এ হল গিয়ে তোমার বটকেস্ট সরকার। সবাই বলে বাঘাকেস্ট! আমি বলি মামা। কেন জানো? তা আমি হলুম গিয়ে মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, সাদাসিদে লোক. ছোটখাটো লুটপাটের বিজনেস করে খাই, যখন যা পাই মামাকে তার ভাগ দিই (খাবার আসে) বড় ভাগটাই তো দিতে হয়, কী বলো মামা? হাজার হোক এঁরা হলেন যাকে বলে গিয়ে গভ্‌মেণ্টের লোক। আগে এঁদের গভ্‌ভেদেব, তবে অন্য কথা। নইলে গভ্‌মেণ্টই বা টিকবে কী করে, আমরা বিজনেসম্যানরাই বা টিকব কী করে? এই আর কি....মানে দেয়া আর নেয়া, আর নেয়া আর দেয়া, এই র'ম, এই র'ম। সব বুঝলি? শুনে শেখ। (বটর কাঁধে হাত রেখে) এই যে খাচ্ছ মামা, বড়ো আনন্দ হচ্ছে। সত্যি বড়ো সুখ হল। (থামে, কেননা বট দুঃখিত ভাবে মাথা নেড়ে মেমসায়েবের মূর্তিটা দেখছিল) হ্যাঁ, মেমসায়েবের মূর্তি।

বট ॥ চোরাই?

মহীন ॥ চোরাই।

বট ॥ (জল খেয়ে রুমাল বের করে) এখন উঠি বুঝলে ; ডিউটিতে বেরিয়েছি তো !

মহীন ॥ চলো, আমি আসছি।

[বটকৃষ্ণ চলে যায় ; সঙ্গে মহীন যায়]

হরি ॥ যাই বলো মাইরি, বাঘাকেস্ট আসচে দেখে আমার তো হয়ে গিয়েছিলো।

মথুর ॥ পুলিশ তো কী, সদ্দারের সব আরো বড়ো বড়ো জায়গায় খাতির আছে, বুইলে !

ঘনা ॥ লে বে লে রাত হল, বাকী যা করবি কর।

মথুর ॥ লে লে এগুলো সব হাটিয়ে লে পয়লা।

[সবাই জিনিসপত্র সরিয়ে রেখে নাচগানের জন্যে গুছিয়ে বসে। মহীন ঢোকে]

মহীন ॥ একী, সব শ্লা এমন ত্যারছা-তেরছি করে বসে কেন ?

জটা ॥ হ্যাঁ এইবারই তো আসল।

[নাচগান শুরু হয়]

মোহিনীমোহন দেব
আর
মোহিনীবালা দেবী
পুরুত বসে মন্ত্র পড়ান,
'অং বং চং কং'
আমরা বলি, হোলো কি সে
যত্নর মামা মধুর পিসে ?

শুনে, তারা বললে হেসে
'বিবাহং ! বিবাহং !!'
বচ্ছরটাক পরে
গেলাম তাদের ঘরে
শুনি দু-জনেই জোর গলা ফাটাচ্ছে
'অং বং চং কং'
আমরা বলি, 'হোলো কি সে
মধুর মামা যদুর পিসে ?'
শুনে, তারা বললে শেষে
'কলহং ! কলহং !!'

॥ পর্দা ॥

[দশ মিনিট বিরতি]

চতুর্থ দৃশ্য

পোস্টার ঃ **পারুলবালা বাপের বাড়ী আসিল**

দৃশ্যপরিচয় ঃ ভিক্ষুকাশ্রম

মালতী ॥ বিয়ে ? অ্যাদ্দিন ধরে খাওয়ালুম, পরালুম, বড়ো করলুম, আর মা-বাপের মুখে চুন-কালি মাখিয়ে তুই পালিয়ে গিয়ে একটা ডাকাইতেরে বিয়ে করে বসলি ? ছি ছি !

পোস্টার ঃ **পারুলের কৈফিয়ৎ**

পারুল ॥ মা গো, ছেলেবেলায় যখন আমি খুব ছোট্ট ছিলুম, তখন

মনের দিক থেকে কী আশ্চর্য সরল ছিলুম মাগো। মনে আছে, আমার মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল ছিল, ছোট্ট রঙিন ডুরে শাড়ি পরতুম, পায়ে ছোট্ট রূপোর ঝুমুর, নাকে মিষ্টি তেঁতুলপাতা, তখন সবার কোলে উঠতুম, সবাই আদর করত। ছেলেবেলায় সবাই এমনি থাকে। তোমারও ছেলেবেলায়, তুমিও নিশ্চয়ই এমনিই ছিলে মা; হায়রে আমাদের সেই সংশয়হীন সরল দিনগুলি। দূর সিন্ধুর পাখি সেই দিনগুলি সময়ের অনন্ত আকাশে!

আমি বড়ো হলুম। তুমি বলেছিলে, "এখন তোমার জীবনে অনেক ছেলে আসবে, তাদের অগ্রাহ্য কোরো। হতে পারে তারা গুণী, তারা জ্ঞানী, তারা ভদ্র; হতে পারে তাদের গায়ের চামড়া ফর্সা, তারা লেখাপড়া জানে, তারা গুছিয়ে কথা বলতে পারে, তবু কিছুতেই তাদের ফাঁদে পোড়োনা কক্ষণো। কেন না, এতেই মেয়েদের চরিত্র, এতেই মেয়েদের শক্তি, এই সতীত্ব।

অনেক ছেলে এল। সত্যি সত্যিই তারা গুণী, তারা জ্ঞানী, তারা ভদ্র; যেহেতু তাদের গায়ের চামড়া ফর্সা, তারা লেখাপড়া জানে, তারা গুছিয়ে কথা বলতে পারে—আমি তাদের সবাইকে দৃঢ় অহংকারে দূরে সরিয়ে দিয়েছি মা। তারা ছলোছলো চোখে ফিরে গেছে। হায়, হতাশায় দুঃখে ক্ষোভে মাথা হেঁট করে চলে গেছে সেই সব নির্মল ছেলেরা। [দীর্ঘশ্বাস]

কিন্তু হঠাৎ একদিন, বিশ্বাস করো মা, হঠাৎই একদিন, আমার ঘরে এলো এক উদ্দাম অতিথি! আশ্চর্য। সে গুণী নয়, জ্ঞানী নয়, ভদ্র নয়, তার গায়ের রং কালো, সে লেখাপড়া জানে না, সে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না কিছুতেই।····এমন তো আমি

কখনও দেখিনি মা। সে হতাশা জানে না, দুঃখ না, ক্ষোভ না, ভিক্ষে না, ভয় না। সে জোরে হাসতে জানে, সে চীৎকার করে কথা বলে, সে উদ্দাম, সে অদ্ভূত, সে সবল, সে পুরুষ। কোনদিন তো বলো নি মা, এমন ছেলেও থাকতে পারে, এরা এলে কী বলব ?....ও আমার সমস্ত শক্তি, অহংকার সমস্ত শিক্ষা তেজ ভাসিয়ে নিয়ে গেল, আমি অসহায় ঝাঁপ দিলুম।

যতীন॥ এখন মেয়ে ডাকাইতের বউ ডাকাতানী হয়েচে। ঐ যে কী বলে রঘু ডাকাইত....রঘু ডাকাইতের ভ্রাতৃবধূ হয়েছে। এখন এরে থোবে কোতায় তাই ভাবো পলুর মা'

মালতী॥ তো বিয়ে করলি করলি, একটা খুনী ফেরারী ডাকাইতেরে ? কী আর বলব ? আজন্ম এমনি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিস আমারে, যাবার আগে বুকে লাথি মেরে গেলি,—এই ছিল কপালে !

যতীন॥ সত্যিই কি বিয়ে হয়ে গেচে—নাকি—

মালতী॥ আ কপাল ! দেখচো না মেয়ে সিঁদূর দিয়েচে সিঁথেয় —?

যতীন॥ সিঁদূরের আর দাম কী ও তো চাইরপয়সা। সে কতা নয়, আমি ভাবচি শূয়ারটার আস্পর্দ্দা তো কম না। এ আমাকে একেবারে ন্যাজে-গোবরে করে ছাড়লে।

মালতী॥ পরের ছেলেরে গাল পাড়বার আগে নিজের মেয়ের দোষ দ্যাকো, বুঝলে ? বাপসোহাগী মেয়ে তোমার, আরো আদর দিয়ে দিয়ে মাতাটি খাও, তবে তো। ও হো-হো, আমার বুক জ্বলছে।

যতীন। অম্বলে ?

মালতী ॥ না না কষ্টে ! মাগো, আমি মরে যাবো, আমি····আমি···
(মূর্চ্ছা যান)········জল········

যতীন ॥ দ্যাক্ দ্যাক্ তোর মার কী হাল করলি তুই····দাঁড়িয়ে দেকচিস্ কী ? আন, জল আন····ডাকাইতেরে মাইল্যাদান করেছেন····আমি এখন ডাকাইতের শ্বশুর····ভাইবতে পারো, একটা ডাকাইত আমারে বাপ ডাইকবে, আমি তারে বাবাজী ডাইকব, জিভ আড়ষ্ট হয়ে যাবে না ? [পলু জল আনে], ছিটো, জল ছিটো—

পারুল ॥ মা, ও মা।

মালতী ॥ আর মা ডাকিসনি. মা-সোয়াগী····দে, গেলাসডা দে আমার হাতে। আমি আর তোর ছোঁয়া খাবো না········মইরে যাবো, তবু তোর দেওয়া জল ছোঁব না। [খেতে থাকে]

[পাঁচজন ভিখিরির প্রবেশ]

১ম ভিখিরী ॥ ধ্যেৎ মাইরি আমরা শালা মিউটিনি করব। এ শূয়োরের খোঁয়াড়ে থাইকব কেন ?

২য় ভিখিরী ॥ এইটে একটা পা হইল ? এ শালা কাপড় কাচবার হ্যাণ্ডেল্।

৩য় ভিখিরী ॥ কে পয়সা দিয়ে এসব ভোগান্তি ভুগবে শালা, আমরা মিউটিনি করব।

যতীন ॥ হুঁম্ ! নিজেরা পরিশ্রমে কুণ্ঠীত হবে, দোষ দেবে মালিকের, না ? নিজের বাসস্থান নিজেরা পরিষ্কার রাইখবে না, পরিষ্কার কইরে দিয়ে যাবে কে, মালিকের মা ? নিজস্ব বাসস্থানেরে তোমরা শূয়রের খোঁয়াড় বলো, তা তোমরা নিইজে হইলে কী ?

১ম ভিখিরী ॥ আমরা হইলুম শূয়র—

যতীন ॥ তবে ?

১ম ভিখিরী ॥ তবে কি ?

যতীন ॥ শূয়োর হইলে !

১ম ভিখিরী ॥ হেঃ অমনি বললেন আর হইয়ে গেলুম না ?

২য় ভিখিরী ॥ আপনারে ভালো লোক ভেইবে এলুম চাকরির চেন্টায়, ব্যস, বোগলে বাঁশ দিয়ে ছেইড়ে দিলেন। এ বাঁশ বোগলে ফিটিংস হয়, নিজে নিয়ে দেকুন দিকিনি।

যতীন ॥ সে বাঁশের গোলমাল না তোর বোগলের গোলমাল সে তো আগে বিবেচনা কইরতে হবে।

২য় ভিখিরী ॥ হেঁঃ। এ আমি নিইতে পাইরব না। পয়সা দিয়ে বাঁশ নোবো, তা আবার অত খাতির কিসের ? আপনি আমারে একটা ভালো দেইখে বাঁশ দিন।

যতীন ॥ যা দিইছি, ভালোই দিইচি। বুইতে পারছিস না।

২য় ভিখিরী ॥ হেঃ। ভালোই যদি দিয়েছেন. তো লোকের দয়া হইছে না কেন ?

যতীন ॥ তা সে কি আমার দোষ ? আগেকার দিনে এই এ্যাতখানি ঘা এঁইকে লোকের কাচে হাত বাড়াইলে, হাত পয়সা-দুপয়সা আনি দুআনিতে পুণ্য হইয়ে যেইত। এখন যুগ হইচে হারামী তা আমি কইরব কী ? তোর গায়ে আমি এমন সব ঘা-টা এঁকে ছেড়ে দিতে পারি, যে দেইখলে কুকুর কেঁইদে উঠবে। তা মাইনষের যদি দয়া না হয়, তা আমি কী কইরব বল ?

নে ছ্যাক গিয়ে ভেতরে আরো রইয়েছে, যেটা পছন্দ হয় নে। (চলে যায়) যত্ন কইরে রাইখবি।

৩য় ভিখিরী॥ আমারটা দেখুন।

যতীন॥ তোরটা আর দেইখব কী? এতো হাতটা ডাউন হইয়ে গিয়েছে, ল্যাকপ্যাক কইরছে, ভালো কইরে, বেঁইধে রাগবি। (তৃতীয় জনকে) উহুঁ, তোরে মানাইচ্চে না, এ হপ্তাটা চালিয়ে দে, পরের হপ্তায় বিধি পাইলটে দেব। (চতুর্থ জনকে) তোর দোষ নেই, আঁকা ঘা, তোর ঠিক নেচারালের মতো হয় না, সেইজন্যেই মাইনষের দয়াটাও নেচারাল হয় না। যাকগে, বিবেচনা কইরে দেখি—। (পঞ্চম জনকে) তুই হারামী রোজগার কইমচে বইলে মিউটিনি কইরতে এইয়েচিস। শুমসো, তোর রোজগার কইমবে না তো কইমবে কার? (আঙ্গুল দিয়ে পেটের চর্বি চেপে) তোরে দেইখে লোকের দয়া হবে? তোরে দেইখে লোকের হাসি পায়। চইলের বাহার কত। (কান ধরে) খাইস কেনে? দুবেলা পেট ভইরে খাইস কেনে? এতে ফিগার থাকে?

পঞ্চম ভিখারী॥ কী কইরব আমার শরীরের এমন ধাত যা খাই চর্বি হইয়ে যায়।

যতীন॥ তা হইলে তো ভিখিরির লাইন তোমার চলল না বাপধন, তুমি মোহান্ত হইয়ে যাও, এ লাইন ছেইড়ে দাও। তুমি ডিস্‌মিস্‌ হইয়ে গেলে। মিউটিনি কইরব। নিজেদের দোষ দেইখবে না, মিউটিনি কইরব। (দর্শকের দিকে ফিরে) মাইনষের মনে দুঃখু হবে এমন কিছু করা এককথা আর সেই দুঃখু দেখিয়ে পয়সা আদায় করা আর এক কথা। দুঃখু দেখিয়ে পয়সা আদায় করতে

পারে শুধু শিল্পীরা।' এ হারামী এমন সময় পইড়েচে, মাইনষের মন এমন হইয়েচে যে, শুধু শিল্পীদের শিল্পকলা দেইখেই মাইনষের মনে দুঃখু শোক আশা প্রেম বীরত্ব সব জেইগে ওঠে, বাস্তব জীবনের কিছু দেইখে কিছু হয় না। তা তুমি শিল্পী নও, তুমি হইলে বাড়তি জুলপী, কেইটে বাদ। যাও।

[চলে যায়]

আমি বাঁদন ঢিইলে কইরে দেবো বাবা, আমি মোকদ্দমা কইরবো।

[পারুলবালার প্রবেশ]

পারুল॥ কী বলছ ?

মালতী॥ তোর বাপ বইলছে, মোকদ্দমা কইরবে, ভদ্দনোকের মেইয়ে ফুইসলে বার কইরে নিয়ে যাওয়ার মজাটা বুঝোবো ডাকাইত হারামজাদারে।

পারুল॥ আমি যে তাকে স্বেচ্ছায় বিয়ে করেছি মা—

মালতী॥ চোপ! আবার বড় মুক কইরে বলে স্বেচ্ছাপ কইরেচি ? লজ্জা হইল না তোর ?

পারুল॥ তুমি যাই বলো, সে আমার স্বামী—

মালতী॥ ছী, ছী ডাকাইত ব্যাটার কি একটা বিয়ে ? ও মরলে দেখবি সাড়ে তিন ডজন মেয়ে বিধবা হবে। আর কতো পুঁচকে চোঁড়া যে শাদ্ধের দিনে মাতা কামাবে তার নেই ঠিক! ঠাকুর, এও ছিল কপালে!

যতীন ॥ আমার মাতায় একটা বুদ্ধি এয়েচে। পলু, যা ওদিক যা। ওদিক যা! (পলু চলে যায়) আচ্ছা, ডাকাতটা ফাঁসীর আসামী না?

মালতী ॥ শুইনলে না মেইয়ের মুকে, জেইল ভেঙে পালিয়েছে।

যতীন ॥ ন্যায্য কাজ কইরেচে। শূয়রটারে আমি ফাঁসীতে ঝোলাব। মামলার খরচাও বেঁইচে গেল, গভমেণ্টের পুরস্কারটাও পাব। পলু যেন বইল্লে গভমেণ্ট ওর জইন্যে কত টাকা হেঁইকেচে?

মালতী ॥ এক হাজার।

যতীন ॥ ব্যাস্, হাজার টাকা নগদ লাভ। নিখরচায় দুষ্টের দমন হইল। কিছু লাভও হইল। এখন শূয়রটারে পাই কোতা? এই হচ্ছে সমিস্যে।

মালতী ॥ আমি তোমারে বইলে দিচ্চি, ও অ্যাকন নিঘ্যাৎ নিষিদ্ধ পল্লীতে কোন মেইয়েছেলের ঘরে পইড়ে আচে—

যতীন ॥ হুঁ, অন্য মেইয়েছেলের ঘরে পইড়ে আচে, ন্যায্য কাজ কইরেছে। ওসব মেইয়েছেলে নষ্ট মেইয়েছেলে কিনা, ওরা যদি জাইনতে পারে আমরা ডাকাইতটারে ধইরে দিতে এইচি, তবে কোতায় যে লুকিয়ে ফেইলবে, সে পুলিসের বাবার সাধ্যি নেই যে খুঁইজে বের করে।

মালতী ॥ রাকো দিকি নি টাকায় লোকেরে বাপ বলায়। দু-চার টাকা ছাইড়লে, এমনি সব মন গইলে যাবে ওদের। ধইরে আবার দেবে না? যাবে কোতায়? আমি তোমারে বইলে

দিচ্ছি ও যদি ঐ নিষিদ্ধ পল্লীতে থাকে, তবে ধইরে আমি দেবই, হকের টাকা না এক হাজার? নিয্যস্ পাবো আমরা।

যতীন ॥ ঠিক আচে। আমি একুনি পলুরে নিয়ে থানায় যেতেসি। বুজিচ? পলু, অ পলু।

[পারুলের প্রবেশ]

চ, তোরে আমার সঙ্গে একজাগায় যেইতে হবে। এঁ্যা পলুর মা, কী র'ম যুগ পইড়েচে ভাব দি'নি। ঘর থেইকে মেইয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে চইলে যাচ্চে। কোনদিন শুইনব হাঁটুর নীচি থেকে ঠ্যাং দুটোরেই না ফুসলিয়ে নিয়ে চইলে যায়।

॥ পর্দা ॥

পঞ্চম দৃশ্য

অন্তরা

পর্দার সামনে। একদিক দিয়ে প্রবেশ করেন যতীন্দ্রনাথ ও পারুলবালা। অন্যদিক দিয়ে বটকৃষ্ণ। নেপথ্যে বাদ্যযন্ত্র বাজতে থাকে। তার ওপর ছাপিয়ে ওঠে নেপথ্যে মার্চরত পুলিশ বাহিনীর জনৈক অধিকর্তার অনুজ্ঞাগুলি, 'বাঁয়ে মোড়, তেজ্ চল্' ইত্যাদি। এ দৃশ্যে কারো কোনো সংলাপ নেই। সমস্ত দৃশ্যটিতে সব পাত্রপাত্রীই মূকাভিনয় করবেন। যতীন্দ্রনাথ পারুলকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন বটকৃষ্ণের কাছে মহীন্দ্রের বিষয়ে অভিযোগ করার জন্যে। বটকৃষ্ণ পুলিসের কর্তালভ্য গাম্ভীর্যে সব শুনলেন। এবং তারই ফাঁকে অসহায় পারুলকে জানিয়ে দিলেন সে যেন

এক্ষুনি মহীন্দ্রকে এ বিষয়ে জানিয়ে দেয়। বিপদ আসন্ন। মহীন্দ্র যেন যথাসত্বর পালিয়ে যায়! একদিকে যতীন্দ্রনাথ ও পারুল বালা অন্যদিকে বটকৃষ্ণ বেরিয়ে যান। [প্রস্থান]

ষষ্ঠ দৃশ্য

মহীন্দ্রের বিদায়গ্রহণ

দৃশ্যপরিচয় : আস্তাবল

পারুল ॥ [ঢুকে] ওগো, ওগো শুনছ ? আমি পলু!

মহীন ॥ [বিছানায় শুয়ে] কী, হোলো কী ?

পারুল ॥ কোত্থেকে আসছি জান ? তোমার বাঘা মামার কাছ থেকে। বাবা নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। বাবা মতলব করেছে তোমাকে ধরিয়ে দেবে। আমরা বেরোবার আগে আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, "যেমন করে পারো, ভাগনেকে খবর দাও। অন্তত কদিনের জন্যে ওকে মহারাণীর রাজত্ব ছেড়ে ফরাসী চন্ননগরে গা-ঢাকা দিতেই হবে"।

মহীন ॥ আরে দুর, ফ্রাসী-চন্ননগর। রাখো দিনি!

পারুল ॥ করছ কী, ভয়ে আমার গা কাঁপছে। আর তুমি খালি চীৎ হচ্ছ উপুড় হচ্ছ আর মশা মারছ। বাবা তোমার নাম করে বলেছে, ওকে আমি ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে জল স্পর্শ করবো না।

মহীন ॥ সে আর চিন্তার কী আছে ? জল খাবে না, ডাব খাবে। এসো, বোসো দিনি। ঝামেলা! কই এসো ?

পারুল ॥ বাঘা মামা আমাকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে বললে গত ডের বছরে মোটে আঠেরো মাসের মধ্যে জেল পালিয়ে তুমি ১১টা খুন করেছো, ৭ বার ডাকাতি।

মহীন ॥ তোমাকে বলে দিলো!

পারুল ॥ ইস্ বলোতো কী সাঙ্ঘাতিক! তাছাড়া আরো কী বললো জানো, আমি তো বিশ্বাসই করিনি, বললো, এই মোটে একমাস আগেও তুমি নাকি এক বাড়ীর দুই বোনকে নিয়ে পালিয়েছিলে? দুজনেই নাবালিকা!

মহীন্দ্র ॥ ভ্যাট্! ও মেয়ে দুটো আমাকে নিজের মুখে বল্লে, ওরা সাবালিকা! ফালতু! মামা কী বললে?

পারুল ॥ বলল, "ভাগ্নেকে বোলো, এতদিন আমার সাধ্যমত যতদূর যা পেরেছি, করেছি। ও যেন আমায় ভুল না বোঝে।" উঃ, কী হবে এখন?

মহীন্দ্র ॥ বেশ! তা আমাকে যদি যেতেই হয়, তাহলে আমার এই বিজনেসের ভার আর কে নেবে? তুমিই নাও।

পারুল ॥ এখন বিজনেসের কথা বোলো না। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। [কথার মাঝখানে মহীন্দ্র পারুলকে ধাক্কা দিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দেয়] ওগো, তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল, যে আমাকে ছাড়া আর কোনো মেয়েকে তুমি কখনো........ [মহীন্দ্র হিসেবের খাতা পারুলের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ারের হাতলে বসে]

মহীন্দ্র ॥ এই হোলো হিসেবের খাতা। আঃ গায়ে ভর দিও না। এখন এসব ভালো লাগছে না। সময় করে দেখে নিও, সবার

নাম পেয়ে যাবে। আজ পর্য্যন্ত কে কি দিয়েছে কোম্পানীকে সব লেখা আছে। মালপত্তর টাকা-পয়সা ব্যাঙ্কের হিসেব পোড়ো, তালেই সব বুঝতে পারবে।

পারুল ॥ তুমি ঠিক বলেছ। তোমার বিজনেসের দায়িত্ব তো আমাকেই নিতে হবে। নইলে আর স্বামীর সেবা করলুম কী? সব বউরাই তো তাই করে। আমাকে শুধু বল, শুধু বল—নাথ, আর কোনো মেয়েকে কখনো তুমি········

মহীন্দ্র ॥ খাতার শেষ পাতায় ব্যাঙ্কের হিসেব টোকা আছে। সেটা দেখে ফেলেছে নাকি?········কী যে বল? তুমি আমার এত ওব্‌গার করছো আর আমি····কী বলো দি'নি, মানুষ তো না কী?

পারুল ॥ মনে রেখো রাস্তায়, থানায়, জেলে—

['জেল' কথাটা শুনে মহীন্দ্র শক্ত হয়ে গেল। উঠে দাঁড়ালো। ডান দিকে চলে গেল। জামা খুলে হাত ধুতে লাগলো]

মহীন্দ্র ॥ খাতার শেষ পাতায় ব্যাঙ্কের হিসেব টোকা আছে। ওটা দেখে নিও।

পারুল ॥ দেখে নিয়েছি।

মহীন্দ্র ॥ যা ভেবেছি ঠিক তাই। (দ্রুত) শুধু তোমাকেই বলছি. আর কাউকে বলিনি এ পর্যন্ত, যে হারে টাকা পয়সা জমছে—ভাবছি এভাবে মশাল জেলে রাত বিরেতে ডাকাতি করব না দিন মানে বুক ফুলিয়ে ডাকাতি করব।

পারুল ॥ সে আবার করা যায় নাকি?

মহীন্দ্র ॥ কেন ? এখন তো ডাকাতির দল খুলে তার সর্দার হয়েছি, তা না করে কোন কারখানা খুলে তার মালিক হয়ে যাবো।

পারুল ॥ তাহলে (সুবিধেটা কি) ?

মহীন্দ্র ॥ এখন যত লোক খাটাই তারচেয়ে অনেক বেশী লোক খাটাবো। এখন ধরো এদের ঘণ্টা আটেক খাটালে চার ঘণ্টার টাকা মাইনে দিই। কারখানা খুললে আরও সুবিধে। দুঘণ্টার টাকা দিলেই ন্যাঠা চুকে যাবে। ডাকাতিটাও বড় হবে উপরন্তু সরকার আইন পুলিশ কারো বাবা কিছু করতে পারবে না। মানে যুগের সংগে পা ফেলে চলতে গেলে ডাকাতির লাইনটা একটু পালটে নেওয়া আর কী। ভাবছি দিন পনেরোর মধ্যেই—

[মহীন্দ্রের সাকরেদদের প্রবেশ]

গেঁড়ে ॥ সর্দার, এবেলা কীরকম কী কাজকারবার হবে, একটা কিছু ঠিক ঠাক কর !

মহীন্দ্র ॥ হ্যাঁ, আজকে কী যেন গেল ?

গেঁড়ে ॥ কিসমিস্ গেল। আজ সায়েবদের হাল খাতা !

জটা ॥ আর আর বছর এদিন থেকেই বছরের বউনি শুরু করি আমরা।

মহীন্দ্র ॥ হ্যাঁ, তো তোরা শুরু কর।

হরে ॥ তার মানে ? আসমি ?

মহীন্দ্র ॥ আমার এই শ্বশুরটা বড় পেছনে লেগেছে। কদিন সটকে পড়তে হবে।

ঘনা ॥ আবার চন্নননগর ?

মথুর ॥ তার মানে বাঘামামা পারলে না, না কী ?

জটাই ॥ এই শ্বশুর হারামজাদা পুলিশের ওপর নীচ খুব খাইয়েছে বোধ হয়।

গেঁড়ে ॥ আর হ্যাকো দিকিনি। করলি, করলি, এই যোবরাজের মোচ্ছবের মুখটায় ?

জটাই ॥ পুরো বছরটা ভেস্তে দিলি ?

ফটিক ॥ আর তুমি ছাড়া যোবরাজ, সর্দার, এযেন মাগ ছাড়া ফুলশয্যে।

মহীন্দ্র ॥ বাজে কতা রাখ্। আমি আমার এ বিজনেসের তদারকি কদিনের জন্যে আমার এই ইস্তিরির কাছে দিয়ে যাচ্ছি। কী ? বল ? [সে পলুকে ধাক্কা দিয়ে সামনে এগিয়ে দিয়ে পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকে সব লক্ষ্য করে :]

পারুল ॥ আপনারা কী বলেন ? আপনাদের সদ্দার কয়েকটা দিনের জন্যে আমাদের ওপর দলের ভার দিয়ে নিশ্চিন্তি থাকতে পারেন। আমরা এই কটা দিন মোটামুটি চালিয়ে নিতে পারব না ?

হরে ॥ না সে তো ভালোই। তবে কি না····আমনি বলে বলচি না বউদিদি····বুঝছিস তো কথাটা সবাই মানে এমনি মেয়েছেলে বলে বলছি এঁ্যা মানে যোবরাজের মরশুমে একজন মেয়েছেলে সদ্দার হলে····ইয়ে····

মহীন্দ্র ॥ কী পলু, তুমি কী বলো ?

পারুল ॥ (চীৎকার করে) হরিবাবু তুমি, বলছ মেয়েছেলে বলে বলেছ আমি বলে কিছু বল নি ? যদি বলতে, তবে আমার দলের এই সবাই মেরে তোমার বাপের নাম ভুলিয়ে দিত না ?

[পারুল সজোরে চড় পারে।]

[অল্প নিস্তব্ধতা....তারপর সবাই পাগলের মতো হাততালি দিয়ে ওঠে]

ঘনা ॥ ঠিক আচে বউদিদি, সদ্দারের অবত্তমানে আমরা তোমাকেই সদ্দার মানচি। তো পত্তেক রোববার যেমন মাইনে হয়, তোমার আমলেও তেমনি চলবে তো ?

পারুল ॥ হ্যাঁ, তাই।

সবাই ॥ বেশ, তাহলে এখন আসি সদ্দার। চলি বউদিদি। আসি বউদিদি। সাবধানে থেকো সদ্দার। জলদি জলদি ফিরো। বউদিদি, আমরা রাত্রে আবার দেখা করব, অ্যাঁ ?

[দলের সবাই চলে যায়]

মহীন্দ্র ॥ আচ্ছা, এবার চলি পলু। শরীরের দিকে নজর রেখো। আর যেমন বললুম রোজ বেশ সেজেগুজে থেকো, কেমন ?

পারুল ॥ তুমি আমার গা ছুঁয়ে কথা দাও, আমি ছাড়া আর কোনো মেয়ের দিকে তুমি কখনো........বিশ্বাস কর, আমি অন্য কিছু ভেবে বলছি না। বুজচ তো, কোথায় কী বিপদ হবে, ভেবে ভয়ে বুক কাঁপে আমার।

মহীন্দ্র ॥ কী যে বল তুমি, তার নেই (কাগজ দেখে) ঠিক। সন্দেশ ফেলে কেউ মিছরি খায় ? তুমি ছাড়া আমি অন্য মেয়েছেলেকে চিনিই না ! যাই তা'লে আজকে, অ্যাঁ ?

পারুল ॥ না, যেয়ো না। যা হয় হোক, তুমি আমার সঙ্গে থাকো।

মহীন্দ্র ॥ কী করব বলো ? তখন তো বুঝিনি, কোনদিন তোমাকে ছেড়ে কোথাও যেতে হবে।

পারুল ॥ আমাদের সুখের দিন চোখের পলকে ফুরোল।

মহীন্দ্র ॥ বুঝি নি, তখন বুঝি নি।

পারুল ॥ কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখলুম, আমি জানলায় দাঁড়িয়ে আছি, রাস্তা থেকে কারা যেন হেসে উঠল। চমকে আমি আকাশের দিকে তাকালুম। দেখি চাঁদটা, কেমন ক্ষয়ে গেছে যেন। চেনাই যাচ্ছেনা চাঁদটাকে।········ওগো কথা দাও, আমাকে ভুলবে না।

মহীন্দ্র ॥ না না পলু, কক্ষণো না। কোনোদিনই না। যাই পলু, যাই ?

পারুল ॥ এসো।

[ঢাকের গুড়গুড় বাজতে থাকে। পর্দা পড়তে থাকে]

সপ্তম দৃশ্য

অন্তরা

[মালতী ও জ্যোৎস্না লাফিয়ে পর্দার সামনে আসে]

মালতী ॥ তাহলে ঐ কতাই রইল বাছা। মহীন ডাকাইতেরে দেখলেই তুমি কালবিলম্ব না কর্যে আমারে জানাবে। কেমন ? দশটাকা বশ্‌কিস্। ঠিক আচে ?

জ্যোৎস্না ॥ কিন্তুক আম্‌নি যে বলচেন ওরে পুলিশে তাইড়িয়ে নে ব্যাড়াচ্চে ?

মালতী ॥ হ্যাঁ, তা কী ?

জ্যোৎস্না ॥ থা'লে কি আর ও পোড়ারমুকো এদান্তি সোনাগাচি মুকো হবে ভেবেচেন ?

মালতী ॥ আমার বয়স হইয়েচে মা ? আমি বল্‌তেছি তোমারে। বেলাতের পুলিশও যদি ওর পেছনে নাগে, তাও তাড়া খেইয়ে ও তোমাদের একানেই ফিরে আইসবে। মেইয়েছেলের নেশা বড় নেশা। দেখলুম তো অ্যাদ্দিন ! ও একবার ধইরলে কেউ আর সহজে ছাইড়তে পাইরবে না।

পোস্টার : **মেয়েছেলের কারণে সর্বনাশ**

পৃথিবীর সেরা পালোয়ান যত দেখেছি,
কী ভীষণ তেজ, কী তার শক্তি দেখেছি,
সে যেন হাঙ্গর, দুনিয়াটা তার সমুদ্দুর,
ছোট বড় তার কিছুতে নেইকো ভক্তি।
কে তাকে ডোবায় ? মেয়েমানুষ।
কতো জ্ঞানী দেখি, কত বিদ্বান,
রাজনীতিবিদ্ কতো
কতো না লড়ছে সমাজ সমাজ
আছে নীতিজ্ঞান কতো।
সারাদিন ধরে জ্ঞান দিয়ে ফেরে
রাত্তিরে সে তো ভিন্ন
কে তাকে ডোবায় ? মেয়েমানুষ।
এই তো দেখুন ফাঁসি হবে বলে দাঁড়িয়ে
লোকটাতো যাবে দুনিয়ার মায়া ছাড়িয়ে

সামনে মরণ বাড়িয়ে চরণ থমকে
তারো রক্ত তো উছলিয়ে ওঠে গমকে
কারণ কি তার ? মেয়েমানুষ।
মেয়ে সে দেখেছে মেয়ে সে পেয়েছে অগুন্‌তি
তবু আরো চাই এ নেশার এই নিয়তি
সারাদিন ধরে বুদ্ধিতে ফেরে
রাত্তিরে সে তো ভিন্ন।
কে তাকে ডোবায় ? মেয়েমানুষ।

॥ পর্দা সরে যায় ॥

অষ্টম দৃশ্য

দৃশ্যপরিচয় : নিষিদ্ধ পল্লী

সাধারণ সন্ধ্যা। একটু পরেই বেশ্যারা খদ্দের ধরার চেষ্টায় বেরোবে। একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছবি। কোনো মেয়ে আলো জ্বালছে শাঁখ বাজাচ্ছে, কেউ আয়না সামনে রেখে সাজছে। কেউ চুল বেঁধে দিচ্ছে কারো, কেউ গায়ে গামছা জড়িয়ে কাঠিতে সাজিমাটির সাবান বিঁধিয়ে মঞ্চ পার হল। কেউ আলতা পরছে। ঘরে হারমোনিয়ম ও ঘুঙুর তবলা বাজছে। একজন দু-গ্লাসে জল ঢালাঢালি করে শরবৎ বানাচ্ছে। আঁকশি জটাইকে দেবে। জ্যোৎস্না এক পাশে চুপ করে এসে বসল।

জটাই ॥ (আগের কথার জের টেনে হাসতে হাসতে) আজ কেন ?

আমার তো মন বলচে আর মাস-টেকের মধ্যে ও তোমাদের সোনাগাচির ছায়াও মাড়াবে না।

ঝিউড়ি ॥ মানুষটা বড় ভালো ছিলো বাবু, যাই বলো।

জটাই ॥ আরে সে তো তুমি মানচো আমি মানচি পুলুসের সেপাইরা কি মানচে? লোকটাকে একেবারে গো-তাড়ন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্চে। এখন সে যে মহারাণীর রাজত্বি ছেড়ে চন্নন নগর ফরাসডাঙায় কোতায় গিয়ে বসে শরবৎ খাচ্চে তা পুলুসের চোদ্দগুষ্টিও বলতে পারবে না।

[মহীন্দ্রর প্রবেশ]

মহীন্দ্র ॥ কই, আমার শরবৎ কই?

[মহীন্দ্রের পরণে সিল্কের পাঞ্জাবী এবং ধুতি। ব্রেখ্‌টের বিশেষ নির্দেশ আছে মহীন্দ্রনাথকে কখনোই যেন খুব ডাকাত মনে না হয়]

জ্যোৎস্না ॥ (চমকিত হয়ে বলে ফ্যালে) কই আমার শরবৎ কই?

জটাই ॥ (ভয় পেয়ে) সর্দার, তুমি পালাও নি?

মহীন্দ্র ॥ আরে যা যা! আজ লক্ষীবার, কতকগুলো জোব্বাপরা লাঠি-ধারী পুলিশের বাচ্চা পেছনে লেগেছে বলে সন্ধ্যেবেলার ওব্যেস ছেড়ে দেব না? এয়ার্কি! [গোল করে পাকানো কয়েকটা কাগজ মেঝেতে ফেলে দেয়] তা ছাড়া, ভীষণ মেঘ করেচে! [জুতো খুলতে থাকে] কোতাও যেতে ভালো লাগচে না, আজকে। [জ্যোৎস্নার থুতনিটা নেড়ে দেয়]

জ্যোৎস্না ॥ (কাগজগুলো তুলে) এ গুলো কী গো?

মহীন্দ্র ॥ ও থানার চার্জের লিস্টি ! বাঘামামা নিকে পাটিয়েচে। আমাদের নামে কী চাজ হয়েচে থানায়।

[আগের দৃশ্যে মহীন্দ্র যে ছাতাটা নিয়েছিলো হুবহু ঐ রকমই আর একটা ভিজে ছাতা নিয়ে ঢুকবো। ছাতাটা মেলে দিল স্টেজে]

জটাই ॥ [জ্যোৎস্নার হাত থেকে কাগজগুলো ছিনিয়ে নিয়ে] এর ভিতরে আমাকেও ঝুলিয়েছে নাকি ?

মহীন্দ্র ॥ কেন, তুই কি রাণীর জামাই নাকি, তোকে ছেড়ে দেবে ? দলের সবাইকে ঝুলিয়েছে।

জ্যোৎস্না ॥ [আর একজন বারাঙ্গনাকে] এই দ্যাক্ লো, বাবুদের সব কুকীত্তির লিস্টি করচে থানার বড়বাবু। এযে পাঁচালি গো ! [থামে, মহীন্দ্রকে] ওগো শুনচ ? দেকি হাত দেকি তোমার। ধর দিনি একটা আঙ্গুল [মহীন্দ্রের চোখের সামনে দুটো আঙ্গুল নাড়তে থাকে। একহাতে শরবতের গ্লাস ধরা, অন্য হাতে মহীন্দ্র জ্যোৎস্নার আঙ্গুল ধরতে যায়]

ছোটময়না ॥ [একটা ডিবরি ল্যাম্প এগিয়ে দেয় সামনে] ক্যান্‌লো তোর মতলবটা কী ?

মহীন্দ্র ॥ কী হবে, সম্পত্তি পাবো ?

জ্যোৎস্না ॥ না ওসব কিছু না।

ছুটকি ॥ অমন করে ওর দিকে নজর দিচ্চিস কেন লা জ্যোছনা ? ও মুখপুড়ি ! বাবা, গতরখাগী তাকাচ্চে দ্যাকো।

মহীন্দ্র ॥ কী হবে, বিদেশ যাত্রা ?

জ্যোৎস্না ॥ না ওসব কিছু না।

ছোটময়না ॥ তা'লে দেকচিস কী তাই বল না লো !

মহীন্দ্র ॥ তা যা দেকচিস্ দেকচিস্। ভালো হলে বলিস মাইরি, খারাপ কিচু হলে বলিস না। [আঙ্গুল ধরল]

জ্যোৎস্না ॥ (ব্যথা পেয়ে) আঃ ঠিক আচে।

আন্নাকালী ॥ কী বল্ !

জ্যোৎস্না ॥ বিপদ আচে, তবে একটা মেয়ের গুণে কেটে যাবে।

মহীন্দ্র ॥ কী করম বিপদ ?

জ্যোৎস্না ॥ এই মেয়েছেলের কারণেই বিপদ !

মহীন্দ্র ॥ কে মেয়েছেলে ? নাম বল দি'নি। তবে বুঝি তোর আঙ্গুল নাচানোর গুণ !

জ্যোৎস্না ॥ পুরো নাম বলতে পারবো না, তবে........বেশ আর একবার ধরো।

মহীন্দ্র ॥ [ধরতে ধরতে] তোর এই দু'আঙ্গুলে দুনিয়ার সব মেয়ের নাম নাচছে ?

জ্যোৎস্না ॥ সব মেয়ের নামের দরকার কী ? যে মেয়ের নাম চাও তারটা পেলেই তো হয়।

মহীন্দ্র ॥ (ধরে) বল্ ।

জ্যোৎস্না ॥ সেই মেয়ের নামের গোড়ায় বর্গীয় 'জ' আচে।

মহীন্দ্র ॥ ঘণ্টা আছে, 'প' আচে তার নাম পারুল।

জ্যোৎস্না ॥ যাই হোক, যোবরাজ বেলাতে যাবার আগেই তোমার এ ব্যাপারে কিচু একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

মহীন্দ্র ॥ আরে সে ঢের সময় আছে ! [**জটাই কর্কশ শব্দ করে হেসে ওঠে**] কীরে ; কী হল ? [**জটাইয়ের কাছে এগিয়ে যায়, পড়ে**]

বাজে কতা লিখেচে, মোট তিন জন ছিলো না ? [জটাই হাসে]
তবে ?….(জ্যোস্নাকে) তোর শাড়িটা তো দারুণ !

ঝিউড়ি ॥ হ্যাঁ, ঐ কিছু একটা পরতে হবে তো ?

ছোটময়না ॥ আমি বাবা সিল্কের শাড়ি পরি না, খদ্দেরেরা ভাবে এ মেয়ের রোগ আচে।

ঝিউড়ি ॥ আমি তো দেকেচি বাবা সিল্কের শাড়িতেই স্নবিধে বেশি।

ছোটময়না ॥ আমার বাবা স্নতীরই পয়। যেদিন সিলিক পরিচি সেই দিনই খদ্দের নেই।

আন্নাকালী ॥ (জ্যোৎস্নাকে) ওমা, তুই কোতায় চললি লা, জোছনা ?

জ্যোৎস্না ॥ বলব খনি, ফিরে আসি। [চলে যায়]

আন্নাকালী ॥ আমারে তো গদাইবাবু বলে….

ছোটময়না। কী ?

আন্নাকালী ॥ (একটু হেসে) বলে, তোর স্নতীই ভালো, মনে হয় ঘরের বউয়ের কাচেই আচি।

[জটাই হাসে]

মহীন্দ্র ॥ কী রে, শেষ ?

জটাই ॥ কোতায়, কোতায় শেষ ? এখনি শেষ ? সবে বলাৎকার এল !

মহীন্দ্র ॥ (আবার বসে। আন্নাকালীকে) তোর সেই বড় বড় লাল লাল ফুল দেওয়া শাড়িটা এখনো আচে ?

আন্নাকালী ॥ বাবা তোমার মনে আচে দেকচি !

মহীন্দ্র ॥ কিন্তু জ্যোৎস্না কোতায় বল দি'নি। ….শোন, তোদের

একটা গল্প বলি। অনেক অনেকদিন আগে তখন আমার এত নামডাক হয়নি।....শুনচিস্ ?

ঝিউড়ি॥ হ্যাঁ, অনেক অনেকদিন আগে।....তকন তোমার এত নাম ডাক হয়নি।

মহীন্দ্র॥ তখন একবার ভেবেছিলুম এ লাইন ছেড়ে দেব। সত্যি কতা বলতে কি, মাস ছয়েক ছেড়েই দিয়েছিলুম তকন। তকন তোদের এই জোছনাকে নিয়ে একজায়গায় ঘর ভাড়া করে থাকতুম। হয়েছেলো কী, জোছনাও আমাবই জানতো না, আমিও জোছনা বই জানতুম না। আর মেয়েটার মনটাতো দারুণ ভালো।

পোস্টার ঃ জোছনা পুলিস আলিল

[জ্যোৎস্না বাইরে ডানদিকের জানলার নিচে এসে দাঁড়ায়। পুলিসবাহিনী নিয়ে সুখেন সেন অদূরে অপেক্ষা করতে থাকে]

মহীন্দ্র॥ সে অনেকদিন আগের কথা, বহুবহুদিন আগে,
আমি একটি মেয়ের সঙ্গে ছিলুম অনুরাগে।
আমার তো ভাই ইচ্ছে ছিল তার শরীরে ক্ষিদে,
কাজেই যা যা হবার হোল ব্যাপারটা তো সিধে।
আমি তাকে আগলে ছিলুম, তার ছিলো খুব সায়,
কেউ বলে এ প্রেম না মশাই, আচ্ছা বেশ তো তাই।
তখন কেউ বাড়ীতে এলে, বিছনা ছেড়ে যেতুম,
ফর্সা চাদর গায়ে জড়িয়ে, কি যে খাতির পেতুম।

যাবার সময় বলতো লোকটা, ইয়ে নমস্কার,
পকেটে টাকা থাকলে দাদা সবই পরিষ্কার।

জ্যোৎস্না ॥ ঐ অনেকদিন আগের কথা, বহু বহুদিন আগে,
সে অনুরাগ ছিন্ন হলো ভিন্নতর রাগে।
পকেটে পয়সা কমে এলে প্রেমে পড়ে ভাঁটা,
যে ঠোঁটেতে খায়রে চুমো, সে ঠোঁট দেখে ফাটা।
কত্তা তখন বল্লে আমায় 'দূর হ পাজী মাগী,
আমি কেঁদে পায়ে ধরলুম, এমন গতর খাগী
ছ'মাস বড়ো সুখে ছিলুম, ছিলুম বড়ো ভালো
হায় গরীবের ভালোবাসা দুদিনেই ফুরালো····

দুজনে ॥ সে অনেকদিন আগের কথা বহু বহুদিন আগে।
মহীন্দ্র ॥ সে সব কথা ভাবতে এখন কেমন অবাক লাগে।
জ্যোৎস্না ॥ বুক কাঁপে থর থর আমার ছেলে ডাকে মা।
মহীন্দ্র ॥ যে ছেলেটা জন্ম নিলো আলো দেখলো না।
জ্যোৎস্না ॥ মায়ের শরীর আঁধার বড়ো তার চে' আধার মাটি,
মহীন্দ্র ॥ মাটি খুঁড়ে পুতে দিলাম প্রেমের ফসল খাঁটি।
জ্যোৎস্না ॥ ঘর একটা পেয়েছিলুম বউতো হলুম না,
মায়ের ব্যথা সবই পেলুম ছেলে পেলুম না।

দুজনে ॥ সে অনেকদিন আগের কথা বহু বহুদিন আগে
আমরা দু'জন সঙ্গী ছিলুম গভীর অনুরাগে।
[জ্যোৎস্নার নাচ শুরু হয়, মহীন্দ্রও নাচে যোগ দেয়। এরই মধ্যে জ্যোৎস্না পুলিসদের ইসারা করে; তারা

চারিদিক থেকে মহীন্দ্রকে ঘিরে ফেলে। হঠাৎ মহীন্দ্র যেন চেতনা ফিরে পায়।]

মহীন্দ্র॥ (নাচতে নাচতেই চিৎকার করে) এ শালা রাণ্ডীখানা থেকে বেরুবার কি রাস্তা নেই রে !

[সুখেন মহীন্দ্রের হাতে হাতকড়া পরাতে যায়, মহীন্দ্র তার বুকের ওপর ধাক্কা মারে। সুখেন্ উল্টে পড়ে যায়। মহীন্দ্র লাফ দিয়ে জানলা গলে বেরিয়ে যায়। কিন্তু বাইরে দাঁড়িয়ে অন্যান্য পুলিশেরা। সুখেন উঠে দাঁড়িয়ে মহীন্দ্রকে ধরে। মহীন্দ্রের পেটে লাথি মারে। লাথি খেয়ে মহীন্দ্র পিছিয়ে যায়। পকেট থেকে রুমাল বার করে জামা ঝাড়ে। সুখেনের নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। পুলিশেরা হাতকড়া পরিয়ে মহীন্দ্রকে নিয়ে যায়।]

জ্যোৎস্না॥ শুনচ, ও জটাই ঠাকুরপো, কী হয়ে গেল ছাকো এইদিকে।

জটাই॥ [এতক্ষণ এত মন দিয়ে পড়ছিলো সে এইসব কিছুই লক্ষ্য করে নি] সদ্দার কোতায় ?

জ্যোৎস্না॥ [অথচ চোখ দিয়ে জল পড়ছে] ওমা, পুলুশ এসেচিলো যে ! ধর্র্যে নিয়ে গেল ওরে।

জটাই॥ যাঃ বাবা। ককন ? ছাকো দিনি। আর আমি ইদিকে পড়চি তো পড়চি। ধ্যে মাইরি—[চার্জশীট ছুঁড়ে মারে মেঝেতে। চার্জশীট মেঝেতে ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গে সব আলো ঝপ করে নিভে যায়। পর্দা পড়ে।]

নবম দৃশ্য

পোস্টার ঃ—জোছনা ধরাইল লতু ছাড়াইল

দৃশ্য পরিচয় ঃ থানা

বটকৃষ্ণ ॥ ধন্যি বাবা এই মেয়েগুলো—এই জোছনা। খারাপ মেয়েছেলে আর কাকে বলেছে! তুই যার কাছ থেকে মাস মাস টাকা পাচ্ছিস তারই সঙ্গে বদমাইশি করছিস্! তুই যতীন পালের দশটা টাকার লোভে এখানে বলে দিয়ে গেলি কিনা মহীন এখন তোদের ওখানে রয়েছে।····আমি বাবা আমার কর্তব্য করেছি, যদ্দিন পেরেছি সামলেছি। যখন পারলুম না, মহীনের বউ এসেছিল, খবর পাঠালুম, 'গতিক খারাপ মহীনকে গা-ঢাকা দিতে বলো।' একে বলে কর্তব্যবোধ। আর তুই ব্লাডি প্রস্‌টিটিউট যার নিমক খাচ্ছিস্ তারই পেছনে ছুরি বসাচ্ছিস্। আমাকে ছাখতো মহীনের কাছ থেকে টাকা পাই, সব সময় চেষ্টা করি ওর কিসে ভালো হয়। পুলিশ হিসেবে গভর্ণমেন্টের মাইনে খাই সবসময় (কাশি)····এই নতুন অফিসারটিকে নিয়ে হয়েছে আমার যন্তন্না! এই ছোকরা সুখেন সেন। একে তো গোঁয়ার, তায় আবার ছোঁড়াটার প্রাণে ভয়ডর বলে কিছু নেই। যেখানেই বিপদ সেখানেই ছোঁড়া যেন হামলিয়ে পড়ে। বুঝবি দুদিন বাদে বুঝবি। কত রকম করে পাকেপোকারে বোঝালুম—এ যে সে নয়, এ মহীন বাবা, শত হস্তেন বাজিনা, মেরে বাপের নাম ভুলিয়ে দেবে। একে অ্যারেস্ট করতে যেয়ো না। অ. কে. কার কতা শোনে? এমনিতে গিয়ে দেখবে,

চিড়িয়া ভাগ গিয়া, তারপর যে কটা চেলা চামুণ্ডা আছে , ওখানে, সবাই মিলে যখন সুখেনটাকে ধরে আচ্ছা করে মার দিয়ে সারাজন্ম নুলোকানা করে রেখে দেবে, তখন বুঝবে। তখন কোন্ যতীন পাল তোকে আজন্ম পোষে আমি দেখব। ....কেন বাবা মহীন তোর কোন্ পাকা ধানে মই দিয়েচে? যখন যা পায় বেচারা সব সময় ভাগ দেয়। বেশতো, পছন্দ না হয় বল্, স্রেফ আমার খাঁইটা বেশি এতে চলবে না, অ্যাতো দিন। তা না, ঘুষই নেবো না। একীরে, বিয়ে করে বউয়ের সঙ্গে ঘর না করলে যে অধম্ম, পুলিশ হয়ে ঘুষ না খেলে তাই রে।....ঠিক আচে বাবা, তুমি দুদিনের যুগী, ভাতকে বল অন্ন, দেখব গরমেণ্ট তোমাকে পোমোশন দিয়ে কোন টংয়ে চড়ায়। ওসব আদশ্য ফাদশ্য এক কালে আমারও ছিল বাবা, দেখলুমতো ও কিছুতেই কিছু না। যে যেমন পারো লুটেপুটে খাও, সবার ওপরে আমিই সত্য তাহার উপরে নাই। (বাইরে গণ্ডগোল)

নেপথ্যে ॥ হুকুমদার! ফ্রেণ্ড!! পাস্ ফ্রেণ্ড্ অল্স্ ওয়েল্!!

নেপথ্যে সুখেন ॥ "চলো, সিধালেকে চলো। বড়া সাবকো কামরা পৌঁছাও।"

[একই সঙ্গে বটকৃষ্ণ কথা ওভারল্যাগ করে]

বটকৃষ্ণ ॥ হে ঠাকুর এ যে জলে ভাসে শিলা।

নেপথ্যে সুখেন ॥ চলো।

বটকৃষ্ণ ॥ মহীনকে সত্যিই অ্যারেস্ট করে এনেছে ছোঁড়াটা, হে ঠাকুর।

[মহীন্দ্র গর্বিতভাবে* ঢোকে। দু-পাশে চারজন পুলিশ ঢোকে। তারা বটকৃষ্ণকে স্যালুট করে প্রস্থান করে।]

বটকৃষ্ণ ॥ [মহীন্দ্রের কঠোর দৃষ্টির সামনে দীর্ঘ নীরবতার পর] মহীন, বুঝতেই পারছ ভাগনে, আমার হাত ছিল না....আমি যদ্দূর পেরেচি....এই ভাগো হিঁয়াসে—যাও।

[মহীন্দ্রের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশটির প্রস্থান]

কী করে ধরা পড়লে তুমি ? আমি যে তোমার ইয়েকে দিয়ে খবর পাঠালুম, তুমি কি ঐ জোছনার ঘরেই ছিলে ?

নেপথ্যে ॥ হুকুমদার ! ফ্রেণ্ড ! পাস ফ্রেণ্ড ! অল্‌স্‌ ওয়েল !

অ্যাঁ, কী বলো....(কেঁদে ফ্যালে) তুমি কি ভাবছো আমি ধরিয়ে দিয়েছি। অ্যাঁ, কী, ওরম করে তাকাচ্ছো কেন ? কী মহীন বলো ও ভাগ্নে....মহীন (দর্শকদের) দেখছেন, আমাকে বিশ্বাস করছে না ! আমি পুলিশ বলে আমার বন্ধু আমাকে বিশ্বাস করছে না....

[কাঁদতে কাঁদতে প্রস্থান]

মহীন ॥ আর মামা, আমরা আর কটা। তোমাদের মতো লোকেরা যদি সব বড় বড় চেয়ার দখল করে না থাকত তো দেশের এই হাল হয় ? পথমটায় তো ভেবেছিলুম, ঢুকেই মারব বেটার পেটে এক লাথি। তারপর ভাবলুম, না থাক। চাণক্য বলেচে, গায়ের জোরে শাসন করবে তাকে যার গায়ে জোর আছে, আর কড়া করে তাকিয়ে শাসন করবে তাকে যার গায়ে জোর নেই।" তাই চাণক্যের কথা মাফিকই ব্যাটাকে কাৎ করেছি। না, কথাটা বোধহয় চাণক্যের নয়। কে জানে কার! যাইহোক

চাণক্য তো এমনি অনেক জ্ঞানের কতা বলেছে, এটাও বললে পারত। কোনো তো অসুবিধে ছিল না।

[সুখেন বাইরের দিকে থেকে ভেতরের দিকে মঞ্চ পার হয়ে যায়।]

কিন্তু এখন (চারিদিকে তাকিয়ে) কেলেংকারি হয়েচে! আমি যে নানা জায়গায় বিয়ে করে ফেলেছি। তার মধ্যে একটা মেয়ে হল লতু, এই বাঘামামার মেয়ে। এই খেয়েচে, ছুঁড়ী যে ড্যাবডেবিয়ে দেখচে আমাকে (দর্শকের দিকে এগিয়ে) গতবার তো দেখেছি, এখানে ঢুকতেই ছুঁড়ী স্নো-পাউডার মেকে দৌড়ুতে দৌড়ুতে হাজির। বাঘামামার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিলুম আর কী। বোঝ ঠ্যালা, বাঘামামা যদি জানতে পারে যে, ওর অজান্তে আমি ওর মেয়েকে ফুসলিয়ে বিয়ে করে রেখেছি, তাহলে মামা আর যাই হোক জীবনে অন্তত একবার বেড়ালের মতোও তো দু' একটা আঁচড় কামড় খেঁ খেঁা ঝাড়বে। [চুকচুক····জিভের শব্দ] যাই বলুন, দুনিয়ায় সুখ নেই।

[পোস্টার বাইরের দিকের থেকে ভেতরের দিকে যায়]

পোস্টার :—সুখী জীবনযাপনের গুপ্তকথা

জ্ঞানীদের তো খুব খাতির। তারা সব সময় বই মুখে করে বসে আছে। খাবার মুখে করার টাইমই নেই। বাবা, না খেলে ইঁদুর মরে যায়, মানুষ তো দূর অস্ত। জ্ঞান তো খুব শুনি, প্লেন লিভিং হাই থিঙ্‌কিং। তা এই প্লেন লিভিং-এর শেষটা কোথায় বলতে পারেন? এদেশে তো বেশির ভাগ মানুষেরই

বাধ্য হয়ে প্লেন লিভিং!* একবেলা খাওয়া, তাও যা খায় তার চেহারা দেখলে, খালি হাই থিঙকিং বেরুবে। মোশাই, এখান থেকে সুমেরু-কুমেরু অব্দি ধরুন, কোনো ঘুঘু, কোনো প্যাঁচা পর্যন্ত একবেলা খায় না। আর ধন্য মশাই আমাদের দেশ। কবিরা তো বলে, পাখিরা নাকি সুখী। ভালোই বলে। অন্ততঃ পেট পুরে খাবার সুখ তো তাদের আছে। মনের আনন্দে আকাশে উড়ছে। যার পকেটে মালকড়ি আছে, তারও এই সুবিধে। মোদ্দা কথা, যার টাকা আছে সে সুখী। পাখির মতো সুখী। ধরুন কখনো কখনো আমি নিজেকেও তো বলি, আচ্ছা রে মহীন, তোর ব্যাপারটা কী? তুই ব্যাটা ছোটলোক এমন মানবজন্ম তোর বিফলে গেল। একবার কি চেষ্টা করেও দেখলি জ্ঞানীগুণী কিছু একটা হওয়া যায় কি না! তারপরেই আবার ভাবি, তাহলেই তো চিত্তির! পকেটে একটা পয়সা নেই, জ্ঞানী হতে গিয়ে তো না খেয়ে খেয়ে ফিট্ মানে অজ্ঞান হয়ে যেতুম।

ব্যস্! তাই গরীব-জ্ঞানী সব বাবাদের খুরে খুরে দণ্ডবৎ। আমার ওসব ঝামেলিতে সখ নেই বাবা। আমি নিখচ্চায় সার বুঝেচি, যার টাকা আছে, তার মহত্ত্ব-ফহত্ব গুণ জ্ঞান আছে।

[লতুর প্রবেশ]

লতু ॥ এ কী মহীনবাবু যে! 'নমস্কার।

মহীন ॥ হুঁ।

লতু ॥ ধরা পড়লেন কী করে?

মহীন ॥ একী—ব্যঙ্গ?

লতু॥ ফাঁসিতে মরাই আপনার বিধিলিপি, আপনাকে কে শোধরাবে বলুন ?

মহীন॥ ছী, ছী, ছী, ছী, একি, স্বামীকে এসব কথা বলতে আছে লতু ?

লতু॥ স্বামী ? কার স্বামী বলুন তো ?

মহীন॥ লতু, সাবিত্রীর গল্প জানো ?

লতু॥ জানি জানি। অমন সত্যবানের মতোন স্বামী হয় তো সাবিত্রী হওয়া মানায়। তুমি যে যতীন পালের মেয়েকে বিয়ে করেচো, ভাবচো আমি শুনিনি, না ?

মহীন॥ যতীন পাল ? যতীন পাল কে ? ও হোঃ হোঃ [হাসিতে দম বন্ধ হয়ে আসে]

লতু॥ তার মানে ?

মহীন॥ আহাহা কী যেন নাম মেয়েটার ? পুলু না পলু। হ্যাঁ হ্যাঁ তা কী ?

লতু॥ (একটু নিভে গিয়ে) তুমি তাকে বিয়ে করোনি ?

মহীন॥ (খুব হেসে) বিয়ে।

লতু॥ (আরও নিভে) তুমি পলুকে বিয়ে করোনি ?

মহীন॥ ও তাই তুমি····তা এই অদ্ভুত খবরটি পেলে কোত্থেকে ?

লতু॥ কেন, বাবা গল্প করেছিলেন।

মহীন॥ তোমার বাবা ? (দার্শনিকের মতো হাসি)

লতু॥ কেন, বাবা মিথ্যে বলেছেন ?

মহীন॥ না, তোমার 'বাবা' যখন বলেছে, তখন মিথ্যে বলি কী করে ? মেয়েটা আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

লতু ॥ তবে ?

মহীন ॥ সে আর বলে কি লাভ ? আমার ওপরে তোমার তো আর বিশ্বাস নেই।

লতু ॥ কেন, বিশ্বাস থাকবে না কেন ?

মহীন। কোতায় বিশ্বাস !

লতু ॥ তা কী হয়েছে, মেয়েটা তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলো, তারপর ?

মহীন্দ্র ॥ তারপর—না থাক।

লতু ॥ না বলো না, বলো না !

মহীন ॥ এবার যখন ধরা পড়েইছি তখন এই শেষ। এবার ফাঁসিতো নিঘ্যাৎ। শুধু দুঃখু থেকে গেল, শয়নে স্বপনে যার কথা ভেবে ভেবে ধরা পড়ে গেলুম, সেও আমাকে বিশ্বাস করল না। হায় দুনিয়া !

লতু ॥ না, কী হয়েছিলো বলো না। আমি বিশ্বাস করব।

মহীন ॥ না থাক, আমার দুঃখু আমারই থাক।

লতু ॥ ছী ছী, তুমি বলো না কী হয়েছিল। ঐ পলু কী করেছে ?

মহীন ॥ সে বিয়ের জন্যে হন্যে পড়া এক আইবুড়ো মেয়ে। এক মিনিট আলাপ হতে না হতেই বলে—"মহীনদা, আমাকে বিয়ে করচো কবে ?" হুঁ। আমি তো অবাক ! বললুম, দ্যাখো পলু, তুমি আমার বোনের মতন। আমার বিয়ে হয়ে গ্যাছে বোন। একটি মা-মরা মেয়ে সব জেনে শুনেও আমার গলায়

মালা দিয়েচে। সে যে আমার বিহনে কী দিন কাটাচ্ছে সে কি আমি জানিনা।

লতু॥ সত্যি তুমি বোঝ। (ছল্ ছল্ কান্না)

মহীন॥ আমি বুঝলে কি হবে, সে বুঝতে চায় না। কোনো কথা না বলে সোজা বেরিয়ে এলুম।

লতু॥ তারপর ?

মহীন॥ তারপর থেকে আজ অব্দি সে মেয়ের ছায়া মাড়াইনি। যে এমন কথা বলতে পারে তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখলে—

লতু॥ আমি জানতুম না।

মহীন॥ আচ্ছা তুমি বিশ্বাস করো, কোনো মানুষ তোমার মতো বউ থাকতে সন্দেশ ফেলে কেউ মিছরী খায় ? লতু, মরে যাবার আগে তুমি শুধু একবার বলো, তুমি আমাকে ······(গলা বন্ধ হয়ে আসে)

লতু॥ আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলছি, আমি যা বলেছি তার একটাও আমার মনের কথা নয়। (কাঁদতে থাকে)

মহীন॥ কেঁদো না, এখন আমার চেয়ে আর সুখী কে।

[পলুর প্রবেশ]

পলু॥ কই কোতায় ? ওগো। [মহীন লতুর আঁচলে মুখ ঢাকে যেন মুখ মুছছে।] শোনো। (আঁচল সরিয়ে দেয়) ওগো শোনো, ধরা পড়েছো তো আমার কাছে লজ্জা কী ? আমি তো তোমার বউ।

লতু॥ বউ—ও মা ! এ আবার কার বউ ?

পলু ॥ বউয়ের কাচে আবার স্বামীর লজ্জা কী? কোথায় ধরা পড়লে তুমি? জটাইবাবু বলল, তুমি নাকি মেয়েপাড়ায় জোছনা বলে একটা মেয়ের কাচে গিয়েছিলে? তুমি আমার গা ছুঁয়ে কথা দিয়েছিলে না? ওরা সব খারাপ মেয়েছেলে, ওদের বিশ্বাস করতে আছে? ওগো সবাই বলছে, তোমার নাকি ফাঁসি হবে? না, আমি চুপ করব না। আমাকে চুপ করতে বোলো না। ওরকম চোখ বড় বড় করে তাকাচ্ছ কেন? আমাকে বোকো না, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

লতু ॥ ওমা এ আবার কী? ধরা পড়লো আমার স্বামী, বুক ফাটছে তোর, যা বাব্বাঃ।

পলু ॥ ও কে গো? তোমার কে?

লতু ॥ শুনচো, ওগো, এ তোমার কে?

মহীন ॥ আঃ একটু চুপ করো দিনি। হাতে বালা পরে বসে আচি, কী করে এই বিপদে উদ্ধার হই তাই ভাবতে ফাঁক পাচ্ছি না। গোদের ওপর বিষ ফোঁড়া। তোমাদের সামাল দিই, ভোগা দিই কী করে তার নেই ঠিক। আর দুজনে মুখের সামনে কুত্তার লড়াই লাগিয়ে দিলে। (ভেংচে) শুনচো এ তোমার কে? শুনচো, এ তোমার কে?

[খোলের বাজনা শুরু]

পলু ॥ বলো না গো, পরশু রাতে তোমার সাথে আমার বিয়ে হয় নি?

লতু ॥ বলো না গো, ভাদ্দর মাসে তোমার সাথে আমার বিয়ে হয়নি?

পলু ॥ আমি মা বাবাকে লুকিয়ে তোমাকে বিয়ে করি নি?

লতু ॥ আমি বাবাকে লুকিয়ে তোমাকে বিয়ে করিনি ?

পলু ॥ তুই কে ?

লতু ॥ তুই কে ?

পলু ॥ তুই কে ?

লতু ॥ তুই কে ?

[গান]

পলু ॥ মুখপুড়ী লো হতচ্ছাড়ী ঘুঁটে কুড়নীর ঝি,
উঁচ কপালী চিরুণ দাঁতী বলবো তোকে কি ?
বুঝলে গো, একে কিছু বলবো না, বলবো না।

লতু ॥ বলবি তো বল না গো
বলবি তো বল না গো।

পলু ॥ বলতে গেলে গা গুলোয় মা,
বলবো না বলবো না।

লতু ॥ বলবি তো বল্ না গো
বলবি তো বল্ না গো।

পলু ॥ ভদ্দঘরের মেয়ে আমি
বলবো না, বলবো না।

লতু ॥ বলবি তো বল্ না গো
বলবি তো বল্ না গো।

পলু ॥ (তুই) বিয়ের জন্যে হন্যে ছুঁড়ি
বলবো না, বলবো না।

লতু ॥ বলবি তো বল্ না গো
বলবি তো বল্ না গো।

পলু ॥ পরের সোয়ামী কাড়তে আসিস্
বলবো না বলবো না।

লতু ॥ বলবি তো বল্ না গো
বলবি তো বল্ না গো।

পলু ও লতু ॥ আমার সঙ্গে পিরীত তাহার
আর কারে সে তো জানে না,
পলু/লতু বলে তার প্রাণপাখী কাঁদে
আর কারে সে তো জানে না।
অন্যের সাথে দেখিলে আমারে
কেঁদে মরে সে যে যাবে গো
আমি ছাড়বো না ছাড়বো না !
ও যে আমার প্রাণের প্রিয়
ছাড়বো না ছাড়বো না।
ও যে আমার প্রাণের সখা
ছাড়বো না ছাড়বো না।
ও যে আমার পুণ্যিমে চাঁদ
ছাড়বো না ছাড়বো না।
ও যে আমার আর জনমের
ছাড়বো না ছাড়বো না
ছাড়বো না ছাড়বো না....

মহীন ॥ হরিবল ! হরিবল !! বুদ্ধি এয়েচে।

লতু ॥ অ্যাঁ, কী বলছ ?

মহীন ॥ না, তোমায় বলিনি, তোমাকে আর আমি কী বলব ? (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) তোমার জন্যে আমার দুঃখু হয়। লুকিয়ে বিয়ে করেছিলে, একদিনের জন্যেও ঘর বাঁধতে পারলে না। এবার ফাঁসিতে ঝুলব, বিধবা হবে !

পলু ॥ একে····একে তুমি সত্যিই···· ?

মহীন ॥ হ্যাঁ পারুল। না জেনে যে একে কত দুঃখু দিয়ে গেলুম, মরেও শান্তি হবে না আমার।

পলু ॥ তাহলে আমি তোমার কে ?

মহীন ॥ কেন, বোন !

পলু ॥ তুমি আমার—

মহীন ॥ দাদা। ভাই বোনের চেয়ে পবিত্র সম্পর্ক এ পৃথিবীতে আর কী আছে পারুল ?

পলু ॥ কী, তুমি বলছ, তুমি আমাকে বিয়ে করোনি ?

মহীন ॥ কী ! তুমি বলছ আমি তোমাকে বিয়ে করেছি ! এতদূর ! ছী-ছী পারুল, (চোখের দিকে তাকিয়ে) শোনো, তুমি আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে, কিন্তু আমি তো তোমাকে বিয়ে করতে চাইনি। আমি যে সংযম দেখালুম তুমি তো কথা দিয়েও তা দেখাতে পারলে না পারুল। মানুষের চরিত্রই তো আসল। যার চরিত্র নেই, তার আর কী রইল, বলো।

লতু ॥ তবে, গ্যাখো ভাই ঠাকুরঝি, শুধু শুধু তোমার সাথে এতক্ষণ ধরে কী বিচ্ছিরি ঝগড়া করলুম। ওমা, কী লজ্জা হচ্ছে আমার।

পলু ॥ লজ্জার কাঁথায় আগুন। আমাকে চেনোনা তুমি। বেহায়া কোথাকার! এ আমার স্বামী, আমি এর বউ—ব্যস্। একে ছেড়ে আমি এক পাও নড়বনা। (কেঁদে ফেলে) দেখি তো তুই কী করতে পারিস। আবার বলে ঠাকুরঝি—তোর চোদ্দগুষ্টির ঠাকুরঝি।

লতু ॥ কী!! তুই আমাকে চোখ রাঙাস্? বাঁদরী!

পলু ॥ শূয়র! এক ঘুঁসিতে তোর থোতা মুখ ভোঁতা করে দেব।

লতু ॥ আরে যা যা, ছোটলোক কোথাকার!

পলু ॥ কী। কী!! তুই····তুই আমাকে বলিস্। (ভ্যাঁ করে কেঁদে দেয়)

[মালতীর প্রবেশ]

মালতী ॥ এই তো। ঠিক যা ভেবেচি তাই! তাই তো বলি। —মেয়ে যাবে কোতায়? এই পলু, চল····এক্ষুণি বাড়ি চল ও জামাই ব্যাটা বসে আছে যেন যাগ্‌গবল্ল মুনি।

পলু ॥ না মা, আমি যাবো না, ছ্যাখচো না—

মালতী ॥ আয়—ভালোয় ভালোয় চলে আয় বলচি!

লতু ॥ যাও ঠাকুরঝি, যাও। মার কথা কি ঠেলতে আছে? ছিঃ।

পলু ॥ চোপ! খবদ্দার ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি বলবি না।

মালতী ॥ পলু চ, এক্ষুণি চ।

পলু ॥ না, আমি এখন যাবো না মা। ওর সঙ্গে আমার কতা আচে।

মালতী ॥ কী কতা সোয়াগী, কতা শোনাচ্ছে তোর চোপা আমি ভেঙ্গে দেব না। চ। (চুলের ঝুঁটি ধরে টানতে থাকে)

পলু ॥ ওঃ বাবা।

[মালতী পলুকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে বার করে নিয়ে যায়]

মহীন ॥ যাই বলো লতু, হাজার হোক মানুষের মন তো? মেয়েটার জন্যে আমার দুঃখুই হয়। নইলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে যা মিথ্যে কথা বলল, তুমি বোধহয় ওর ঢং দেখে গোড়ায় খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলে—না?

লতু ॥ হ্যাঁ সে একেবারে ঐ গোড়ায়। তারপরেই সব বুঝতে পেরেছি। তুমি ভাবছ আমি অতই বোকা, না?

মহীন ॥ হেঃ হেঃ লতু।

লতু ॥ কী?

মহীন ॥ (ঘাড় নেড়ে) না, এমনি!

লতু ॥ কী বলো না।

মহীন ॥ (ঘাড় নেড়ে) না।

লতু ॥ না বলো না।

মহীন ॥ (যেন হঠাৎ) আমার সব জীবন মরণ তোমার হাতে।

লতু ॥ আবার বলো।

মহীন ॥ আমার সব জীবন মরণ তোমার হাতে, তুমি আমাকে বাঁচাও লতু।

লতু ॥ অমন করে বোলো না, আমি কী করব বলো।

মহীন ॥ তুমি বেরিয়ে তোমাদের ঘরের দিকে বারান্দার ঐ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ঘরে চলে যাও, কেমন। লতু—কেউ যেন দেখতে না পায় তুমিই আলোটা নেভালে, অ্যাঁ?

লতু ॥ তারপর ?

মহীন ॥ তারপর আমি সামলে নেব।

লতু ॥ আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে চলো।

মহীন ॥ তোমাকে ? কেন ?

লতু ॥ বারে আমি তোমার—

মহীন ॥ ও হ্যাঁ হ্যাঁ ভুলেই গিয়েছিলুম তোমাকে ছাড়া তো আমি একদণ্ডও থাকতে পারিনা। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে—মানে সময়টা খারাপ তো।

লতু ॥ না, তাতে কী। আমিও তোমার সঙ্গে যাবো, বেশ সুন্দর খবরের কাগজে নাম বেরুবে।

মহীন ॥ হ্যাঁ তোমার তো বেরুবে, আর আমার যে কী বেরুবে। পরশু....পরশু....পরশু হচ্ছে....তুমি ভেবো না, তৈরী হয়ে থেকো, আমি নিজে তোমাকে নিয়ে যাবো, ঠিক চারটেয় পেছনের দরজায় গাড়ি নিয়ে দাঁড়াবো। শিস্ দেবো তিনবার, তুমি চট্ করে চলে এসো।

লতু ॥ ঠিক ?

মহীন ॥ মাইরি বলছি, বিশ্বাস করো।

লতু ॥ বেশ—ভুলো না।

মহীন ॥ পাগল।

লতু ॥ ভুলোনা।

মহীন ॥ পাগল।

[লতুর প্রস্থান]

মহীন ॥ পাগ— ! এখন ভালোয় ভালোয় এ যাত্রা পার হয়ে গেলে

বাঁচি বাবা। পরশু;…পরশু আমি এ তল্লাটে নেই। যেমন তোমার বাপ একটি কেবলুস, তেমনি তুমি! বাপ একটি গোবিন্দ, তুমি একটি পাঁচী। হেঁ…।

[আলো নেভে]

[মহীন বেরিয়ে যায়। সুখেনের গলা নেপথ্যে]

সুখেন ॥ আরে বাত্তিকো কেয়া হুয়া? জমাদার হরবন্ত, হুশিয়ার!

[সুখেনের বাতি হাতে প্রবেশ : ছাখে—মহীন নেই]

সুখেন ॥ এ কী!

[হুইসেল্ বাজতে থাকে, বাইরে আরো হুইস্‌ল বাজে, দু'জন জমাদার ঢোকে]

সুখেন ॥ উস্‌তরফ সে পিছে কা কেওয়াড়ী দেখো, জলদী! বদমাস ভাগ গয়া।

[সুখেন পেছনের দিক থেকে দৌড়োয়, বাকী দু'জন উল্টো দিক দিয়ে চলে যায়। অন্ধকারে বটকেষ্টর গলা শোনা যায়]

বটকৃষ্ণ ॥ ভাগনে, ও ভাগনে, আছো নাকি, শুনচো, মহীন—

যতীন ॥ নমস্কার বেয়াই মশাই।

[মঞ্চে আলো জ্বলে ওঠে বটকেষ্ট চমকে ছাখে মঞ্চে দাঁড়িয়ে আছে যতীন পাল]

বটকৃষ্ণ ॥ কে? (বলেই নার্ভাস হয়ে পড়ে)

যতীন ॥ আপ্‌নি যখন ওর "মামা" তখন আপ্‌নি আমার বেয়াই!

বটকৃষ্ণ ॥ কে আপনি?

যতীন ॥ আজ্ঞে অধীনের নাম শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ পাল।

বটকৃষ্ণ ॥ যতীন্দ্র নাথ পাল!

যতীন ॥ (বলতে থাকে) মহীন্দ্রনাথেরে আমিই ধইরে দিয়েছি, সরকারী মতে হাজার টাকা আমার প্রাপ্য! তা আম্‌নি তার পরিবর্ত্তে আঁধার ঘর আলো কইরে নিজে একা বিরস বদনে বইসে ছিলেন বড়বাবু, করুণার প্রতিমূর্ত্তি, যেন সদ্য বিধবা। ডাইরি করেননি বুঝি এখনো, বেশ।

বটকৃষ্ণ ॥ (গজগজ করে) তা আপনি কে, আপনাকে আমার কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

যতীন ॥ ছী-ছী-ছী-ছী—কী-যে বলেন বড়বাবু, আমি হলুম গরীব-গুব্বো লোক, ইদিক উদিক কইরে খাই। পুলিশিরি চটালে যাবো কোতায় বলুন! বুইলেন না, পুলিশের কতা শুইনলেই কেমন যেন ঘাম ঘাম অস্বস্তি রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, বুইলেন না?

বটকৃষ্ণ ॥ তা এসব কথা আমাকে শোনাচ্ছেন কেন?

যতীন ॥ হেঃ হেঃ। আপনার এত সততা, এত সাহস, তাও আসামীরে ধইরে রাইখতে পাইরলেন না, আপনি যে কী মনোকষ্ট পাচ্ছেন তা কী আর বুইঝতে পাচ্চিনা বড়বাবু, তাই দু'কতা বলা।

বটকৃষ্ণ ॥ কী যে বাজে সিস্টেমের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হয় তা আপনারা পাব্‌লিক যদি বুঝতেন!

যতীন ॥ নিশ্চয়ই বুঝি বড়বাবু, আন্দাজ তো করি ছিস্টেম খুবই বাজে। তাই বলিকি, কষ্ট কইরে এহানে দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে ইদিক-উদিক না দুইলে বাসায় চইলে যান, গরমজলে চান কইরে বেগুন

ভাজা আর ক্ষীর সহযোগে গণ্ডাটাক ফুলকো ফুলকো লুচি খেইয়ে কোলবালিশ জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ুন গে, সকাল নাগাদ শরীরটা ঝরঝরে বোধ কইরবেন, মনোকষ্টও কইমবে, আর নানা কাজে দেইখবেন ছিস্টেম-মিস্টেমের কতাটা ভুলেই যাবেন।

বটকৃষ্ণ ॥ তার মানে ?

যতীন ॥ মানে যতেটো ভুইলে থাকা যায় আর কী, এই ছিস্টেম মিস্টেম ভাই বলেও মনোকস্ট !

বটকৃষ্ণ ॥ আপনি বলতে চান জান প্রাণ কবুল করেও আমার লোকটার পেছনে দৌড়োনো উচিত ছিলো ?

যতীন ॥ না না না না, সে কী কতা, কক্ষণো কিছু কবুল করবেন না। বড়বাবু, ওর মধ্যি যাবেন না।

বটকৃষ্ণ ॥ তার মানে।

যতীন ॥ কী জানেন বড়বাবু, এই মহীন্দর খবর আমি আপনাকে আবার এইনে দেব, এবার নিজে ডাঁড়িয়ে থেকে ডাইরি করাব, ডাইরির পাতাও অবিশ্যি আপনি ছিঁইড়ে ফেইলবার চেষ্টা করবেন, তাতে কিসুনা, আবার খবর দেব, এই খেলা তো তদ্দিনই চইলবে যদ্দিন না………

বটকৃষ্ণ ॥ যদ্দিন না—

যতীন ॥ আপনারে একটা ইতিহাসের কাইনি বইলে যাই। খুব বেশি বইয়ে ঘটনাটা লেখে না, আপনার শুইনে ভালো লাইগবে। এই সিপাহী বিদ্রোহের সময় একজন পুলিশের অপিসার মীরাট শহরে এক সিপাহীরে ছেইড়ে দিয়েলো। সিপাহীটা ছিলো অপিসারের বাইল্য বন্ধু। অফিসারেরে গুলি

কইরে মারা হইয়েছিলো। সিপাহীটার কী হইয়েছিলো ইতিহাসে পাইনি অবিশ্যি!

বটকৃষ্ণ ॥ তাতে কী?

যতীন ॥ কিছু না কিছু না। এমনি গপ্পটা বইলে গেলাম বড় বাবু। আচ্ছা নমস্কার। [প্রস্থান]

বটকৃষ্ণ ॥ এতো আচ্ছা ঘোড়েল লোক। মুখের ওপর অপমান কইরে চইলে গেল। আচ্ছা দেখাচ্চি। কোই হ্যায়।

নেপথ্যে ॥ হাঁ হুজুর।

বটকৃষ্ণ ॥ ছোটো সাব কো সেলাম দো। জলদি।

[ঢাকের গুড়গুড় বাজনা বেজে ওঠে, পর্দা পড়তে থাকে]

দশম দৃশ্য

অন্তরা

[মহীন্দ্র ও জ্যোৎস্না লাফিয়ে পর্দার সামনে চলে আসে। গান শুরু হয়।]

মহীন্দ্র ॥ এই ফাঁকেতে ভদ্দবাবু শুনুন দিয়ে মন
আপনাদেরই সামনে কিছু আছে নিবেদন।
পাপীতাপী ঢের লোকই যে নেই তাতে সন্দেহ
কিন্তু তাদের ভাত জোটে না জানেন কি তা কেহ?
ভরাপেটটাকে খাইয়ে দিয়ে তবে দেবেন জ্ঞান
জ্ঞানে দেখুন কাজ হয় না লাগেই পুলিস ভ্যান।
শরীরটাতো বাঁচলে আগে তবে মনের কাজ
ঢাকটা আগে থাকবে ছাওয়া তবে তো আওয়াজ।

নেপথ্যে ॥ মানুষ তবে বাঁচে কিসে ?

জ্যোৎস্না ॥ যখন বাবু বলেন আমরা খারাপ মেয়ে ছেলে
ভদ্দমেয়ে ভালো মেয়ে যখন আমরা নই
তখন শুনুন একটা কথা পষ্ট করে কই
ভদ্দ মশাই থাকে না কেউ পেট ভরে না খেলে
দেরী হয়ে গেছে বাবু তবু লিখুন খাতায়
ভাত চাট্টি খেতেই হয় যখন বসি পাতায়
শরীরটা তো বাঁচলে আগে তবে মনের কাজ
ঢাকটা আগে থাকবে ছাওয়া তবে তো আওয়াজ।

নেপথ্যে ॥ মানুষ তবে বাঁচে কিসে ?

জ্যোৎস্না ॥ মানুষ তবু বাঁচে কিসে শুনুন বাবু বলি,
লোক ঠকিয়ে লোক পিটিয়ে কেঁদে ককিয়ে
চুরি চামারি করেই বাবু ভরে সবাই থলি
মানুষ জাতি নিজের জ্ঞাতি এই কথাটা ভুলি।

নেপথ্যে একত্রে ॥ অতএব মহাশয় শুনুন দিয়া মন
বাঁচে যারা পাপী তারা
প্রমাণ করুন—নন্!

পর্দা

বিশ্রাম দশ মিনিট

একাদশ দৃশ্য

পোস্টার : যতীন্দ্রের প্যাঁচ

দৃশ্যপরিচয় : ভিক্ষুকাশ্রম

[বিভিন্ন ভিক্ষুকরা নানারূপ বোর্ড লিখিতেছে, "১৯ বৎসর পূর্বে সিপাহী বিদ্রোহের সময় মহারাণীর প্রতি ভক্তিবশতঃ বিদ্রোহী সিপাহীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া চক্ষু খোয়াইয়াছি।" ইত্যাদি]

যতীন ॥ বাপগণ, এই মুহূর্তে, ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের এই শীতার্ত নিশীথে, এই কইলকাতা শহরে আমাদের এগারটি আশ্রমের তোমরা সমেত, সাত হাজার চারিশত বত্রিশ জন কানা-খোঁড়া ল্যাবা-হাবা হাঁদা-বোচার দল এমনি কতশত ল্যাখা লিখে ইংলণ্ডেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র যোবরাজ এড্‌ওয়ার্ডের সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত থাইকবার প্রস্তুতি কইরচে। এই কতা ভেইবে উৎসাহ পাও। ফল নিশ্চিত পাবে।

মালতী ॥ অতো কতা কিসির ? তুমি চলো দিনি, ভেতরে চলো। পুরোনো ঘিয়ের পলতে চুষে বেরোয় ! সারাদিন ধূলোয় কাদায় হাঁপ ধইরে যাবে তোমার। মনদিয়ে কাজ কইরবে, আঁচল ভইরে ভিক্কে পাবে। কাজও নেই, ভিক্কেও নেই। (চুলের মুঠি ধরে টেনে বেঁকিয়ে) তোর কী বিধি ? তুই নিজেরে কী সাজাবি ? অন্দ নাকি ? তা চোক খুইলে নেক বাবা ! চক্কের নজর এত কম হইলে অন্দ সাজা যায় ? এমন ব্যাঁকা ব্যাঁকা অক্ষর কি বাপ অন্দে লেখে ? ট্যারায় লেখে ? কী হাতের নেকাই কইরেচ ! এ

যেন পায়ের নেকা। ১

যতীন ॥ অন্দনোকের হাতের নেকা ভাল না হইলে লোকের মায়া হয় রে শূয়র ? অ্যাঁ ? নেক, ভালো কইরে নেক।

[প্রস্থান। নেপথ্যে বাদ্য ভাণ্ড]

একজন ভিক্ষুক ॥ পুলুসের সেপাইরা সব পঙ্‌ক্তি দেচ্চে, সব নতুন নতুন সেইজে, চইক মইকে নাটি বাগিয়ে ঘ্যাটম্যাট কইরতে কইরতে সায়েব বাচ্চারে স্যালাম কইরবে এই মনোবাসনা। অ্যাকনো ধনরা বোজেনি, আমরাও রাস্তায় বৈইরুবো। তখন বাচা কারে সামলাবি, রাণীর বাচা সামলাবি, না কানীর বাচা সামলাবি ? অ্যাঁ ?

[গোপালের দ্রুত প্রবেশ]

গোপাল ॥ পালমা পালমা—

মালতী ॥ কী, কী ? মরণ। কদ্দিন বলিচি না মাসী ডাকবি ? পালমা, পালমা—

গোপাল ॥ মাসী, মাসী !

মালতী ॥ কী।

গোপাল ॥ গণ্ডাটেক বৈবুশ্যে এইচে মাসী। বইলতেচে, তাদের নাকি কী ট্যাকাকড়ি পাওনা আচে, তাই নিতে এয়েচে !

[বেশ্যাগণের প্রবেশ]

জ্যোৎস্না ॥ কই গো, ভালোমানুষের মাগ।

মালতী ॥ ও, তোমরা এয়োচো, চিনেচি। মহীন্দ্রর ডাকাতরে সেপাইয়ের থনে ধইরে দিইচিলে সেইজইন্যে ট্যাকা চাইতে

এয়োচো বুজি ? অঁ। তা তোমাদের পাওনা সব বরবাদ হইয়ে গিয়েচে, বুয়েচ ?

জ্যোৎস্না ॥ মহীনেরে যে সেপাইয়ের থনে ধরিয়ে দিয়েচি তার ট্যাকাটা ?

মালতী ॥ তোদের যে অ্যাৎক্ষণ আস্টেপিস্টে নাথাতে নাথাতে বের কইরে দিইনি, এই তোদের মা-বাপের গোজন্মের পুণ্যিফল। আবার বলে ট্যাকা !

জ্যোৎস্না ॥ নাথাতে নাথাতে, না গো, নাথাতে নাথাতে, না ? বলি ও ভালোমানুষের মাগ, আমাদের দোষটা কি পেলে শুনি ?

মালতী ॥ দোষ ? তোরা যারে ধইরে দিয়েচিলি, সে হারামজাদা সেপাইরে ঠকিয়ে আবার পাইলেচে, এই দোষ। সে যদি ধরা থাইকতো, টাকা পেইতে, সে পাইলেচে, তোদের টাকাও পাইলেচে। যা, সোজা হিসেব !

জ্যোৎস্না ॥ সোজা হিসেব ? কিন্তুক মাসী, আমাদের বুদ্ধিটে আবার একটু ট্যাড়া মতন, বুইলে না ? অমন সব ভাতার সোয়াগী—কতা আবার আমাদের মাতায় ঢোকে না। তার মানে, তুমি বোলতেচো, ও পাইলেচে, ট্যাকা দেবে না। ওরে যদি আবার ধইরে আনি, ট্যাকা দেবে, এই তো ?

মালতী ॥ পটু, এদের নাতিয়ে বেইর কইরে দাও তো বাবা।

[গোপাল মহিলাদের দিকে এগিয়ে যায়। সে লাথি মারতে যাবে, জ্যোৎস্না ধরে তার পা মুচড়ে দেয়]

জ্যোৎস্না ॥ তা একন যদি আমি তোরে নাতাই রে মুখপোড়া? তোর চোদ্দগুষ্টি নাতাই, তোর মাসী নাতাই, তোর মেসো নাতাই ?

[লাথি মারতে থাকে, গোপাল পালিয়ে যায়]

[যতীনের প্রবেশ]

যতীন ॥ কী, কী হয়েচে ? থাম থাম মা ! কী হয়েচে ? অ, তুমি বুজি ওদের পাওনা ট্যাকা দাওনি অ্যাহনো ? চুক্‌ চুক্‌ ! তা হ্যাঁ মা, মহীন্দ অ্যাহনো সেপাইয়ের থানে আচে না পাইলেচে, অ্যাঁ ?

জ্যোৎস্না ॥ (ভেংচে) আচে না পাইলেচে, আবার মুকডারে ছুঁচোর মতো কইরে চুক চুক কইরতেসে শূয়োর !

যতীন ॥ উঁ উঁ হাসতিচ ক্যানো ! হাসতিচ ক্যানো । দেকতিচ না, কাজের কতা হচ্চে ।

জ্যোৎস্না ॥ এই এদের মতলবে পইড়ে অরে আমি সেপাইয়ের থনে ধইরি দিয়েসি । সারা রাইত ধরে মেজেয় পইড়ে পইড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁইদেসি, হায় হায়, কার কতা শুইনে আমি কারে ধইরে দিয়েসিরে, ক-গণ্ডা পয়সার নোভে ! হায় হায় ! সে যে আমারে ভালবেইসেচে গো ! তারপর এই তিনপোয়া ঘণ্টা আগে, কী হইয়েচে, জানিস ? আমি কেঁইদে কেঁইদে সবে ঘুমে ঢুইলেসি, নীচের থেইকে শুনি কে সিটি শিস্‌ মাইরচে । ও মা ধড়মইড়ে উইটে দেকি রাস্তায় ডাঁরিয়ে আমার মহেন নাগর ইশারা কইরেচে, যা হইয়েচে হইয়েচে, যা কইরেচিস বেশ কইরেচিস, চাবিটা ছুঁইড়ে দে, তালা খুইলে তোর ঘরে ঢুকি, ঘুম পেইয়েসে । বোজ, আমি তারে দাগা দিয়েসি, সেই দাগা ভুইলবে বইলে, সে আমারে ভালবাইসতে এইসেচে । শুইনে বোজ, এই আমি বইলে দেলাম, রাণীর রাজত্বে যদি একটা ভদ্দরনোক থাকে । তো সেই মহীনবাবু । শুদু কি

আমি লা ? তার কত্তববজ্ঞান বোজ ! আমার ঘরে একপাত্তর খেইয়েই সে গিয়ে ঢুকলো আমাদের ছোট ময়নার ঘরে। আমি এহানে বেরুবার আগে বইলে আলাম, কিনা, ও ছুঁড়ীও তোমার জইন্যে সারারাইত কেঁইদেচে।

যতীন ॥ (নিজে নিজেই) ছোট ময়না....

জ্যোৎস্না ॥ বোজ ! সে হইল মরদের বাচ্চা, সে হইল ভদ্দরনোক। আর তোরা হলি সেপাইয়ের থুকচাটা কুকুর, বুঝলি লেড়ী কুকুর ?

যতীন ॥ পটু, এক্ষুনি ছুইটে থানায় চইলে যাও। বড় দারোগাবাবুরে খবর দাও। মহীনগুপ্তো সোনাগাছিতে ছোট ময়নার ঘরে রইয়েচে। যাও ! ছোটো। [গোপাল প্রস্থান করে] তা হ্যাঁ মা'গণ, কতায় কতা না বাড়িয়ে তোমরা একদণ্ড চুপ কইরে বইসো দিনি আমি তোমাদের পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দিচ্চি, বুইঝলে। আর ইয়ে, পলুর মা আমার মাদের এট্টু খেজুরপানার সরবৎ দাও দিনি, শীতির ভোরে জিনিসটা উপকারী। যাও ঝগড়া-বিবাদ মানুষে করে ?

মালতী ॥ ছোট ময়না !

[স্লাইড্]

যতীন ॥ নে নে তোরা আবার ভ্যাবা হইয়ে দেখতিচিস কী ? কাজে লাগ কাজে লাগ। তোদের সবার এই মাদের দশা হইতো, যতি না আমি উজযুগ কইরে এই বয়সে সারারাইত জেগে তোদের গতিক কইরতুম। তোরা দুটো পয়সা পাবি, এই

ভাইবতে ভাইবতে আমার দিন গেল বুঝলে মা। নিজির জইন্যে আর কিচুই কইরতে পাল্লাম না।

[মালতী আবার ঢোকেন]

মালতী ॥ নে দে দিকিনি ওদের।

যতীন ॥ চলো পঙক্তিতে ডাঁরাও, পঙক্তিতে ডাঁরাও। কাগজপত্র গুটায়ে ফেলো, আর দু পোয়া ঘণ্টার ভেতর বড়লাটের বাড়ির সামনে হাজির হইতে হবে, বুঝিচ?

[ভিখিরিরা লাইনে দাঁড়ায়]

[গোপাল ছুটে ঢোকে]

গোপাল ॥ পালবাবা, কোতায় যাই, পতেই দেকি আমাদের এহানে সেপাই আসতিচে! সঙ্গে বাঘাকেস্ট।

যতীন ॥ নুকিয়ে পড়, নুকিয়ে পড়। (মালতীকে) বায়া তবলা বাদ্যভাণ্ড সব পস্তুত রাকো, যেই শুইনবে বলচি 'অসহায়'—বুজিচ, 'অসহায়'—

মালতী ॥ 'অসহায়'? তার মানে? বোজায়ে বল।

যতীন ॥ বোজায়ে বলব আমার মাতা। বলতেচি যেই বলব 'অসহায়'—

[নেপথ্যে: 'সিপাহী চলে আও']

মানে এই হচ্চে ইশারা— 'অসহায়' শুইনেই যা হোক গান ধরাবে! যাও—এসো দিনি!

[মালতী বেরিয়ে-যান! কণ্ঠে গুনগুন 'অসহায়—অসহায়', যেন কিছুই হয়নি! সব ভিখিরিরাই জামাকাপড় ইত্যাদির আড়ালে তাদের জিনিসপত্র লুকিয়ে ফ্যালে!

শুধু একটা ভিখিরি যার হাতে 'সিপাহিদের দ্বারা অত্যাচারিত অনাথা' লেখা বোর্ড ছিল, সে লুকোতে পারে না। বটকৃষ্ণ অনেক সিপাহী নিয়ে ঢোকে]

বটকৃষ্ণ ॥ এই যে, আপনিই যতীন্দ্রনাথ পাল না কি ? ভিক্ষুকরাজ ? আপনাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এই ওর কোমরে দড়ি বাঁধো। ও, রাত জেগে এই সব লেখানো হচ্ছিল বুঝি ?

যতীন ॥ নমস্কার বটকিষ্টবাবু, নমস্কার। তা এই অসময়ে গরিবের কুটিরে ?

বটকৃষ্ণ ॥ মানে ?

যতীন ॥ কী মনে কইরে ?

বটকৃষ্ণ ॥ এ লোকটা কি আমার সঙ্গে কথা বলছে ? কার সঙ্গে বলছে বলো তো ? তোমাদের কারো সঙ্গে এর আগে পরিচয় হয়েছে—নাকি ?

যতীন ॥ ও, মহাশয়ের বুঝি আমার সংগে পরিচয় নেই ? অ্যাঁ, বটকিস্টবাবু ? তা বেশ।

[হরবখ্‌ত দড়ি পরায়]

যতীন ॥ শুনুন, একটা কতা বলি বটকিষ্টবাবু। দড়ি তো দেকচি মোটে একটাই। তা এখান থেইকে আপনার থানায় যেইতে মাঝপথে যদি আমি ফেরারী আসামী মহীন্দনাথেরে ফের ধরিয়ে দিই, তো তার কোমরে পরাবার সময় এই দড়িটা খুইলে নেবেন তো নাকি, অ্যাঁ ? মানে আমি আবার তার সন্ধান পেইচি।

বটকৃষ্ণ ॥ এই লোকটা কী আবোল তাবোল বকছে বলো তো ? আঃ, সুখেন, হেসো না একটা কথা বলো তো, এই এত বড়

একটা জঘন্য অপরাধী এই এতদিন পর্যন্ত কলকাতার রাস্তায় বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতে পারছে কী করে ?

যতীন ॥ আমি বলব ? সে যে নগরপাল বটকিষ্টবাবুর বন্ধুলোক, মহাশয়।

বটকৃষ্ণ ॥ কে বন্ধু ?

যতীন ॥ কেন, মহী-ডাকাইত। আমি না। আমি অপরাধী নই মহাশয়, আমি নেহাৎই একটা গরিব গুবেবা মানুষ, আর গরিব বলেই এত সহজে কোমরে দড়ি পরাতে পাইরলেন। যাক গে। বলছিলুম কি বটকিষ্টবাবু, আপনার দিন খতম হইয়ে এইসেচে, আপনার এই লম্পঝম্পই শেষ লম্পঝম্প বুইঝলেন ? তার আগে একটু খেজুরপানার শরবৎ খাবেন নাকি, শীতের দিনে জিনিসডা উপকারী, অ্যাঁ। তুমি তো মা গেলাস এখনো এঁটো করনি, এই হাতে গুাও, আমি তোমারে আরো পরে দেওয়াচ্ছি। দাও দাও, এসব ধরো বন্ধুবান্ধব নোক। আজ আমার একে দরকার, কাল তোমার ওকে দরকার বুইলে না ? সবাইকে তো আইন মেইনে চইলতে হয়। তার তো নানান অসুবিধে। সেইজন্যেই এইসব বন্ধুত্ব আর কি। (ঘড়ি দেখে) সাড়ে পাঁচ। রাণীর সেপাইরা সব নাটভবনের দিকি এগিয়ে চইলেচে। আর আদঘণ্টা পরেই রাইজ্যের যতো গরিবগুবেবারা যুবরাজের দর্শন কইরতে নাটভবনের দিকে এগিয়ে যাবে, বুজিচেন ?

বটকৃষ্ট ॥ জানি। তাহলে আমার মতলবটাও আপনার জানা দরকার। আর আধঘণ্টার মধ্যেই আপনার এই আশ্রমের

সমস্ত ভিখিরিদের কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে পুরবো আমি। তারপর কী হবে জানেন, আপনার এ আশ্রমটিকে আমি আগুন লাগিয়ে ছাই করে দেব। আপনি আমাকে কাল সন্ধ্যেবেলায় শাসিয়ে এসেছিলেন মনে আছে, এটা তার শাস্তি। আপনি যে ভিখিরিদের সমাবেশ ঘটিয়ে যুবরাজের সংবর্ধনাসভা বানচাল করবার চেষ্টা করছিলেন, এটা তারই দাওয়াই, বুঝেছেন ?

যতীন ॥ না বুঝিনি। ভিখিরিদের কথা কী বলছেন ?

বটকৃষ্ণ ॥ এই যে, আপনার সব কর্মচারিবৃন্দ। এই সব লেখা কাগজপত্র সুদ্ধ এই রাজভক্ত প্রজাদের প্রত্যেককে হাজতে পোরা হবে।

যতীন ॥ ও হো! (হেসে) হো! আচ্ছা! আরে ডাঁরান ডাঁরান! ভাগ্যে আপনি আগ বাড়িয়ে আপনার মতলবডা খুইলে বললেন, নইলে কী বিচ্ছিরী বেআইনি কাজ করতে যাচ্ছিলেন বলুন তো, বটকিস্টবাবু ? আরে ছী-ছী, আপনি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, রাজপুরুষ, তা আপনার ইচ্ছে হইলে আপনি যা খুশি কইরতে পারেন। সে বিষয়ে বাধা দেব এ ক্ষ্যামতা আমার কোতায় ? আর এরা সব আপনার দাসতুল্য, এদের আপনি কয়েদে পুইরে ভাত খাওয়াবেন, সে তো এদের বায়ান্ন পুরুষের সৌভাগ্য, সে কতা নয়। তবে কি জানেন, আপনি ভুল ভেইবেচেন, এই হচ্চে কতা। এরা সব হইল গিয়ে আপনার অত্যন্ত নিরীহ, অত্যন্ত অসহায়, অসহায়, অসহায়, অসহায়........

[বাজনা শুরু হয়]

বটকৃষ্ণ ॥ এ আবার কী,? কিসের গান ?

যতীন ॥ আমার এ ক্ষুদ্র আশ্রমে ছেইলে মেইয়েদের প্রত্যহ কিছু গান বাজনা শিক্ষা দেওয়া হয় কিনা, এ তারই একটা। শুনুন পথমে, এ বড় শিক্ষার গান !

[গান গাইতে গাইতে ভিক্ষুকদের প্রবেশ]

কই হে, সব গলা খুইলে গাও।

(ভিক্ষুকদের গান)

একদা মনেতে ভাবনা আছিল
বুদ্ধিতে পার পাব
এ বৃহৎ আশা আছিল মাইরি যৌবনে
এখন দশম দশাতে দেখিনু
সকলই বুদ্ধি ফাঁকি
পেট চনচন দারুণ খিদেতে
বুদ্ধি কি ধুয়ে খাবো ?
দেখেশুনে বলি ঃ ধ্যায় শালা
কলিকার ধোঁয়া যেমন পাকায়
তেমনি করিয়া উচ্চমার্গে শেষে
এ ভাবে বাঁচার হয়ে যাক ফয়শালা

[সমস্বরে "হরিবোল"]

দেখেছিনু দেশে একালেতে শেষে
ভালো লোকই হরিদাস
তাই মনে লেগেছিল সন্দ
সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরেছিনু

সমস্ত ভিখিরিদের কোমরে দড়ি বেঁধে হাজতে পুরবো আমি। তারপর কী হবে জানেন, আপনার এ আশ্রমটিকে আমি আগুন লাগিয়ে ছাই করে দেব। আপনি আমাকে কাল সন্ধ্যেবেলায় শাসিয়ে এসেছিলেন মনে আছে, এটা তার শাস্তি। আপনি যে ভিখিরিদের সমাবেশ ঘটিয়ে যুবরাজের সংবর্ধনাসভা বানচাল করবার চেস্টা করছিলেন, এটা তারই দাওয়াই, বুঝেছেন ?

যতীন ॥ না বুঝিনি। ভিখিরিদের কথা কী বলছেন ?

বটকৃষ্ণ ॥ এই যে, আপনার সব কর্মচারিবৃন্দ। এই সব লেখা কাগজপত্র সুদ্ধ এই রাজভক্ত প্রজাদের প্রত্যেককে হাজতে পোরা হবে।

যতীন ॥ ও হো! (হেসে) হো! আচ্ছা! আরে ডাঁরান ডাঁরান! ভাগ্যে আপনি আগ বাড়িয়ে আপনার মতলবডা খুইলে বললেন, নইলে কী বিচ্ছিরী বেআইনি কাজ করতে যাচ্ছিলেন বলুন তো, বটকিস্টবাবু? আরে ছী-ছী, আপনি ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, রাজপুরুষ, তা আপনার ইচ্ছে হইলে আপনি যা খুশি কইরতে পারেন। সে বিষয়ে বাধা দেব এ ক্ষ্যামতা আমার কোতায়? আর এরা সব আপনার দাসতুল্য, এদের আপনি কয়েদে পুইরে ভাত খাওয়াবেন, সে তো এদের বায়ান্ন পুরুষের সৌভাগ্য, সে কতা নয়। তবে কি জানেন, আপনি ভুল ভেইবেচেন, এই হচ্চে কতা। এরা সব হইল গিয়ে আপনার অত্যন্ত নিরীহ, অত্যন্ত অসহায়, অসহায়, অসহায়, অসহায়........

[বাজনা শুরু হয়]

বটকৃষ্ণ ॥ এ আবার কী,? কিসের গান ?

যতীন ॥ আমার এ ক্ষুদ্র আশ্রমে ছেইলে মেইয়েদের প্রত্যহ কিছু গান বাজনা শিক্ষা দেওয়া হয় কিনা, এ তারই একটা। শুনুন পথমে, এ বড় শিক্ষার গান !

[গান গাইতে গাইতে ভিক্ষুকদের প্রবেশ]

কই হে. সব গলা খুইলে গাও।

(ভিক্ষুকদের গান)

একদা মনেতে ভাবনা আছিল
বুদ্ধিতে পার পাব
এ বৃহৎ আশা আছিল মাইরি যৌবনে
এখন দশম দশাতে দেখিনু
সকলই বুদ্ধি ফাঁকি
পেট চনচন দারুণ খিদেতে
বুদ্ধি কি ধুয়ে খাবো ?
দেখেশুনে বলি ঃ ধ্যায় শালা
কলিকার ধোঁয়া যেমন পাকায়
তেমনি করিয়া উচ্চমার্গে শেষে
এ ভাবে বাঁচার হয়ে যাক ফয়শালা

[সমস্বরে "হরিবোল"]

দেখেছিনু দেশে একালেতে শেষে
ভালো লোকই হরিদাস
তাই মনে লেগেছিল সন্দ
সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরেছিনু

বাঁকা পথে ভাই আমাদের হাঁটা
সে এক বিষম দায়
এগোবার পথ যেদিকে তাকাই
সকল দিকেতে বন্ধ
আরে তাই তো বলিরে ; ধ্যুর শালা
কলিকার ধোঁওয়া যেমন পাকায়
তেমনি করিয়া উচ্চমার্গে শেষে
তোমার বুদ্ধি হয়ে গেছে ফয়সালা।
[সমস্বরে] 'হরিবোল'
'বল হরি'
'হরিবোল'
'দারোগাসায়েবকে'
'খাটেতোল !'

যতীন ॥ শুইনলেন তো সায়েব। এদের যতি আপনি ধইরে নিয়ে যান, আমি রাজদরবারে খবর পাটাব, আমারও নৌক আচে, যে, আমার আশ্রমের ছেলেমেইয়েরা নানা সাজে সেইজে গান গেইয়ে যুবরাজেরে সম্বর্ধনা জানাবে বইলে পোস্তুত হচ্ছিল, বটকিস্টবাবু সন্দেহকমে ভুল কইরে তাদের হাজতে পুইরেসেন, বোঝলেন ? সঙ্গে সঙ্গে খালাশ আপনারে নিয়ে হাসাহাসি, বলা যায় না, ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্যে আপনার চাকরিডিও খতম হইয়ে যেইতে পারে। তাই না ? তাছাড়া, রেইখে ঢেইকে লাভ নেই। আমি বিজনেসম্যান ভিখিরিদের নিয়েই বিজনেস্ আমার। আমার এক্তিয়ারে মোট কর্মচারীর সংখ্যা

সাত হাজার চাইরশো বত্রিশ। যতি বেশি টেড়িবেড়ি করেন এই সব কটা ভিখিরিরে আমি নাটভবনের সামনে ডাঁর করিয়ে রেইখে দেব। যোবরাজ সম্বর্ধনা সভায় বেরুবার পথ পাবেন না। বাতবিসর্প রোগ চেনেন বটকিষ্টবাবু, বাতবিসর্প? ভিখিরিদের তো হামেশাই হয়। ঐ রোগ মুখে নিয়ে সওয়া সাত হাজার লোক ভেইবে দেকুন দৃশ্যটা।—আপনারা যুবরাজের সম্বর্ধনার জন্য পথঘাট সামলাবেন, না, এই ভিখিরি তাড়াবেন? আর মারধোর করতে গেলেই এই সব লোক চেঁচাবে, কাঁদবে, হৈ হৈ করবে, সেকি একটা দিশ্য হবে বটকিষ্ট বাবু? এতে কি আর আপনার সুনাম অক্ষয় থাইকবে না আপনার মতো একটা মানী লোকের মান বাইড়বে। পলুর মা একি সায়েব দাঁইড়ে রয়েচেন। বাবাজী তুমি দড়িটা আমারে দাও আমি ধরতিচি, তুমি ভেতরের ঘর থেইকে একটা কিছু এইনে তোমাদের কালাসায়েবরে বসাও।

বটকৃষ্ণ॥ (সুখেনকে) এ লোকটাতো ভয় দেখাচ্চে আমাদের। এতো মহা বেপরোয়া কুচক্রে লোক, একে বিশেষ ঘাঁটিয়ে কাজ নেই কি বল? রাজ্যের বর্তমান অবস্থা এবং বৃহত্তর শৃঙ্খলার কথা ভেবে একে ছেড়েই দেওয়া যাক্, কি বল?

যতীন॥ তাতে কী হয়েছে বাবু। বাল্যকাল শিক্ষার সময়, শিখে নিন। শোধরাবার সময় পাবেন। তিনি একা মানুষ, গরিবদের ভালোমন্দ কোনো কিচু ঘটাবার আগে সাতবার ভাববেন, বুইলেন? গরীবের শক্তি বড় বেশি। আপনি যেমন বটকিষ্ট তারাও তেমনি হটকিষ্ট, বুইঝলেন?

মা জোছনমনি, মহীন্দ্র একন কোতায় আচে বলচিলে মা ?

জ্যোৎস্না ॥ ছোট ময়নার ঘরে।

বটকৃষ্ণ ॥ এ্যাই এ্যাই রস্মি খোল। সুখেন যাও সোনাগাছিতে ছোট ময়নার ঘরে মহীন আছে, তাকে ধইরে আনো।

[সুখেন এবং দু-জন কনেস্টবল্ চলে যায়]

যতীন ॥ তা হইলে মহী ডাকাইতের ফাঁসি হচ্চে বটকিষ্টবাবু। আপনি রোধ কইতে পাইরলেন না।

বটকৃষ্ণ ॥ হায় মহীন্দ্র !

[কনেষ্টবলদের নিয়ে বটকৃষ্ণ বেরিয়ে যায়]

যতীন ॥ (পিছু ডেকে) হায় বটকৃস্ট—

দ্বাদশ দৃশ্য

দৃশ্য পরিচয়—পর্দার সামনে।

পুলিশ ॥ একজন মেয়েছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেচে

লতু ॥ কে এলো আবার ?

[পারুলের প্রবেশ]

পারুল ॥ ভালো আছেন ?

লতু ॥ (চিনেও) আপনাকে তো ঠিক—

পারুল ॥ চিনতে পারছেন না।

লতু ॥ নাতো।

পারুল ॥ এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন ?

লতু ॥ ও হ্যাঁ হ্যাঁ : আপনি—কাল—হাজতে····

পারুল ॥ আপনি আমাকে মাপ করুন।

লতু ॥ কেন বলুন তো ?

পারুল ॥ কাল আপনার সঙ্গে যা দুর্ব্যবহার করেছি। আমার মনটা খুব খারাপ ছিল, এই ভেবে ক্ষমা করুন, কেমন ?

লতু ॥ আবার কী মনে করে ?

পারুল ॥ জানেন ভাই, কালতো চোখের ওপরই দেখলেন উনি হঠাৎ যেন আমার সঙ্গে কী রকম অদ্ভুত ব্যবহার করতে লাগলেন। ভেবে দেখুন, কেউ যদি আপনার সংগে, ভগবান না করুন, ওরকম করতেন আপনার মনে কীরকম লাগতো বলুন তো ভাই। দেখা হলে ওঁকে বলবেন, কেমন ?

লতু ॥ আমার সঙ্গে ওঁর দেখা হয় না।

পারুল ॥ হয়, হয়।

লতু ॥ না, হয় না।

পারুল ॥ হয়।

লতু ॥ বলছি হয় না। যান, বিরক্ত করবেন না।

পারুল ॥ না, আর ঠাট্টা করব না। আমি তো জানি, রেখে ঢেকে কী হবে—আমার কপাল পুড়েছে ভাই। আমার ওপরে আর ওর নজর নেই। ও এখন তোমাতেই মনপ্রাণ সঁপেছে।

লতু ॥ এটা আবার একটা নতুন চাল দেখছি !

পারুল ॥ না না ভাই, চাল নয়, বিশ্বাস করো, নিজের কথা বলি, আমি ওকে ছাড়া আর কাউকে জানতুম না। কিন্তু যে মেয়েরা পুরুষদের বেশি ভালবাসে পুরুষেরা তাদের ভয় পায় তো ? তাই

বেশি ভালোবাসলেই দেখবে, পুরুষেরা অগ্রাহ্যি করে, এড়িয়ে চলে !

লতু ॥ আপনি কি বললেন ? যে মেয়েরা পুরুষদের বেশী ভালো-বাসে পুরুষেরা তাদের ভয় পায়, তাই বেশী ভালো বাসলেই পুরুষেরা অগ্রাহ্যি করে এড়িয়ে চলে'···বারে, আপনিও বুঝেছিলেন ?

পারুল ॥ হ্যাঁ ভাই। কিন্তু যদ্দিনে কথাটা বুঝলুম তখন আর আমার উপায় ছিল না কিনা।

লতু ॥ মনের কথা বলছেন ?

পারুল ॥ বিশ্বাস করুন ভাই, ঠাকুরের দিব্যি।

লতু ॥ জানেন ভাই, আমার মনে হয়, আমরা দুজনেই ওর জন্যে মরেছি না !

পারুল ॥ হয়তো তাই। (থামে) আমার কথা শুনবে ? সবে পরশু কালীঘাটের পুরুত ডেকে ও আমাকে বিয়ে করল। ও মা, রাত পোয়াতেই শুনি, ও নাকি ফাঁসীর আসামী। জানিনা ভাই, কপালে কী আছে। ধরো আজ শনিবার, এ শনিবারের আগের শনিবারেও ভাবিনি দু'হপ্তার মধ্যেই আমার জীবনে এত সব কিছু ঘটবে। কারোর জন্যে এমন কাঁদতে হবে আমাকে।

লতু ॥ হ্যাঁ, বুঝেছি বৌদি।

পারুল ॥ আহা আমাকে বৌদি বলে ডাকছো কেন ! তুমিই তো আমার বৌদি।

লতু ॥ আমার সংগে বলে ওর বিয়েই হয়নি। বৌদি ডাকবেন কাকে ?

পারুল ॥ জানো কাল থেকে খুব ভাবলুম, দেখলে তো ভাই কাল যখন ওর সামনে দিয়ে মা আমাকে জোর করে টানতে টানতে নিয়ে গেল, মুখ ফুটে একটা কথা বললে না পর্যন্ত। দয়ামায়া পাপপুণ্যি কিছু কি ওর নেই ভাই ?

লতু ॥ তা ভাই সত্যি কথা বলব আপনি যেমন আচমকা হামলে পড়লেন, ও বেচারা তখন কী অসহায়, কী আর করত বলুন ? কী করবেন ? মনকে বোঝান, যাই হোক, তবু তো আপনি ওর বিয়ে করা বউ, তবু তো দুঃখের মধ্যে আপনার সুখ আছে—উনি ফাঁসিতে চড়লে আপনি ওঁর বিধবা হবেন—এই কথা ভেবে মন প্রফুল্ল রাখুন। কিছু খাবেন ?

পারুল ॥ কী খাবো ?

লতু ॥ মোয়া—

পারুল ॥ মোয়া আছে ? নিয়ে এসো গোটা পাঁচেক, বড় খিদে পেয়েছে। (লতুর প্রস্থান, পারুল স্বগত) আরে যা যা, তোর চাল আমি বুঝিনা ?

লতু ॥ [মোয়া আর জল নিয়ে ফেরে] এই নিন।

পারুল ॥ শুধু শুধু কষ্ট দিলুম তোমাকে ! (থামে—খেতে থাকে) বাঃ, বেশ তো ? কখন দিয়ে গেল ?

লতু ॥ কী দিয়ে গেল ?

পারুল ॥ এই মোয়া ?

লতু ॥ কে দিয়ে যাবে ?

পারুল ॥ কেন, তোমার নাগরমণি ?

লতু ॥ কেন, ও কেন দিতে যাবে ?

পারুল ॥ কাল পালিয়ে যাবার পর ও লুকিয়ে লুকিয়ে এসে দেখা করেনি তোমার সঙ্গে........সাধ করে খাবার জন্যে এই মোয়া দিয়ে যায় নি ?

লতু ॥ ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি।

পারুল ॥ তাই নাকি ? ও, আমি ভেবেছিলুম হয়েছে। ও যে কখন কার কাছে কোন চোরাই মাল লুকিয়ে রাখছে—

লতু ॥ খবরদার বলে দিচ্চি, ভবিষ্যতে কোনদিন আমার সাথে এমনি করে কথা বলবে না। তুমি ভেবেছ তুমি খুব চালাক না ? ঢং করে মোলায়েম করে কতা বলে কেঁদে কেটে ভেবেছ ওর সব খবর জেনে পুলিশকে জানাবে না তোমার মতলব আমি বুঝি নি ?

পারুল ॥ তুমি বলছো, ও কোথায় তুমি জানো না।

লতু ॥ আমি জানি না, কেন তুই নিজে জানিস্ না ?

পারুল ॥ এক্ষুণি বলো কোথায় সে ?

লতু ॥ জানলে তো বলব।

পারুল ॥ সত্যি বলছো জানো না ? সত্যি ?

লতু ॥ আমি সত্যি বলছি, কিন্তু তুমি কি সত্যি বলছো ?

পারুল ॥ ওঃ, তুমি জাঁহাবাজ মেয়ে বাবা (পারুল কাঁদে, লতু হাসে) ভেবে দেখ ভাই, দুজনকেই অনাথা করে ও কোথায় পালিয়ে গেল।

লতু ॥ সত্যি বলছি ভাই, আমারও বুক ফেটে যাচ্ছে।

পারুল ॥ (খুশী হয়ে) তবু ভালো, কাঁদবার একজন সঙ্গী পাওয়া গেল ! আর মোয়া নেই ?

লতু ॥ আচে, কিন্তু দুঃখের সময় খাই খাই করতে নেই ভাই।

পারুল ॥ হ্যাঁ এখন তো তোমার খুব শোকের সময়।

লতু ॥ হ্যাঁ তোমার খুব শোকের সময়।

[নেপথ্যে : দরওয়াজার ফটক খোলো]

পারুল ॥ কে ?

লতু ॥ এ নিশ্চয়ই ও। ওকে আবার ধরে এনেছে। কী হবে ভাই ?

পারুল ॥ (মূর্ছিতপ্রায়) সব শেষ হয়ে গেল।

[মালতী প্রবেশ করলেন]

মালতী ॥ ও পলু তুই এখানে রয়েছিস্ ? জামাই ধরা পড়েছে। আটটার মধ্যেই ফাঁসী হয়ে যাবে বাবাজীর। নে, নে, অনেক হুজ্জুতি করে সাত সকালে তোর জন্যে থান কিনিয়ে এনেছি। নে চ, পড়বি দিনি। হাসিমুখ করো মা। নতুন কাপড় পরলে হাসতে হয়। [ঢং ! ঢং !! দুজনে দুদিকে চলে যায় ।]

ত্রয়োদশ দৃশ্য

মহীন্দ্রের ফাঁসি হইবে

দৃশ্য পরিচয়

জেল প্রাঙ্গণ : নিকট নেপথ্যে ফাঁসির মঞ্চ

[দূরের ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজে। পর্দা উঠল। মহীন্দ্র বসে আছে, পাশে কয়েকজন সিপাহী, এবং জেলার স্মিথ সাহেব]

স্মিথ ॥ The bells have rung for seven already. সাট্টার ঘণ্টা পড়লো। [মহীন নিজের মনেই গান গাইছিল) চুপ করে

ভদ্দলোকের মতন দাঁড়াও। কী করে যে এখন পর্যন্ত লাফাচ্ছ চ্যাচাচ্ছ টাই বুঝতে পারি না। বয়েস হয়েছে, লজ্জাও নেই। (মহীন্দ্রের গান "লজ্জা লজ্জা") I should think you must be ashamed of yourself. (কনস্টেবলদের) আর ঘণ্টাটেক বাকী। আটটার মধ্যেই ফাঁসী হবে। ফাঁসীর সরঞ্জাম সব পোস্তুত রাখো।

কনস্টেবল ॥ জেলের বাইরে তো মায়ের মন্দির পর্যন্ত তিলধারণের জায়গা নেই। সব কাতারে কাতারে লোক জুটে গেছে। ডাক্তার সাহেব যে কী করে পৌঁছুবেন তার নেই ঠিক !

স্মিথ ॥ অ্যাঁ, কাতারে কাতারে ? Extraordinary ! এই অল্প-সময়ে লোকে খবর জানে কী করে ?

কনস্টেবল ॥ আজ্ঞে সব ভোরবেলা বেরিয়েছিল যোবরাজের সম্বধন্না করতে। মহীনবাবুর ফাঁসি হচ্ছে শুনে সব যোবরাজ ফেলে এখানে এসে হাজির হতে লেগেছে। দেখুন না, আর ঘণ্টাখানেক এই চলতে থাকলে সারা কলকাতা না এখানে এসে হাজির হয়। ফাঁকা রাস্তায় যোবরাজকে মাছি তাড়াতে হবে।

স্মিথ ॥ চোপ্ ! ঘণ্টাখানেক ? ঘণ্টাখানেক সময় কোথায় ? আটটার মধ্যে এর ফাঁসি শেষ হতেই হবে। ন-টার মধ্যে সব লোক তাহলে আবার রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবে। Get on with it.

কনেস্টবল ॥ নমস্কার আজ্ঞে।

স্মিথ ॥ এই এই তুমি কার সাথে কথা বলছ !

কনস্টেবল ॥ কার সঙ্গে আবার, নিজের শরীরের নেই জুত।

মহীন ॥ হ্যাঁ গো, সায়েব;

স্মিথ ॥ Yes.

মহীন ॥ ও বউয়ের ভাই।

স্মিথ ॥ You বৌএর বাই।

মহীন্দ্র ॥ কটা বাজে ?

স্মিথ ॥ Haren't got eyes ? সাট্টা বেজে পাঁচ মিনিট।

মহীন ॥ সাট্টা বেজে পাঁচ মিনিট।

[স্মিথ বেরুবার জন্যে ঘুরেছে, এমন সময় বটকৃষ্ণের প্রবেশ]

বটকৃষ্ণ ॥ (স্মিথকে) Did he enquire about me ?

স্মিথ ॥ No, you want to see him ?

বটকৃষ্ণ ॥ No, no, no, for God's sake, I will not see him. [প্রস্থান]

মহীন ॥ (হঠাৎ ফিসফিস করে দ্রুত বলে চলে) শোনো, সায়েব, তোমাকে আমি কিছু বলব না, ঘুষ-টুস কোনো কথা না। তাছাড়া আমি জানি, তুমি খুব কড়া লোক। আর ঘুষ দিলেও তো এমন কিছু টাকা দিতে হবে যাতে তুমি চাকরী ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে বাকী জীবনটা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো। তাই না ? শোনো শোনো, চ্যাচামেচি করো না। সাড়ে সাতটার মধ্যেই আমি তোমাকে জানিয়ে দিচ্ছি টাকা আমি তোমাকে দিতে পারব কি না। তুমিও খানিকটা সময় পাচ্ছ, ভেবে ছাখো। এই টাকাটা দিয়ে দিলে আমার হাতে আর কিছুই থাকবে না। ডাকাতি ছেড়ে দেব। বুঝলে, আর কোনোদিন আমার নামে কেউ কোনো কেস্ পাবে না। একবার চেষ্টা করতে দাও,

কেমন ? যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়, তাদের সবাইকে শুধু আমার সঙ্গে দেখা করতে দিও।....সায়েব।

স্মিথ॥ (অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে) You are talking nonsense, Babu Mahindranath (মহীন্দ্রনাথ)।

[মঞ্চের এককোণে গিয়ে দাঁড়ায়]

মহীন্দ্র॥ (নরম গলায় খুব দ্রুত ফিস ফিস করে বলে চলে) মাথার ওপরে কৃষ্ণচূড়ার ঝিকিমিকি ছায়া নেই, এখানে সজীব শিরিষ-গাছের শাখাতে বসেনি পাখি, এখানে দয়ার ক্ষমার করুণ লোভন গোপন কথা ভাগ্যের পায়ে পড়ে আছে যেন মূর্ছিতা নীরবতা। দেওয়াল এখানে প্রহরীর সখা, বন্ধন তার বন্ধু, হৃদয় এখানে বিদ্ধ আমূল বেদনে, বাজে শৃঙ্খল ঝম্‌ঝম্‌ শুধু অকূপণ কোনো গানে আহারে মানুষ ভাইরে আমার বন্দী যে তুই এখানে।

[মথুর ও জটা দরজায় এসে দাঁড়ায়। স্মিথ তাদের বাধা দেয়]

স্মিথ॥ We-e-ll my boys! You look like gulted herrings! মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে চাও ?

মথুর॥ হ্যাঁ সায়েব

স্মিথ॥ Well, pass on!

[ছেড়ে দেয়, দিয়ে প্রস্থান করে]

মহীন॥ সাতটা বেজে পঁচিশ। (সাড়ে সাতটার মধ্যে সায়েবকে টাকা দেবে যে!) এতক্ষণ কী করছিলি ?

জটা॥ মানে, ইয়ে হয়েচে—

মহীন॥ ইয়ে ইয়ে। আর আধঘণ্টার মধ্যে আমার ফাঁসি হবে

যাবে যে! শোন্'। এক্ষুণি, এই পোয়া ঘণ্টার মধ্যে তোরা নিজেদের জমানো টাকার থেকে কত টাকা আনতে পারিস? সায়েবের সঙ্গে কথা বলেছি। মনে হচ্ছে কাৎ হবে।

জটা॥ টাকা? আমাদের কাচে আবার টাকা কোতায়?

মহীন॥ না মানে যা হয়....মানে যতটুকু হয়। অ্যাদ্দিন ধরে এত টাকা জমালি।

মথুর॥ কিন্তু সব দিয়ে দিলে একেবারে ভিখিরি হয়ে যাব যে!

মহীন॥ আমি যদি বেঁচে থাকি তাহলে আবার টাকা হবে। হাজার দেব লাখ দেব তোদের, যা ভাই, জলদি কর।

মথুর॥ (উত্তেজিত ভাবে) তা তুমি মরতে ছোট ময়নার ঘরে ঢুকতে গেলে কী করতে? গ্যাখ দিকিনি, অন্নের জন্যে জীবনটা গেল!

মহীন॥ চুপ কর শালা। ছোট ময়না, ছোট ময়না। আধঘণ্টার মধ্যেই ছোটময়না বড়ময়না সব ময়না খতম হয়ে যাবে। সাড়ে সাত!

স্মিথ॥ (প্রবেশ করে) Excuse me, টোমার শেষ ইচ্ছা কী?

মহীন॥ আরে ধেত্তেরি। বলেই তো দিয়েছি একবার কয়েদীদের জামা আমি গায়ে দেব না।

স্মিথ॥ কোনো খাবার শেষ ইচ্ছা?

মহীন॥ কিছু না, কিছু না। এখন সরে যাও, এই শেষ ইচ্ছা। (মথুরকে চীৎকার করে সিঁড়িতে ঘুঁষি মেরে) কী, দিবি না, দিবি বল? (স্মিথকে) রসগোল্লা খাব!

মথুর ॥ চোখ গরম দেখিয়ো না, বুইলে, এখন চোখ গরম দেখিয়ো না।

মহীন ॥ চোখ গরম দেখাচ্ছিনা। শুধু মথুর, (কটা মোটে) টাকার জন্যে আমার ফাঁসি হয়ে যাবে, আর তোরা কিছু করবি না ?

মথুর ॥ তোমার ফাঁসি হোক, এটা তো আমরা চাই না, বলো। ভাবছিলুম যে আমাদের কাচে যা যেটুকু টাকা আচে, ধর সবটাই লিয়ে এলুম, সায়েব টাকাটা গিলে লিলো, তোমাকেও ছাড়লো না, তকন ?

মহীন ॥ সাতটা বেজে আটত্রিশ মিনিট।

জটা ॥ না না, চল চল মথুর মেশো, এতো জুয়োর মতন, একবার খেলেই দেখি না। তবু তো মনে হবে একবার চেষ্টা করে দেখেছিলুম।

মথুর ॥ নিয়ে আসবি কী করে, লোকে লোকে রাস্তা তো ছয়লাপ। এক-পা হাঁটবার জুত নেই।

মহীন ॥ যদি আটটা বাজবার পাঁচ মিনিট আগে না আসতে পারিস, তো এই দেখাই শেষ দেখা। [ওরা চলে যায়। চেঁচিয়ে] বুঝলি, জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে না তোদের সাথে।

স্মিথ ॥ ওরা চলে গেচে। Well, জিনিসের খবর কী ?

[টাকা দেবার মুদ্রা দেখায়]

মহীন ॥ হ্যাঁ আসছে—হ্যাঁ ওই যে ওরা আনতে গেল—হ্যাঁ দেখছি।

[ঘাড় নাচিয়ে স্মিথ সরে যায়]

(পেছন থেকে ডেকে) আমি বটকেষ্ট বাবুর সঙ্গে একবার কতা বলব, সায়েব।

স্মিথ ॥ (কনস্টেবল ঢোকার সঙ্গে) You've got the soap ?

কনস্টেবল ॥ হ্যাঁ, সাবান আছে। কিন্তু সাবানটা খারাপ। দড়িতে লাগছে না।

স্মিথ ॥ ডশ মিনিটের মঢ্যে সব arrangement শেষ করটে হবে।

কনস্টেবল ॥ গন্তুটাও তো গোলমাল করছে।

স্মিথ ॥ গোলমাল করচে। It must wark। Do you know the time ?

মহীন্দ্র ॥ বাইরে আকাশ উৎসব করে অরুপণ সন্ধ্যায়
ঘরের দেউলে জ্বালায় প্রদীপ বধূরা
গোধূলিতে তারা আলোর প্রদীপে জ্বলে ওঠে অতি ধীর
তারো কি শরীর নির্জনতায় অস্থির ?
এখনও সময় রয়েছে আমাকে ক্ষমার
মৃত্যুর পরে শেষ হবে সব কথা।
কোথায় কেন যে ঘুরে ফিরে মরে পাখি
দিনান্তে তার হিসেবের খাতা মেলে ধরে নাকি ?

[পারুল প্রবেশ করে]

স্মিথ ॥ I can t let you in. Who are you actually ?

পারুল ॥ হ্যাডম্যাড ছাড়ো দিকিনি। আমাকে দেকা করতেই হবে। ও আমার স্বামী।

স্মিথ ॥ স্বামী ? স্বা—Ah ! Then five minutes at the most—পাঞ্চ মিনিট, পাঞ্চ মিনিট।

মহীন ॥ পলু !

পারুল ॥ কই ? এই যে গো, এই যে আমি।

মহীন ॥ এরপর তোমার কী হবে পলু ?

পারুল ॥ আমার জন্যে ভেবো না। তোমার বিজনেসটা আমি কোনরকমে চালিয়ে যাব। একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমার ভয় লাগছে ? আর একটা কথা—তোমার বাবা কে ?

মহীন ॥ পলু, আমাকে বাঁচাবে পলু ? কয়েকহাজার টাকা আনতে পারো এক্ষুণি ? যা হয়, যতটুকু হয়। আমি ঐ সায়েবের সঙ্গে কথা বলেছি।

পারুল ॥ (ধীরে ধীরে) কিন্তুক সব টাকা যে ব্যাংকে জমা করে দিইচি, দশটার আগে তো ব্যাংক খোলে না।

মহীন ॥ হাতে কিচ্ছু নেই ?

পারুল ॥ না হাতে তো,....(কান্নায় ভেঙে পড়ে) আমার কী হবে গো !

স্মিথ ॥ Hey, five minutes gone....get off.

[পারুলকে টেনে বার করতে থাকে]

পারুল ॥ (যেতে যেতে) আর দেখা হবে না। শরীরের যত্ন নিয়ো।

[উইংসের ধারে একজন কনস্টেবল একটা টেবিলে এক প্লেট রসগোল্লা ও জল আনে]

স্মিথ ॥ Are the rasgullas fresh ?

কনস্টেবল ॥ হ্যাঁ সাব।

স্মিথ ॥ Tasted ?

কনস্টেবল ॥ হাঁ সাব। (প্রস্থান)

স্মিথ ॥ Keep the table and go.

[বটকৃষ্ণ প্রবেশ করে স্মিথের কাছে এগিয়ে যায়]

বটকৃষ্ণ ॥ What does he want, Smith? I am glad you waited for me with the table.

[তারা দুজনে ধরাধরি করে টেবিলটা মহীনের কাছে নিয়ে যায়। স্মিথের প্রস্থান]

বটকৃষ্ণ ॥ ভাগনে, ও ভাগনে।

মহীন ॥ এই যে—ছাগলা কোথাকার! রামছাগল।

বটকৃষ্ণ ॥ কিন্তু ভাগনে—

মহীন ॥ হাজার দশেক টাকা ছাড় দিকিনি এক্ষুণি!

বটকৃষ্ণ ॥ টাকা কিসের?

মহীন ॥ ন্যাকা, টাকা কিসের? আমি তোমার কাছে কত টাকা পাই?

বটকৃষ্ণ ॥ বাবা, এই অবস্থাতেও তোমার—

মহীন ॥ হিসেব দে হিসেব দে, ওসব ন্যাকামি ছাড়।

বটকৃষ্ণ ॥ (দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোট বই বের করে)—বেশ, নাও হিশেব নাও।

মহীন ॥ কদ্দিনের?

বটকৃষ্ণ ॥ এতে গত ছ'মাসের হিসেব আছে।

মহীন ॥ (তীব্র ব্যঙ্গে) ও, তার মানে এখনও আমার কাছ থেকে কিছু আদায়ের ফন্দি!

বটকৃষ্ণ ॥ ছী ছী ছী ছী!

মহীন ॥ ঠিক আছে। তোর যা পাওনা হবে আমি মিটিয়ে দেব।

কিন্তু হিসেব আমার পাক্কা চাই। কাউকে বিশ্বাস করি না আমি, কোনো ব্যাটাকে না!

বটকৃষ্ণ ॥ আজ যাবার বেলায় এই কথা শুনিয়ে গেলে—তুমি আমাকে বিশ্বাস করো না?

[নেপথ্যে ভীষণ জোরে শব্দ]

নেপথ্যে স্মিথ ॥ All right, that will hold.

বটকৃষ্ণ ॥ বেশ, যখন জোর করছ, শোন তাহলে। তুমি আর তোমার দলের লোকেরা ক-বার ফেরারী হয়েছিলে। সরকারী ঘোষণা ছিল ধরিয়ে দিতে পারলে নগদ পুরস্কার দেওয়া হবে। তোমরা আমার কাছে ধরা দিয়েছিলে।

মহীন ॥ আমার মনে আছে। তিনবার মোথরা আনন্দীরাম আর জটার জন্যে ছিল পাঁচশো করে পনের'শ টাকা! তিনবারে সাড়ে চার হাজার, তুমি পাবে তিনভাগে দুভাগ—তিন হাজার দেড় হাজার হল আমার পাওনা।

বটকৃষ্ণ ॥ কিন্তু শেষের ঐ জটাইকে তো আমি তোমার কথাতেই ছেড়ে দিয়েছিলুম—তার কেস্‌টাতো খাতাতে লিখিই নি।

মহীন ॥ বেশ জটাইয়ের কেস বাদ! চার হাজার, দেড় হাজার আমার পাওনা, আড়াই হাজার তোমার তারপর জানবাজারে ....জানবাজারে দুটো মেয়েকে খুন করার পরে হরের দরুন এক হাজার।

বটকৃষ্ণ ॥ তার দরুন তোমার সাড়ে তিন'শো তো আগেই দিয়ে দিয়েছি।

মহীন ॥ আরে দুত্তোর, সেটা তো আমার সেই বউবাজারের বলাৎ-

কারের দরুন কাটাকাটি হল না? বাঃ, জানপ্রাণ কবুল করে বিজনেস করব মাইরি, তোমরাই লাভের গুড় খেয়ে যাবে ; আমি তোমার কাছে কত আগাম নিয়েছি বলো।

বটকৃষ্ণ॥ আঠার শ'।

মহীন॥ হ্যাঁ আঠার শ'। তা এখন কত পাওনা হল শুনি?

বটকৃষ্ণ॥ তোমার আবার পাওনা কি? আমিই তো সাড়ে চারশো পাবো তোমার কাছে। এই তো আংটিটা।

মহীন॥ যাঃ বাবাঃ। এ হিসেব করতে গিয়ে ক্যাসাদ হল। আবার আংটিতে হাত দেয়। যা যা ঐ খাতা শিয়রে রেখে ঘুমোগে, টাকা আর পেয়েছিস!

বটকৃষ্ণ॥ (ছলছল চোখে) শেষবেলায় আমার ন্যায্য পাওনাটা ঠকিয়ে গেলে? এই কি....এই কি....

বটকৃষ্ণ ও মহীন॥ (একত্রে) ধম্ম হল?

মহীন॥ এত দেনাপাওনা, এত ভাব, এত ভাগনে-ভাগনে, মামা-মামা, আর শেষটায় মরবার আগে আংটি ধরে টানাটানি। বেশ তো, আমি তোকে এই আংটিটা দিয়ে দিচ্ছি, তুই আমার ফাঁসির দড়িটা গলায় নিয়ে ঝোল দিকিনি। শালা! আবার টাকার শোকে ফুঁপিয়ে গোঁফ ভেজাচ্ছে!

বটকৃষ্ণ॥ বেশ, এই যদি তোমার মনোভাব হয়, বেশ। (রেগে চলে যেতে থাকে) ঠিক আচে, আমার আর কিছু বলার নেই।

[প্রস্থান]

[কনস্টেবল ঢোকে]

কনস্টেবল॥ খাওয়া হয়ে গিয়েসে, টেবিলটা নে যাই। এইটে

খাবেন না তো, তাকে নিয়ে যাই। ছেলেটা বড্ড ভালোবাসে, অবিশ্যি আমিও বাসি! যাই নিজেই খেয়েনি।

স্মিথ॥ (ছুটে ঢোকে) এখনও তোমাকে ছেড়ে ডিটে পারি বাবু। But in one minute it will be too late. টাকার জুগার হয়েছে?

মহীন॥ আমার দলের ঐ দুজন লোক যে গেল না, ওরা টাকা নিয়ে আসছে।

স্মিথ॥ There's no sign of them, Well····that's off.

[লোকেরা ঢোকে, যতীন্দ্রনাথ, মালতী, পারুল, লতু, গণিকাগণ, পুরোহিত, মথুর ও জটা]

জ্যোৎস্না॥ সায়েব হ্যাডমেডিয়ে বলচিলো কিনা, দেকা করতে দেবে না তোমার সঙ্গে। বললুম, দেকি তুমি কত বড় বাপের ব্যাটা আমারে ঠেকাও দিকিনি। আমি যাবই!

যতীন॥ মহীন্দ্রনাথ আমার জামাতা। তা ইয়ে····এদের মধ্যে কোনটি মহীন্দ্রনাথ?

মহীন॥ (এগিয়ে এসে) এই যে শ্বশুরমশাই, আমি।

যতীন॥ (ঘড়ি দেখে) বেঁচে থাক্ বাবা। আর আট মিনিট।

[সাদা থান পরে পারুল কাঁদতে কাঁদতে ডানদিকে দাঁড়ায়, মথুর এসে ডানদিকে দাঁড়ায়]

মথুর॥ ওঃ এই ভীড় ঠেলে একপা এগোয় কার বাপের সাধ্যি। তবু যে জন্যে যাওয়া—

মহীন॥ কোম্পানীর আমদানিপত্ত ভালো হচ্ছে তো আজকে?

মথুর॥ বাঃ সে ভালো না হয়ে যায়? রাণীর ব্যাটা তো আর রোজ

আসছে না। লোকের ভীড় কী? আমাদের বিজনেসের পক্ষে এমন দিন জীবনে কবার আসে বলো? কোম্পানীর সবাই বললে, সর্দারকে বোলো, শেষ সময়টায় গিয়ে দাঁড়াতে পারলুম না। কিছু যেন মনে না করে।

মালতী॥ (ডান দিকে গিয়ে দাঁড়ায়) দিন দশেক আগে পথম যেদিন আমার সঙ্গে চেনা হল, মনে আছে বাবা!

মহীন॥ সে কি ভোলবার ঠাকরুন!

পুরুত॥ ছ্যাকো দিকিনি, কিসে কী হয়ে গেল!

মহীন॥ এঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়েটা আপনিই দিয়েছিলেন না?

পুরুত॥ না না, আমি না, আমি না, সে উমেশ। আমার যমজ ভাই। আমার নাম রমেশ সাংখ্যতীর্থ।

মহীন॥ দুজন দুজনকে চেনেন কী করে?

পুরুত॥ আমার ডাইনে সিঁথি, ওর বাঁয়ে।

মহীন॥ বেশ বুদ্ধি বের করেছেন তো!

জ্যোৎস্না॥ (কাছে এসে) আমাদের পাড়ায় তোমার খপর শুনে হুলুস্থুলু কান্নাকাটি পড়ে গেচে! সবার রান্না বন্দ। কেউ বিছানা ছেড়ে নড়েনি। বলে, আমাদের যোবরাজ আজ চলে যাচ্চে। এ দুঃখু রাখি কোথায়? মহীন্দ্রবাবুই ছিলো আমাদের রাণীর বাছা যোবরাজ (ডানদিকে দাঁড়ায়)।

মহীন॥ কাকে বলে? আমাকে?

জ্যোৎস্না॥ হ্যাঁ গো।

স্মিথ॥ Come on, eight O'clock.

মহীন॥ (উঠে দাঁড়ায়) শুনুন, আপনারা সবাই শুনুন, আমি

ফাঁসির দড়ি গলায় নিতে চললুম। আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি—এক বিলীয়মান যুগের ক্ষীয়মান প্রতিনিধি। আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহীন ডাকাত রঘুডাকাত প্রভৃতিদের যুগ শেষ। এর পরে শুরু হবে বড় ডাকাতদের যুগ। বড় মাছ যেমন ছোট মাছদের খেয়ে ফেলে তেমনি আগামী দিনের বড় বড় ডাকাতেরা আমাদের মতো ছোট ছোট ডাকাতদের খেয়ে ফেলছে। সেই ডাকাতেরা আপনাদের রক্ত মাটিতে ফেলবে না, কারখানা খুলে, তাতে আপনাদের চাকরি দিয়ে দেবে। তারা আমাদের মতো একদিনে আপনাদের শেষ করবে না, তারা বহুদিন ধরে অফিসে মিলে তিলে তিলে আপনাদের রক্ত খাবে। তারা আমাদের মতই মহিলাদের ওপর পাশবিক অত্যাচার করবে, তার ছাপ আপনারা চাকরী ফেরত প্রত্যেকটি মহিলার শরীরে দেখতে পাবেন। আমাদের গৌরব ছিল, তাদের গৌরব হবে আরো বড়, কেননা তারা বড ডাকাত। বলবেন, তাদের ঝুঁকি নিতে হয়। আমরাও জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলাম। ব্যবসা মানেই তাই। এই হল সমাজব্যবস্থা। বিদায় বন্ধুগণ। আপনারা সবাই যে আমার শেষ সময়ে সমবেত হয়েছেন তার জন্যে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। জ্যোৎস্না যে আমাকে ধরিয়ে দিল, এতেই প্রমাণ হয়, একটা সমাজব্যবস্থা পাল্টাতে অনেকদিন লাগে। আমরা বেশির ভাগ লোকই বেশ্যার মতো সেই সমাজের সেবা করি। পরপর কতগুলি গণ্ডগোলের ব্যাপারের জন্যেই আমার পতন ঘটল। অতএব এখানেই আমার খেলা শেষ, পতন ও মূর্ছা।

মহীন্দ্রের ক্ষমাভিক্ষা

দীর্ঘদিন, অতিদীর্ঘদিন পরমায়ু মানুষের পরম আকাঙ্ক্ষা। মৃত্যুর প্রহরগুলি আত্মীয়জনের নীরব উদ্বেগে প্রস্ফুটিত হবে এই আশা সকলের মতো লালন করেছি আমি সযত্ন হৃদয়ে। আজকে সহসা, ঘুম থেকে উঠে দেখি পায়ের পাতার কাছে মৃত্যুর নির্মম চিঠি পড়ে আছে বিপ্রলব্ধা বাসনার মতো। আইন কঠোর ছিল। তবুও কঠোরতর স্বজাতিহৃদয়। অভিশাপ, নির্দয়তা ঈশ্বরের মতো কোনো মহৎ ক্রোধের তাপে জর্জরিত, সকলের উদ্ধত মনের কাছে আজ আমি সবিনয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাই। হে আমার আত্মীয় মানুষ, আমি জীবিতের কাছে ছ্যাখো উচ্চকিত-সাবধানী হয়ে এখনও অজ্ঞান। আমাকে মার্জনা করো, যে মহিমা-মার্জনা ঈশ্বরের চির-আশীর্বাদ। যে শরীরকে এতদিন সযত্নে লালন করে প্রশ্রয় দিয়েছি তার লোভে, আগুনের নৃত্যপরা শিখা আর দুরন্ত হাওয়ার ফিস্‌ফাস্‌ নিকট নেপথ্যে শুনি। যে-চোখ অনেক দেখেছে, তবু আরো বহু দেখবার আকাঙ্ক্ষায় সর্বদা শানিত, তার লোভে আগুনের সর্পিল নাচ শুরু হবে আজকেই পড়ন্ত বিকেলে। সবুজ নরম ঘাসে মুখ গুঁজে পড়ে থাকা মৃত কোনো জন্তুর মতন আমার এ শরীরের অনন্য নিয়তি। বেদনায় নীলদেহ মাথার ওপরে বৃত্তায়িত হবে কোনো গৃধিনী-দম্পতি। আজ এই মহাশূন্য সময়ের কীর্তিমান বিষম রাজত্বে, হে আমার স্বজাতি মানুষ, আমি জীবিতের অন্তিম বিগ্রহ। ঈশ্বরের করুণ পায়ে সমর্পিত হোক শুধু সকলের একান্ত প্রার্থনা। আমাকে মার্জনা করো, যে-মার্জনা কঠোর দুর্লভ।

[ঢং ঢং করে পেটাঘড়িতে আটটা বাজতে থাকে]

আজ অন্তিম মুহূর্তে এই শক্তিহীন হাতে অস্ত্র নেই। আমি এক পরাভূত নিস্প্রভ সৈনিক। মৃত্যুর বিষাক্ত লালা ঝরে পড়ে শরীরের চারিদিকে নিষ্করুণ লোভে। আজ আমি সকলের ক্ষমা ভিক্ষা করি।

[আটটার ঘণ্টা বেজে চলে। সব পাত্র-পাত্রীরাই মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। নেপথ্য থেকে সজোরে পুরোহিত গীতা থেকে শ্লোক আবৃত্তি করছেন শোনা যায়। আটটার ঘণ্টা শেষ হয়। সব চুপচাপ। ফাঁকা মঞ্চে এগিয়ে আসেন যতীন্দ্রনাথ। দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন—]

যতীন ॥ সমবেত দর্শকমণ্ডলী, অলমিতি বিস্তারেণ। মহীন্দ্রের ফাঁসি হয়ে গেল। আপনারা এ-নাটকে দেখলেন একজন সমাজ-বিরোধীর শেষটা কি হোলো। মানে যাকে বলে পরিণতি: এদের ফাঁসিতেই ঝোলা উচিত এবং আমরা নাটকেও তাই দেখালাম। কিন্তু মুসকিল হচ্ছে নাটকে দেখালে কি হবে, বেশির ভাগ সময়েই বাস্তবে তা হয় না। যে-সমাজে এদের ফাঁসি হয় এবং ভালো লোকেরা মাথা উঁচু করে চলতে পারে দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজ সে সমাজ নয়। এখানে এসব সমাজবিরোধী-দের বেশির ভাগেরই ফাঁসি হয় না। তারা নির্ভয়ে বুক ফুলিয়ে হেঁটে চলে বেড়ায়। তাদের পেছনে বিরাট বড় বড় খুঁটি আছে। সত্যি কথা বলতে কি তারা নিজেরাই অনেক সময়ে বেশ বড় বড় খুঁটি—ফলে কি হয়—তারা ফাঁসির থেকে ছাড়া পায়। যেন স্বর্গ থেকে দেবতা এসে এদের ক্ষমা করে দিয়ে চলে যান।

আর একটা মুশকিল হল এই যে, আসলে সত্য-টত্য যাই হোক, দর্শকদের অধিকাংশই নাটক দেখে নির্জলা আনন্দই পেতে চান, যাঁদের নাটকের এই শেষটা ভালো লেগেছে, তাঁরা দয়া করে বাইরে গিয়ে সিগারেট খান, যাঁদের ভালো লাগেনি তাঁদের জন্যে এবং খুলেই বলি আমাদের নাটকের টিকিট বিক্রী গ্যারান্টি করবার জন্য আমরা ঠিক করেছি, নাটকের এ শেষটা শেষ নয়। স্বর্গ থেকে দেবতারা এসে মহীন্দ্রকে ক্ষমা করে যাবেন। কই হে '

দেবতার আগমন ও বরদান

[সঙ্গে সঙ্গে ঢাক ও কাঁসিতে পূজোর বাজনা বাজতে থাকে। সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গ মঞ্চে প্রবেশ করেন, করযোড়ে দ্রুত। তাঁদের দৃষ্টি আকাশের দিকে। সেখান থেকে বেগুনী রঙের একটি আশ্চর্য আলো এসে মঞ্চ ভরে ফেলেছে]

পশুপতি॥ (সজোরে) কারে হেরি আসিছেন ত্রিশূলে চড়িয়া মেঘলোক হতে ; করুণার প্রতিমূর্তি ?

শিবু॥ (সজোরে) আসিছেন স্বর্গ হতে মহাদেব নিজে দর্শকের পুরাতে বাসনা !

অসিত॥ (সজোরে) স্বর্গের রক্ষক আর মর্তের রক্ষক, অর্ধেক দেবতা তিনি অর্ধেক পুলিশ !

[সজোরে ঢাক ও কাঁসি বাজতে থাকে। ত্রিশূলে চড়ে প্রবেশ করেন শিবদেহী বটকৃষ্ণ। বাঁহাতে ত্রিশূল ধরা ; ডান হাতে ডমরু বাজছে। কোমর থেকে নীচে অবধি

প্যাণ্ট, মোজা, জুতো, কোমরে কোমরবন্দ। মাথায় জটা। জটাটি ফিতে দিয়ে চিবুকের নীচে বাঁধা। তার ওপর রবার, কাগজ বা স্প্রিঙের সাপ। কপালে একটি চোখ আঁকা। গলায় নীলরং (নীলকণ্ঠ বলে) মণিবন্ধে, বাহুতে, গলায় রুদ্রাক্ষ ও নানা হাড়ের মালা। কানে প্লাস্টিকের ধুতরো ফুল। গায়ে ছাই বোঝাবার জন্যে পাউডার। তিনি ঢুকে ঢাকের বাজনার তালে নেচে নেচে মঞ্চ পরিক্রমা করতে থাকেন, সমস্ত অভিনেতা-অভিনেত্রীবর্গ সরে গিয়ে জায়গা করে দেন তার জন্য। তিনি দর্শকবৃন্দের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ঢাকের বাজনা থেমে যায়। সকলে হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে ছিল। এখন ভক্তিগদগদ চিত্তে শোনে।

বটকৃষ্ণ ॥ (আবৃত্তির ঢঙে) এতদ্বারা শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু মহীন্দ্রনাথকে দেবতাগণ ক্ষমা করিলেন।

[ঢাক ঢোল বেজে ওঠে। হাততালি। সমবেত চিৎকার 'সাধু সাধু !']

ইহার পর তিনি রায়বাহাদুর রায়সাহেব ইত্যাদি প্রভৃতি সরকারী খেতাবে ভূষিত হইবেন।

[ঢাক ঢোল কাঁসি। হাততালি। 'সাধু সাধু'।]

তৎপরে তিনি ভাইসরয় কোন্সিলের সভ্য হইয়া রাজধানী আলোকিত করিবেন।

['সাধু সাধু']

তৎপরে তিনি দশটি বৃহৎ শিল্প এবং একবিংশটি ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হইবেন।

•['শুভম্ শুভম্']

তিনি ঘুষে ঘুষে দেশ ভরিবেন।

['সাধু সাধু']

তিনি অনবরত মুখখারাপ করিবেন। কিন্তু সকলে তাঁহাকে বিশেষ রসিক মনে করিবেন।

['বাঃ বাঃ']

সকলেই তাঁহাকে আড়ালে গালাগাল এবং সামনাসামনি তেল দিবেন।

['সাধু ! সাধু !']

বাবু মহীন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবি হোন।

সমবেত কণ্ঠে॥ দীর্ঘজীবি হোন্, দীর্ঘজীবি হোন্।

[যবনিকা]

শের আফগান

(এনরিকো দ্য ফোর্থ)

মূল রচনা : লিউইজি পিরানদেল্‌ও

রূপান্তর : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্রলিপি

দীদার বক্স (সুকুমার চৌধুরী)। বখৎ খাঁ (উপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)। আবদুল মজিদ (ননী মিত্র)। জালালউদ্দীন আইবক্স (সাধনচন্দ্র গুহ)। ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ (রমেশ সেনগুপ্ত)। কাশেম আলি খাঁ। প্রথম প্রহরী। দ্বিতীয় প্রহরী। ইয়াকুব। বাচ্চু সাহেব। ডাক্তার। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়। শ্রীমতি মুখোপাধ্যায়। টুটু ও শের আফগান।

১৯৬৬ সালের ১০ই জুলাই মুক্তাঙ্গনে 'শের আফগান' নাটকের
প্রথম অভিনয়রজনীর ভূমিকালিপি

দীদার বক্স—পশুপতি বসু। বখৎ খাঁ—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। আবদুল মজিদ—রাধারমণ তপাদার। জালালউদ্দীন আইবক্স—রবীন চক্রবর্তী। ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ—অমলেন্দু চক্রবর্তী। কাশেম আলি খাঁ—বরুণ সেন। প্রথম প্রহরী—সুবীর দত্ত। দ্বিতীয় প্রহরী—পল্লব মুখোপাধ্যায়। ইয়াকুব—রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। বাচ্চু সাহেব—দীপক নন্দী। ডাক্তার—পবিত্র সরকার। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। শ্রীমতি মুখোপাধ্যায়—দীপালি চক্রবর্তী। টুটু—শেলী পাল। শের আফগান—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঞ্চ : রাধারমণ তপাদার | **আলোক :** অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্তমান ভূমিকালিপি

দীদার বক্স—পশুপতি বসু। বখৎ খাঁ—জয় সেনগুপ্ত। আবদুল মজিদ—রাধারমণ তপাদার। জালালউদ্দীন—রবীন চক্রবর্তী। কাশেম আলি খাঁ—পরিমল মুখোপাধ্যায়। ইমতিয়াজ আহ্‌মেদ—অমলেন্দু চক্রবর্তী। প্রথম প্রহরী—সুবীর দত্ত। দ্বিতীয় প্রহরী—পল্লব মুখোপাধ্যায়। ইয়াকুব—অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাচ্চু সাহেব—অরুণ চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার—রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায়—অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীমতি মুখোপাধ্যায়—দীপালি চক্রবর্তী। টুটু—শেলী পাল। শের আফগান—অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এছাড়া এই নাটকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন: শুমৌলীন্দ্র আচার্য, পরিতোষ পাল, দিব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র চক্রবর্তী, যূথিকা ভট্টাচার্য ও রীণা মুখোপাধ্যায়।

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

[শহরের বাইরে একটি বড় হলঘর। ঘরটিকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে, দেখে সাধারণভাবে বর্ধমানে শের আফগানের দরবার বলে মনে হয়। কিন্তু মোগলাই আমলের আসবাবপত্রের মধ্যে দুটি আধুনিক মানুষের প্রমাণ সাইজের তেলরঙে আঁকা ছবি! সিংহাসন রয়েছে মাঝখানে। ছবি দুটির একটির পরণে বোরখা, সেটি মেহেরুন্নিসার ছবি। অন্যজনের পরণে জায়গীরদারের পোশাক—সেটি শের আফগানের। পর্দা উঠতে দেখা গেল

দু'জন প্রতিহারী সিংহাসনের দু'পাশে বসে ঝিমোচ্ছে। বাইরে সভাসদদের কথোপকথনের শব্দ শোনা যায়। নবাগত সভাসদ প্রভাতের ভীত আর্তনাদে প্রতিহারী দু'জন শের আফগানের প্রবেশের সংকেত ভেবে অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে সিংহাসনের দুপাশে দাঁড়িয়ে পড়ে। সংগে সংগেই নবাগত সভাসদ প্রভাতসহ অন্যান্য সভাসদেরা প্রবেশ করে। প্রতিহারী দু'জনের একজন বসে পড়ে ও অন্যজন দাবার সরঞ্জাম নিয়ে বসে। সভাসদদের কেউ কেউ পাশের ঘর থেকে চেয়ার নিয়ে আসে। ট্রানজিস্টার শোনা, পত্রিকা পড়া খাওয়াদাওয়া, দাবা খেলা যুগপৎ চলতে থাকে। প্রভাতকে নিয়ে ননী সিংহাসনের ওপর বসিয়ে কাশেম আলী খাঁর মেক-আপ দেয়]

সুকুমার ॥ (প্রভাতকে) কিছু ভয় পাবি না বুঝলি ? তোকে যা যা বুঝিয়ে আনলুম সেইমত কাজ করে যাবি।

ননী ॥ না না, তুমি ওকে ভাল করে বোঝাও। শেষকালে একটা নতুন লোক ; কেলেঙ্কারী করে ফেলবে।

সুকুমার ॥ হ্যাঁরে বাবা বুঝিয়েছি। তোরা পাঁচজনে মিলে পাঁচরকম বলে ওকে আরও নার্ভাস করে দিচ্ছিস্।

[টিফিন-কৌটো খুলে খেতে বসে]

রমেশ ॥ ও সুকুদা—বৌদি আজ কি দিয়েছে গো ?

সুকুমার ॥ কি জানি কি দিয়েছে ?

ননী ॥ তোমার শুধু খাওয়া। বৌদিও দিচ্ছে, তুমিও খাচ্ছ। একটা নতুন লোক, কোথায় ভাল করে বোঝাবে তা না—

সুকুমার ॥ আরও বোঝাব বলছিস্। আচ্ছা শোন। এই হল যাকে বলে দরবার, বর্ধমানের ময়ূর মহল।

প্রভাত ॥ এই ময়ূর মহল ?

ননী ॥ মোগলাই অ্যাটমস্‌ফিয়ারের খাতিরে যদি বাংলাদেশ পছন্দ না করেন, তাহলে এটা আপ কান্ট্রি বলেও ধরতে পারেন, ধরুন আগ্রা।

রমেশ ॥ কিংবা খাস্ দিল্লী।

সুকুমার ॥ যাঃ, দিল্লী হবে কী করে....তবে।

উপেন ॥ আসলে কথা হল, জায়গাটার কোন ঠিক নেই, যখন যেরকম সিচুয়েশন তখন সেরকম আর কি। জায়গাটা বদলে আজ এখানে কাল ওখানে হয়ে যায়।

ননী ॥ বর্ধমান।

উপেন ॥ ময়ূর মহল !!

ননী ॥ আগ্রা !!! ....স্বচ্ছ সলিলা যমুনা ! এই সেই জনস্থান মধ্যবর্তী প্রস্রবন গিরি....

১ম প্রতিহারী ॥ এই যে বাবুরা, চুপ চুপ !

সুকুমার ॥ কী, হল কী ?

১ম প্রতিহারী ॥ শাহানশা....ঐ আসছেন বোধ হয়।

[সকলে ত্রাস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল]

সুকুমার ॥ নারে বাবা, ঘুমোচ্ছেন, ঘুমোচ্ছেন। আচ্ছা হঠযোগী মার্কা লোক তো ! ঘুমোও বাবা ; তুমিও ঘুমোও....একটু আরাম করো।

২য় প্রতিহারী ॥ সত্যি....তোর সবতাতেই বড়ো তড়বড়ানি।

১ম প্রতিহারী॥ হ্যাঁ; তারপর হঠাৎ এসে গেলে?

২য় প্রতিহারী॥ (সুকুমারকে) বাবু, ও বাবু! ম্যাচিস্ আছে?

ননী॥ ও কর্তা, এখানে বিড়ি-টিড়ি চালাতে শুরু করে দিয়েচ? বাঃ বাঃ।

২য় প্রতিহারী॥ এই দুটান মাত্তর!

সুকুমার॥ (দেশলাই দিয়ে) দেখো সামলে!

প্রভাত॥ আমি বলছিলুম....ইয়ে ..এতো পেছনে একটা থিয়েটারের সীন খাটানো।

উপেন॥ হ্যাঁ দরবার।

সুকুমার॥ তা দরবার বোঝানোর জন্যে কি একটা বাগান বাড়ির সীন খাটানো হবে নাকি?

প্রভাত॥ আর এটা তো একটা ডেকোরেটারের দোকানের ভাড়া করা চেয়ার মনে হচ্ছে।

সুকুমার॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই, কিন্তু ভাড়া নয়, কেনা!....ওটা সিংহাসন।

প্রভাত॥ বুঝলুম সিংহাসন, কিন্তু তুমি তো বললে এটা বর্ধমান। তা ইনি তো শেরশাহ। তা কোন শেরশা?....আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। মানে হুমায়ুনকে হটিয়ে দিয়ে, মানে যিনি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড....?

সুকুমার॥ (উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে)....গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রো....রো ....রো....

ননী॥ বলে হুমায়ুনকে হটিয়ে দিয়ে....হেঁ হেঁ।

প্রভাত ॥ (খুব অপ্রস্তুত হয়ে) তা হেঁ হেঁ করলে হবে কী করে? কথাটা বলবে তো?

সাধন ॥ (হাসতে হাসতে) ও মশাই, ইনি শেরশা নন, শের আফগান। জাহাঙ্গীরের আমলে বর্ধমানের জায়গীরদার।

ননী ॥ যার গোড়ায় নাম ছিল আলি কুলী খাঁ। জাতে পাঠান।

সুকমার ॥ (হাসতে হাসতেই) মানে এঁকে মেরেই এঁর বউকে জাহাঙ্গীর বিয়ে করেছিলেন। ইতিহাসে পড়িসনি। "১৬১১ খ্রীষ্টাব্দে মেহেরুন্নিসা নূরজাহান বা 'জগতের আলো' নাম ধারণ করিয়া—"

ননী ॥ (সুকুমারকে বাধা দিয়ে) গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড়ে দুর্ধর্ষ বেগে জীপ চালাইয়া ছিলেন।

সুকুমার ॥ না না, দিল্লীর সম্রাজ্ঞী পদে অধিষ্ঠিতা হইলেন।

প্রভাত ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি, এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি····গোলমালটা আমি গোড়ায় ধরতে পারিনি। তোমরা খালি বর্ধমান বর্ধমান করছ—আর আমি বলি, কীরে বাবা হিল্লী, দিল্লী, বাদ গেল, গোস্ত রুটি বরবাদ—এ সীতাভোগ, মিহিদানার আমদানী কেন।

ননী ॥ (আবার হেসে ফেলে) আরে বাবা, এ ভদ্রলোক রসিক আছেন। শুনলে, ও সুকুদা, বলে কিনা সীতাভোগ মিহিদানা।

সুকমার ॥ বাইরে এখন উনিশ শো পঁয়ষট্টি সালের বারোই জুলাই (অথবা যে-সালের যে-তারিখে এই নাটকটি অভিনীত হচ্ছে)। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে এই ঘরের মধ্যে আমরা ১৫৯৪ থেকে ১৬০৮ সালের মধ্যে বাস করছি।

উপেন ॥ হিসেব করে দেখুন না—জাহাঙ্গীর মেহেরুন্নিসাকে বিয়ে করেছিল ১৬১১ সালের মার্চ মাসে, তার ৮ বছর আগে····মানে ১৬০৩ সালে—

প্রভাত ॥ (সচকিত হয়ে) কীর্তি কাবার হয়েছে, এতো সব গণ্ডগোল করে বসে আছি।

সুকুমার ॥ তা এটা তোর আক্কেল হল না ? তুই শের আফগানকে শেরশাহ ধরে নিলি ? গবেট !

প্রভাত ॥ ধরে নিলুম মানে ? মাইরি····বিশ্বাস করো····আমি কিরণ চৌধুরীর বই থেকে শেরশার লাইফ একেবারে ঝরঝরে মুখস্ত বলে যাচ্ছি।

সুকুমার ॥ আমরা হলুম গিয়ে সাড়ে তিনশো বছর আগেকার লোক। তুই হলি আমাদের হাঁটুর বয়সী।

প্রভাত ॥ তা বাচ্চু সাহেব আমার সঙ্গে ইয়ার্কি মারলেন নাকি ? তখন স্পষ্ট করে বল্লেন না কেন, যে ইনি শেরশাহ নন শের আফগান।····(বাচ্চু সাহেবের উদ্দেশ্যে) গবেট।

সুকুমার ॥ কেন ? তোকে কোম্পানী বলেনি যে সুধীরদা এখানে পীর আমানুল্লা খাঁর পার্ট করত—তোকে কাশেম আলী খাঁর পার্ট করতে হবে ?

প্রভাত ॥ কাশেম আলী খাঁ ? কে বলেছে ? আমি তো নামটা এই প্রথম শুনছি। কাশেম····

ননী ॥ আরে দূর—হাঁ বন্ধ করুন। সুধীরদা মারা যাবার পর আমাদের কোম্পানী····মানে বাচ্চু সাহেব—আপনাকে····

প্রভাত ॥ কিস্যু বলেনি। মাইরি বিশ্বাস করুন। (বাচ্চু সাহেবের

সম্বন্ধে) এমন গোঁজ হয়ে থাকেন না—মিনিট সাতেক ধরে ইণ্টারভিউ নিল—একবার হাসতে দেখলুম না। তা না হাসলি না হাসলি, ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলবি তো ?

রমেশ ॥ আমার মনে হয়—বাচ্চু সাহেব ভেবেছিলেন আপনি জানেন। না জেনে কি আর ইণ্টারভিউ দিতে এসেছেন।

সুকুমার ॥ দূর বাজে ! বাচ্চু সাহেব, বুঝলি উপেন, ও হপ্তায় আমাকে নিজে বলল, 'সুধীরবাবুর জায়গায় ভাবছি আর কাউকে নেব না—কী বলেন সুকুবাবু ?' সে আজকে ধর বিষ্যুৎবার রাত্তিরের কথা। শুক্কুরবার সকালে আমাদের এই খ্যাপা শাহানশা এই এখানটায় দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাতে লাগলেন,—'চক্রান্ত করে পীর আমানুল্লা খাঁ সাহেবকে হটিয়ে দেওয়া হল !' বেচারা বুঝতে পারছে না তো, সুধীরদা মারা গেছে। ও ভাবছে, জাহাঙ্গীর আর তার শাকরেদ ঐ আসলাম খাঁ....দুজনে মিলে খাঁ সাহেবকে হটিয়ে দিয়েছে।

প্রভাত ॥ আমি কিন্তু রিয়্যালি বলছি, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

সুকুমার ॥ দেব বাপ, সব বুঝিয়ে দেব।

প্রভাত ॥ না, মানে আমি কে ? কাশেম আলী খাঁটি কে ?

উপেন ॥ সেইটে অবশ্যি আমরা এখনও ডেফিনিটলি জানি না।

প্রভাত ॥ যাঃ ইয়ার্কি মারছেন। ও দাদা (সাধনকে) আপনিও জানেন না ?

সাধন ॥ মাইরি ; বিশ্বাস করুন, জানি না।

প্রভাত ॥ তার মানে ?

ননী ॥ তার মানে খ্যাপা শাহানশা চ্যাঁচাচ্ছিলেন তো! সেই চ্যাঁচানিটাই তো আপনি পুরো শুনলেন না। শুনুন, তবে তো।—'শাহানশাহ্ জাহাঙ্গীর আসলাম খাঁর সাথে ষড়যন্ত্র করে পীর আমানুল্লা খাঁ সাহেবকে কয়েদ করেছে? ভেবেছে, ওকে সরিয়ে নিলেই আমাকে দাবিয়ে রাখতে পারবে? আচ্ছা দেখা যাবে, আমিও কাশেম আলী খাঁকে আনাব! যাও, এক্ষুণি খবর দাও, কাশেম আলী খাঁকে ডাকো।'

রমেশ ॥ আমরা তো এ-ওর মুখের দিকে তাকাই—কাশেম আলী খাঁটি আবার কেরে বাবা'

ননী ॥ সুকুদা খুব ফাইন ভোগা দিতে পারে। বললে, 'দূরের পথ, দুর্গম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে লুকিয়ে আসা—খাঁ সাহেবের তো আসতে দু'চার দিন সময় লাগবে জনাব। আমি এক্ষুণি খবর দিচ্ছি।' ঐ তারপরে গিয়েই বাচ্চুসাহেবকে বলেছে, তাই বাচ্চুসাহেব আপনাকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিল।

সুকুমার ॥ বুঝলি, সেই কাশেম আলী খাঁ হলি তুই। কী মুখটা ওরকম করলি যে? স্পিরিট গাম চড়চড় করছে?

প্রভাত ॥ 'হ্যাঁ, একি ইয়ার্কি নাকি? এক খাবলা সাদা মাটি মেখে? ঠোঁটে লাল, মুখে কালিঝুলি, নাকের ডগায় স্পিরিট-গামের হস্পিটাল হস্পিটাল গন্ধ। আমার এ চাকরির দরকার নেই বাবা। এর ক্ষুরে ক্ষুরে দণ্ডবৎ—আমি চল্লুম।

সুকুমার ॥ (প্রভাতকে তেড়ে যায়) আরে! এতো আরেক হঠযোগী। আজকালকার দিনে তোর কোয়ালিফিকেশনে তিনশো টাকা মাইনের চাকরি কোথাও পাবি?....আর যা, যদি

মেজো বৌদির মুখঝামটা খাবার শখ থাকে তো যা, ড্রেসটা খুলে দিয়ে বাড়ি যা।....যত্তো সব।

সাধন॥ (প্রভাতকে খুব অপ্রস্তুত দেখে সহানুভূতিসূচক ভাবে) আরে মশাই, এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? এটাতো ডেফিনিট, আপনাকে তো আলিবাবা গল্পের কাশেম হতে হচ্ছে না যে, ডাকাতের হাতে পড়বেন।

তপন॥ আপনি মশাই আজকে জয়েন করেছেন, তাতেই কাশেম আলী খাঁর নাম শুনে লাফিয়ে উঠলেন....আর আমাদের এক একজনের সার্ভিস রেকর্ড দেখলে তো আপনি চমকে যাবেন। আমার উনিশ বছর, ননীর ন বছর, আর সুকুদা তো সেই গোড়া থেকে—তা' বছর পঁচিশেক হল—না কী গো?

সুকুমার॥ না, আমি বছর দেড়েক বাদে জয়েন করেছি—যাই হোক—আমিই সব থেকে ভেটারেন....

তপন॥ তবে? ঐ ননী হচ্ছে আবদুল মজিদ আমি বখৎ খাঁ। সুকুদা দীদার বক্স। সাধনদা, আপনার নামটা কি যেন?

সাধন॥ জালালুদ্দীন আইবক্স।

তপন॥ হ্যাঁ হ্যাঁ—জালালুদ্দীন আইবক্স। (রমেশকে) এই তোর নামটা কি?

রমেশ॥ ইমতিয়াজ আমেদ।

তপন। (রসিকতা করে) ইমতিয়াজ আমেদ—পাকিস্তানের উইকেটকীপার। তো আমরা কারা? আমরা কিস্যু না—উনি আমাদের এইসব নামে ডাকেন (শের আফগানকে উদ্দেশ্য করে

বলে) হিস্ট্রি দেখুন—শের আফগানের আশেপাশে এসব নামের কোন পাত্তাই নেই।

প্রভাত ॥ তা আমিও কি পাঁঠান ?

ননী ॥ (হেসে ফেলে) ও সুকুদা, এঁর যে চন্দ্রবিন্দুর দোষ আছে পাঁঠান কি—পাঠান।

প্রভাত ॥ হ্যাঁ, মানে পাঠান।

সুকুমার ॥ হ্যাঁ, তা কী ? তোর কি মনে হচ্ছে এই যে কস্ট্যুমটা তোকে পরানো হল—আর এই মেক্‌আপ—তুই কি পূজার বামুনের পার্ট করতে এলি ?

প্রভাত ॥ না, মানে—

উপেন ॥ যাই বল—এইসব সেট, কস্ট্যুম, মেকআপ নিয়ে কি একটা বিউটিফুল হিস্টরিক্যাল নাটক করা যেত, বল ? আজকাল তো ওসব পাট উঠে গেছে—যাই হোক একটা ভ্যারিয়েশন হোতো।····চাই কি জাস্ট শের আফগানকে নিয়েই তো একটা ফুলফ্লেজেড্ নাটক হতে পারে। হলে হবে কী, আমরা সব রেডী, নাটকটাই শুধু নেই। যাকে বলে ফর্মটা আছে, কনটেন্ট নেই।

সুকুমার ॥ তার মানে ?

উপেন ॥ তার মানে, শের আফগানের যারা রিয়্যাল সভাসদ ছিল তারা কিন্তু আমাদের চেয়ে বেটার ছিল। আফটার অল তাদের তো অ্যাক্টিং করতে হত না। তারা যা করত সেইটেই তাদের লাইফ ছিল—এইসব ড্রেসফেস পরে এ রকম রিয়্যাল প্যালেস জিংক-ফিংক ছাড়াই এরকম রিয়্যাল গায়ের রঙ, কালিঝুলি

ছাড়াই এরকম রিয়্যাল'দাড়িগোঁফ, আজ একে তলোয়ার দিয়ে খুঁচিয়ে দিচ্ছে, কাল ওকে শূলে চড়াচ্ছে—পরশু তাকে ঝপ করে একটা জায়গীর বেচে দিচ্ছে—আর আমরা কী? জাস্ট কতকগুলো পুতুল। খালি অ্যাক্টিং কর, অ্যাক্টিং কর। যা রিয়্যালি নও, ভান করে যাও।

সুকুমার ॥ আরে বাবা শুধু অ্যাক্টিং করতে হলে তো তবু পথ ছিল। এই খ্যাপা শাহানশা যখন যা বলবে তা বুঝেশুনে জবাব দিতে হবে। একবার একটু ফাম্বল করে দেখো না, কী হাল হয়।

প্রভাত ॥ তা এদিকে বলছ, 'ফাম্বল্ করে দেখো না, কী হাল হয়.' ওদিকে বলছ, 'সব ম্যানেজ হয়ে যাবে।' আমি পড়ে এলুম শেরশাহ, হয়ে গেল শের আফগান—তা আমি তো ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারব না। তখন কী হবে? ভুলভাল বলে ফেললে?

ননী ॥ ঠিক আছে, কুছ পরোয়া নেই।

সাধন ॥ আরে মশায়, আমরা তো আর মরে যাই নি।

সুকুমার ॥ এখানে শুধু এই পিরিয়ডের ওপরে একগাদা বই আছে। মেন পয়েন্টস্‌গুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিবি—আর কী?

উপেন ॥ আর পড়তে গিয়ে দেখবেন, মোটামুটি আউটলাইনটা আপনার জানাই আছে।

ননী ॥ ওসব বইফই পরে হবে। এদিকে আসুন দিকিনি। বলুন দিকিনি—এই ছবি দুটো কার?

প্রভাত ॥ হ্যাঁ, আমি ঢুকতেই দেখেছি। আমারও একটু পিকিউ-লিয়ার লাগছিল। সিংহাসনের পাশে তো এরকম ছবি থাকে

না। আর এই পেন্টি-এর মধ্যে কিন্তু মোগলাই ছাপ নেই—আছে ?

ননী ॥ দেখলে, ও সুকুদা, সেই ওল্ড কমপ্লেন। কার্তিকবাবু সিনেমার খ্যানার আঁকে বাবা—ও মোগলাই-ফোগলাই কিস্স্যু বোঝে না তুমি ওকে দিয়েই ছবিদুটো আঁকিয়ে নিয়ে এলে।

সুকুমার ॥ (যারপরনাই বিরক্ত হয়ে) আরে রাখ রাখ। একটা মডার্ণ আর্টিস্টকে দিয়ে ছবি আঁকালে নটা ত্রিভূজ এঁকে বারোটা রঙ বুলিয়ে দিত—ওটা মানুষ, কি গণ্ডার, কি কচুপাতা কিছুই বোঝার জো থাকত না।

ননী ॥ (সুকুমারকে বিরক্ত করতে পেরেছে বলে খুশী হয়ে) কার্তিকবাবুর কথা বললেই সুকুদা খেপে যায়। আপনি ঠিক বলেছেন মশাই, তা নেক্সট টাইম বলবেন না—সুকুদার ফেবার-টা লুজ করবেন।....সেই পঁচিশ বছর ধরেই নাকি স্কীম হচ্ছে, এই ন্যাতপেতে সীনটা খুলে ফেলে পেছনে কতকগুলো ফ্ল্যাট খাটানো হবে। তাদের দুপাশে দুটো দরজা থাকবে। ঐ তার গায়ে কাঠ দিয়ে দুটো কুলুঙ্গির সাজেশন—তার মধ্যে দুটো মোগলাই আমলের স্ট্যাচু। ঐ বাচ্চু সাহেব মহা চালু। আজ হবে কাল হবে করে ঠেকিয়ে রেখেছে। তাই গোড়ার দিনে যেরকম ছিল সেইরকমই রয়ে গেছে আর কি। মানে যাকে বলে—মধ্বাভাবে গুড়ং—

[সবাই হেসে ওঠে]

উপেন ॥ অবশ্যি খ্যাপা শাহানশা যদি বুঝতে পারতেন যে ও দুটো ছবি—তাহলে অ্যাদ্দিনে একটা কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়তেন।

প্রভাত ॥ (খুব অবাক হয়ে) তবে এগুলো কী ? ছবি না ?

উপেন ॥ হ্যাঁ ছবি তো বটেই—আলবাৎ ছবি। সে তো যে কেউ ছুঁলেই বুঝবে এগুলো ছবি কিন্তু উনি তো আর ছোঁন না।

প্রভাত ॥ কেন—ছোঁন না কেন ?

সুকুমার ॥ (বিরক্ত হয়ে) হ্যাত্তেরী! ছোঁন না কেন? ধর, আয়নায় যে তোর ছায়া পড়ে সেটা ছুঁলে কি তোর ফীলিং হয় যে তুই নিজেকে ছুঁচ্ছিস্ ? এই ছবিগুলো ওঁর কাছে ঐ আয়নায় পড়া ছায়ার মতো। (আরো বোঝাবার চেষ্টায়) ধর, তুই এখানটায় দাঁড়িয়ে আছিস্ তোর হাতে একটা আয়না দিলুম। তুই কী দেখবি ? দেখবি তো, সেকালের পোশাক পরা একজন আধুনিক মানুষের ছবি, এ ছবি দুটোও ওঁর কাছে সেইরকম, (নিজেই গুলিয়ে গেল) মানে··· এই বুঝে নে না····

প্রভাত ॥ মাইরি এতক্ষণ ধরে শুনছিলুম সব গুলিয়ে গেল। এতক্ষণ যাও বা কিছু বুঝছিলুম, এখন আর কিছু বুঝতে পারছি না।

ননী ॥ আরে দূর—কিস্স্যু ভাববার নেই। দেখুন না—এই এখানে একটু শুনবেন—ওখানে একটু শুনবেন—ও একটু বলবে, আমি একটু বলব, মেসো একটু বলবে—ব্যস।

প্রভাত ॥ মানে ডিটেল বাদ দিন, ডিটেল বাদ দিন। এটা শের আফগানের ছবি তো ?

ননী ॥ হ্যাঁ।

প্রভাত ॥ আর এটা কে বললেন না তো ? মেহেরুন্নিসা ?

ননী ॥ হ্যাঁ····শের আফগান ইতিমধ্যেই ওঁকে সন্দেহ করতে আরম্ভ

করেছেন—তাহলে হিস্ট্রিটা আপনাকে বুঝিয়ে বলি। একদিন দিল্লীর মীনাবাজারে শাহজাদা সেলিম, মানে পরে জাহাঙ্গীর, মেহেরুন্নিসাকে দেখলেন। দেখেই তো বিয়ে করার জন্য পাগল। সম্রাট আকবরের আবার খানদানি রক্তের দিকে ঝোঁক। শাহজাদা বিয়ে করবে এক পার্শী কর্মচারীর মেয়েকে! হাতের সামনে পাত্র জুটল আলী কুলী খাঁ—এক পাঠান ছোকরা। আকবর তার সাথে গেঁথে দিলেন মেয়েটাকে। দিয়ে জাইগীর-টাইগীর গছিয়ে শের আফগান টাইটেল দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন সোজা বর্ধমান।

উপেন॥ আর এটা বল যে এই আলী কুলী খাঁ খালি হাতে একটা বাঘ মেরেছিলেন।

ননী॥ আমি চিরকাল দেখে এসেছি মেসো, যে তুমি ঐ একটা পয়েণ্টের ওপর ইনসিস্ট করবে। এটা তুমি কোথায় পেলে কে জানে?

উপেন॥ কেন, এই ব্যাপারটার ওরিজিনটা এলো কোত্থেকে? ডি এল. রায়ের নূরজাহান নাটকে—

প্রভাত॥ হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি।

[ইয়াকুবের প্রবেশ]

ইয়াকুব॥ ইয়া মারা….এ সুকুবাবু, উপিনবাবু—

সুকুমার॥ কী হল?

প্রভাত॥ এ কী, এ কে? এ মডার্ণ কস্টিউমে কেন?

ননী॥ ইউ গেট্ আউট্ (ইংরেজী বলার জন্যে দুঃখিত হয়ে) সরি

সরি! (তরোয়াল হাতে নিয়ে এগিয়ে যায়) নিকাল যাও, ম্যান অব্ দ্য টুয়েনটিয়েথ সেঞ্চুরী।

রমেশ॥ (তরোয়াল হাতে নিয়ে) শাহাজাদা জাহাঙ্গীরকে জাসুস নিকালো।

ননী॥ বেয়ারার ছদ্মবেশে এসেছ! ম্যাগর ম্যায় তুমকো পহচন লিয়া আসলাম খাঁ। চলো, আভি নিকালো।

ইয়াকুব॥ (বিচলিত হয়ে) আরে, ক্যা দিল্লাগী কর রহা হো।

ননী॥ আরে, চুপচাপ কেয়া দেখতে হো—নিকাল দেও ইসে।

ইয়াকুব॥ আরে, ম্যায় কহা দিল্লাগী বন্ধ করো। সুনা নেহি খুদ বাচ্চু সাহেব দো-চার দোস্ত বগেরা লেকর য়হা আ রহে হ্যায়।

ননী॥ সাব্বাস। বাচ্চু সাব জব আঁতে হ্যায় তব লেডীজ ভি আঁতে হ্যায় জরুর। আরে ভাই, কহ তো উ বুড্ঢী হ্যায় ইয়া জোয়ানী।

ইয়াকুব॥ এক আনজান সাব হ্যায়, ঔর মুখার্জী সাব ভি হ্যায় সাথমেঁ।

ননী॥ আরে মুখার্জী কা বাচ্চে, পয়লে তো বাতাও কোই মেমসাব হ্যায়?

রমেশ॥ ঠিক। তৃষ্ণার্ত হয়ে চাহিলাম একঘটি জল, তাড়াতাড়ি এনে দিল দুইখানি সাব।

ননী॥ দো-সাবকো নিকুচি কিয়া, আধখানা মেমসাব হ্যায়।

ইয়াকুব॥ মুখার্জী-মেমসাব হ্যায় সাথমে, ঔর উসকী লেড়কী ভি!

সুকুমার॥ কী, কী বললে? মুখার্জী-মেমসাব? তার মানে বাচ্চু

সাহেবের হবু শ্বশুর শাশুড়ী আর হবু বউ? সঙ্গের আনজান সাহেবটি কে হে ইয়াকুব?

ইয়াকুব ॥ আরে উয় ম্যায় ক্যায়া জানে।

উপেন ॥ এইবার ছাখো মজা। এতক্ষণে বোধহয় একটা কাজ পাওয়া গেল। এঁরা নির্ঘাৎ আমাদের ফরম-এ কনটেণ্ট দিতে এসেছেন।

প্রভাত ॥ কেন, কী রকম?

ননী ॥ যা হবে না একখানা! এই খ্যাপা শাহানশা তো এদের সব বাদশা জাহাঙ্গীরের চর, মানে আসলাম খাঁর লোক বলে ধরে নেবে নির্ঘাৎ।

ইয়াকুব ॥ আরে, মুঝে কহনে দেওগে য়া নেহি।

সুকুমার ॥ বোলো—বোলো।

ইয়াকুব ॥ মুঝে মালুম হোতা, কি উয় অন্‌জান সাহাব কোই ডাগদর সাব হোঙ্গে জরুর।

উপেন ॥ বুঝতে পেরেছি, বাচ্চু সাহেব এবার আরেক ডাক্তার নিয়ে এসেছে।

ননী ॥ ডাক্তার কী প'রে আছে হে? সে একবার এক ডাক্তার ধুতি প'রে এসেছিল। শেষটা মনে আছে মেসো? থ্রি চিয়ার্স ফর নিউলি রিক্রুটেড কাশেম আলী খাঁ—হিপ্ হিপ্ হুররে।

[তুলে ধরে একপাক ঘোরে]

উপেন ॥ দাঁড়ান, আজকে এই ডাক্তারের হালটা কী হয় দেখুন। (প্রভাতের বিড়ম্বিত অবস্থা দেখে) কী, কী হল কী আপনার?

প্রভাত ॥ ডাক্তারের হালের কথা বাদ দিন। আমি ভাবছিলাম আমার কী হাল হবে ?

ইয়াকুব ॥ আরে মুঝে কহনে দো ভাই, উন্‌লোগ য়হা ইস্ দরবারমে আনে চাহ্‌তে হ্যাঁয়।

সুকুমার ॥ কী এই ঘরে ? দরবারে ?

ইয়াকুব ॥ জী, সাহাবনে অ্যায়সেই অর্ডার দিয়া।

ননী ॥ এইবার হবে একটা ফাটাফাটি কাণ্ড।

রমেশ ॥ হ্যাঁ, ট্র্যাজিক সীনের জন্য সব রেডি হও ভাই।

প্রভাত ॥ (ভীত) কেন ? ট্র্যাজিক সীন কেন ? কী হবে ?

ননী ॥ আরে দূর, বুঝতে পারছেন না ? এই ছবিটা কার ? (প্রভাত মেহেরুন্নিসার ছবিটার কাছে যায়) এতো ঐ মিসেস মুখার্জীর।

উপেন ॥ এঁর মেয়ের সঙ্গেই তো বাচ্চু সাহেবের বিয়ে হবে ঠিক হয়ে আছে। মেয়েটাও আছে সঙ্গে, শুনলেন না ?

প্রভাত ॥ মেয়েটার বাবাও আছে সঙ্গে নাকি ?

উপেন ॥ হ্যাঁ, তাইতো বলছে। ঐ যে একজন ডাক্তার এসেছে—ওঁর সঙ্গে আছে ওঁরা !

সুকুমার ॥ তো ওরা সব এঘরে আসতে চাইছে কেন, দরবারে ?

ননী ॥ দেখবেন, খ্যাপা শাহনশা মিসেস মুখার্জীকে দেখলে কী গোলমালটাই হয়।

উপেন ॥ না না, আরে বাবা, উনি তো আর পঁচিশ বছর এঘরে আসেন নি, খ্যাপা শাহনশা ওঁকে চিনতেই পারবেন না।

ইয়াকুব ॥ শুনো ভাই, অগর শাহনশা ই'ঘরমে আনে চাহে তো উনকো জিস তরিকাসে ভি হো, রুখ দেনা, সমঝা ?

সুকুমার ॥ ও, তার মানে ওরা এঘরে যখন আসবেন শাহানশা তখন এঘরে আসবেন না ? তাই বল।

ননী ॥ (ইয়াকুবকে) রুখ দেনা মানে ? হঠাৎ যদি খেপে ওঠে ? (রমেশকে) তুই আটকে দিস্ মাইরি।

রমেশ ॥ আর তারপর যখন আমাকে মাটিতে পেড়ে ফেলে বুকের ওপর হাঁটু গেড়ে বসবে, তখন ফায়ার ব্রিগেডে টেলিফোন করবে তুমি ? [সবাই হাসে]

ইয়াকুব ॥ আরে ভাইয়া, জো বোলা গিয়া ও করো। যাও, জলদি উনকো পাস যা কর বৈঠো। জানেকো পহলে ইসব কুর্শী জারা সাজা দো।

[দু'একজন চেয়ার সাজায়]

সুকুমার ॥ চল্, তাহলে যাই।

উপেন ॥ এতক্ষণে বোধ হয় ঘুম ভেঙ্গে গেছে।

ইয়াকুব ॥ হাঁ ভাই হাঁ, যাও, জলদি যাও। বাহার যাকর ভিতরসে খিড়কি আচ্ছাসে বন্ধ্ কর দেনা।

[ননী, প্রভাত ও ইয়াকুব ছাড়া সকলেই বেরিয়ে যায়]

ননী ॥ (ইয়াকুবকে) নানা, ও নানা—

ইয়াকুব ॥ আরে হাঁ ভাই, বোলো।

ননী ॥ তুম বড়া আচ্ছা আদমী হো।

ইয়াকুব ॥ ওতো ম্যায়ভি জানতা হুঁ।

ননী ॥ হিঁয়া পর জো সব হোগা—পিছে হামলোগকো সব কুছ

বাত্তানা—সমঝা না ? অগর নেহি বতায়া তো—(মুখে স্প্রে করে দেয়)

ইয়াকুব ॥ আরে ক্যা বুড্ঢে আদমী কো সাথ দিল্লাগী কর রহা হো।

[ননী হাসতে হাসতে ভেতরের দিকে চলে যায়—পেছন পেছন প্রভাতও। হঠাৎ ননী ঘুরে দাঁড়ায়]

ননী ॥ আরে ! চশমা পড়ে কোথায় যাচ্ছেন ? চশমা খুলুন।

প্রভাত ॥ চশমা খুলতে হবে। (চশমা খোলে) চোখে দেখতে পাব না যে।

ননী ॥ আরে তাতে কি ? আমার হাত ধরে চলে আসুন।

[ননীর কাঁধে হাত রেখে প্রভাত ননীর সাথে ভেতরে চলে যায়। ইয়াকুব চেয়ার মুছছে। বাইরে দিয়ে বাচ্চু সাহেব ঢোকেন]

বাচ্চু ॥ নানা, যো যো বোলা গিয়া করওয়ায়া না ?

ইয়াকুব ॥ জী সাব। হিঁয়া ক্যা সব বন্দোবস্ত্ পক্কা হ্যায়।

[ইয়াকুব বেরিয়ে যায়]

[বাচ্চু সাহেবও বেরিয়ে যান এবং ডাক্তার সুধাংশুমোহন মল্লিক, শ্রীমতী ছায়ারাণী মুখোপাধ্যায়, তাঁর মেয়ে টুটু এবং শ্রীযুক্ত বলরাম মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে ঢোকেন]

বলরাম ॥ (চারিদিক দেখে) আরে বাপরে, এযে দারুণ ইণ্টারেস্টিং। (বসেন)

ডাক্তার ॥ ইণ্টারেস্টিং ! ভেরি রাইট্লি সেড্ মিঃ মুখার্জী, ইট্স্ রিয়্যালি ইণ্টারেস্টিং।

ছায়া ॥ (মেহেরুন্নিসার ছবিটা দেখে) এইতো, এইতো' আমার ছবি—হ্যাঁ····গ্যাখ, গ্যাখ, টুটু, দেখে যা !

টুটু ॥ হ্যাঁ তুমিই, তা কী হয়েছে ?

ছায়া ॥ না না, ভালো করে গ্যাখ না ! হ্যাঁ, এটা আমার ছবি, কিন্তু যদি কাউকে বলি এটা তুই—কিছুতেই না করতে পারবে না, চল্ !

বাচ্চু ॥ কী হলো তো ? আপনি তো আপনাকে কদ্দিন বলেছি।

ছায়া ॥ হ্যাঁ বলেছ, কিন্তু এটা যে সত্যি একেবারে ··আমি একদম বুঝতে পারি নি।········কী হলো, টুটু, তুই দেখছিস্ না ? তোর অবাক লাগছে না ?

টুটু ॥ হ্যাঁ, দেখছি তো কিন্তু········

ছায়া ॥ বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে না, না। ভাবছিস তোর মত বয়সে আমি কী করে এক্কেবারে তোর মত দেখতে ছিলুম ! ওগো, তুমি এদিকে একবার এসো না, গ্যাখো না, গ্যাখো না ছবিটা।

বলরাম ॥ (বসেই) হাঁা, বুঝেছি········ও আমাদের বেয়ারা কলিমদ্দির বউ।

ছায়া ॥ (বিরক্ত হয়ে) তুমি ভাবলে আমাকে খুব একটা কমপ্লি-মেণ্টস্ দিলে····না ?

বলরাম ॥ আমি বাবা ওসব ছবিটবি দেখছিনা। ওসব আমি একেবারে বুঝতে পারি না।

ছায়া ॥ পৃথিবীতে অনেক ব্যাপার আছে যেগুলো বুঝতে পারলে তুমি অন্ততঃ আর একটু বেটার মানুষ হতে। ডঃ মল্লিক, আপনি, আপনি দেখুন·······দেখুন না।

বলরাম ॥ ওহে ডাক্তার, ওসব মেয়েছেলের ছবিটবির ব্যাপারে মাথা গলাতে যেয়ো না বাপু। ওখানে তোমার ডাক্তারি খাটবে না।

ডাক্তার ॥ কেন বলুন তো?

ছায়া ॥ ওর কথায় কান দেবেন না, দেখুন, ভালো করে দেখুন, প্লিজ।

ডাক্তার ॥ না, দেখছি, এই তো দেখছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না—আপনি এতো এক্সাইটেড্ ফিল করছেন কেন। কম বয়সে তো মাকে মেয়ের মত দেখতে হওয়াটা ন্যাচারাল্।

বলরাম ॥ এই দিলে তো ওর ইমোশান-এর ওপর বাসন ধোয়া জল ঢেলে। পৃথিবীর কোন কিছুই ওর কাছে ন্যাচারাল্ নয়—সেইটে গোড়ায় বুঝে নাও। তাহলে তোমার ডাক্তারিটা সহজ হবে।

ছায়া ॥ তুমি ভাবো তোমার খুব বুদ্ধি, না? সত্যি সত্যি যদি তোমার বুদ্ধি থাকত, তাহলে তুমি বুঝতে যে, এটা ন্যাচ্যারাল্ বলেই আমার অবাক লাগছে, ওটা টুটুর ছবি নয়, আমার ছবি।

টুটু ॥ আহ্ মা, কী যে করনা সবার সামনে।

বলরাম ॥ আরে হ্যাঁরে বাবা, আমার বুদ্ধি নেই,—যত বুদ্ধি আছে তোমার আর তোমার মেয়ের। তুমিও খেপেছ, মেয়েও খেপেছে। আচ্ছা বেশ, চুপ করলুম—খুশী?

ডাক্তার ॥ হুঁ, ব্যাপারটা কী জানেন মিঃ মুখার্জী, এটা ঠিক তো যে একটা ছবি একটা মোমেণ্ট-কে চিরকালের মত ধরে রাখতে পারে। আপনাদের মেয়ের, কাছে এটা একটা ছবিই। কিন্তু

এই ছবিটা মিসেস মুখার্জীর মনে অনেক পুরোনো স্মৃতি টেনে আনছে….একটা হাসি, একটা দৃষ্টি, কোনো মুভমেণ্ট, ছবিটাতে এই স্মৃতিগুলো দেখানো নেই—কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে….

ছায়া॥ রাইট, ডঃ মল্লিক, রাইট।

ডাক্তার॥ বুঝলেন মিসেস মুখার্জী—স্মৃতি সব সময়েই এই সমস্ত ধরনের অভাবনীয় জিনিস থেকেই জন্ম নেয়! এ্যাণ্ড উই ক্যান এক্সপ্লেইন দ্য হোল অ্যাফেয়ার……..

বলরাম॥ কী জানি বাবা, এসব স্মৃতি-ফিতি আমার মাথায় আসে না।

বাচ্চু॥ এক্সকিউজ মি, ডঃ মল্লিক, কুড্ নট্ উই বি এ লিট্‌ল্ বিট কুইকার ?

ডাক্তার॥ কোয়াইট সো, কোয়াইট সো ……ফার্স্ট অব অল আই উড লাইক টু গেট ওয়ান অর টু পয়েণ্টস কোয়াইট ক্লিয়ার। ফরগিভ মাই আসকিং মিসেস মুখার্জী, ওণ্ট ইউ সীট ডাউন। (মিসেস মুখার্জী বসেন, ডাক্তারও বসেন) আচ্ছা আপনার ছবিটা এখানে এল কি করে ? আপনি কি ওকে এটা প্রেজেণ্ট করেছিলেন ?

ছায়া॥ না না, মোটেই না! তখন আমি আর কত বড়, এই টুটুর মত বড়ো জোর।

ডাক্তার॥ তবে ?

ছায়া॥ ঐ অ্যাকসিডেণ্টের কয়েক বছর পরে মিনাদি আমাকে কনস্ট্যাণ্টলি বলে পাঠাতেন……..তাই।

ডাক্তার ॥ মিনাদি, মানে মিঃ চ্যাটার্জীর মা, মানে পেসেণ্ট-এর বোন........?

বাচ্চু ॥ হ্যাঁ, আমার মা। ওঁর দিদি। অ্যাকচুয়্যালি স্পিকিং, আমরাও যে আজকে এখানে এমলু—সেটা মার জন্যেই। মা যদি মাস চারেক আগে মারা না যেতেন তাহলে অন্ততঃ আমি আর টুটু....(লজ্জায় বাকীটা বলতে পারেন না)

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, বলুন।

ছায়া ॥ এদ্দিনে ওদের বিয়ে হয়ে যেত। সেই রকমই সেট্‌ল্‌ড ছিল।

বাচ্চু ॥ মা মারা যাবার সময় বল্লেন, 'জানিস, আমার কী রকম মনে হচ্ছে, এই এত বছর পরে, ও শিগগিরই ভালো হয়ে যাবে।

ডাক্তার ॥ আপনি কি জিজ্ঞেস করতে পেরেছিলেন, কেন ওঁর এরকম মনে হয়েছিল ?

বাচ্চু ॥ না, তার দিন কয়েক আগে ওঁর মুখ থেকে কতকগুলো পিকিউলিয়ার কথা শুনেছিলেন। সেই থেকেই বোধ হয় এরকম ধারণা হয়েছিল।

ডাক্তার ॥ ও আচ্ছা! খুব ভালো। কথাগুলো কী........বলতে পারেন ?

বাচ্চু ॥ না আমি এক্সাক্টলি জানি না। মারা যাওয়ার দিনকয়েক আগে মা এ-বাড়িতে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তখন নাকি মার সাথে উনি আশ্চর্যরকম ভালো ব্যবহার করেছিলেন। ঐ ওঁদের শেষ দেখা। যেন উনি জানতেন যে এর পরে আর কোনদিন ওঁর দিদির সঙ্গে ওঁর দেখা হবে না। তাই আমি মাকে কথা দিয়েছি, আমি ওঁকে কোনদিন নেগলেক্ট করব না,

লোকজন ওঁর সাথে দেখা করতে আমার যে নরম্যাল অ্যারেন্জ্-মেণ্ট আছে, ওটা চলবে, আর ফাইন্যালি, আপনাকে এনে ওঁকে একবার ছ্যাখাবো।

ডাক্তার ॥ আচ্ছা! আমার মনে হচ্ছে কেস্‌টা খুব কম্‌প্লিকেটেড্ নাও হতে পারে। খালি ছবিটা........

বাচ্চু ॥ এক্সকিউজ মি ডাঃ মল্লিক, উই শ্যাল লিভ্ ইউ নাউ.........

[ডাক্তার ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান, টুটু ও বাচ্চু বেরিয়ে যায়]

ছায়া ॥ আপনার তরফ থেকে ওটাকে বেশী আমল দেবেন না ডাঃ মল্লিক। ছবিটা অনেক দিন বাদে দেখলুম কিনা—প্রায় বছর বাইশেক বাদে—তাই হঠাৎ দেখে কীরকম আপসেট্ হয়ে পড়েছিলুম।

ডাক্তার॥ আচ্ছা এই ছবিদুটো কি আপনাদের সেই নূরজাহান থিয়েটারের সময়কার ছবি?

ছায়া ॥ হ্যাঁ।

ডাক্তার ॥ তারমানে তখন পেসেণ্ট মানসিক-ভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন, তাই না? এগুলো তো প্রথমে ফোটো তোলানো হয়েছিল, স্যুভেনিরের জন্যে?

ছায়া ॥ হ্যাঁ!

ডাক্তার ॥ এই নাটক করার আইডিয়াটা কি ওর মাথাতেই প্রথম এসেছিলো?

বলরাম ॥ না হে ডাক্তার, ওটা আমারই আইডিয়া, কী জানি বাপু,

বিশ্বাস কর কিনা—ছাত্র বয়সে আমার মাথা দিয়েও অনেক ভালো ভালো প্ল্যান বেরুত।

ছায়া ॥ ওটা তোমার আইডিয়া ? ওটা নরেনের আইডিয়া !

বলরাম ॥ কেন, নরেন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল বলে ?

ছায়া ॥ তার সঙ্গে থিয়েটারের আইডিয়ার কী ?

বলরাম ॥ না তোমরা মেয়েরা ভালো ছাত্তরদের প্রতি একটু বেশি নেকনজর রাখো কিনা ?

ছায়া ॥ নরেন ভালো ছেলে তো ছিলই।

বলরাম ॥ হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে হয়তো নামও করত, কিন্তু থিয়েটারের আইডিয়াটা ওর মাথা থেকে আসেনি। শোন ডাক্তার, আমি বলছি··আইডিয়াটা প্রথম আমার মাথা থেকেই এসেছিল! ওটা নিয়ে ফাইন্যালি যা হয়ে গেল তাতে তো কেউ আর বোস্ট্ করতে পারে না। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, ওটা আমার মাথা থেকে এসেছিল আমার স্পষ্ট মনে আছে—তখন ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি—আমাদের ফাইন্যাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। একদিন দুপুরের পর য়্যুনিভার্সিটিতে গিয়েছি। এমনি লনে আড্ডা দিচ্ছি কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে। সেই সময় একটা লোক—উল্টোদিকের দেওয়ালে একটা থিয়েটারের পোস্টার সাঁটছিল। আমাদের মধ্যে একজন বলল, সে নাটকটা দেখেছে।

ডাক্তার ॥ নাটকটার নাম মনে আছে ?

বলরাম ॥ (ভেবে) না, আর কিছু মনে নেই। খালি মনে আছে নাটকটায় দুর্গাদাস বাবু অভিনয় করেছিলেন—ফরটি ওয়ানের কথা।····কী বলছিলুম ?

ডাক্তার ॥ আপনাদের মধ্যে একজন নাটকটা দেখেছিলেন।

বলরাম ॥ হ্যাঁ তরুণ, তরুণ। হি ওয়াজ্ এ ব্রাইট্ ইয়ংম্যান তরুণ বললো যে নাটকটা আমি দেখেছি, কিন্তু আমার একদম ভালো লাগেনি, ঠিক তক্ষুণি আমার মাথায় একটা আইডিয়া এলো। বললুম, চলনা হে, আমরা সবাই মিলে এমাসের শেষের দিকে ঐ রঙমহলেই একদিন একটা নাটক করি—বেশ জমজমাট করে।

ছায়া ॥ আমার কাছে কথাটা পেড়েছিল নরেন।

বলরাম ॥ আমিই পরে নরেনকে বলেছিলুম। ও যদি ব্যাপারটা নিজের আইডিয়া বলে চালিয়ে থাকে, তবে পষ্ট-কথা বাবা, ও ব্লাফ্ দিয়েছে! বুঝতেই পারছ ডাক্তার, তখনকার দিনের থিয়েটার মানে আজকালকার এ্যামেচার ক্লাবের মতো না মেয়ে পাওয়া যাবে কোথায়, আর ও যেরকম ফরোয়ার্ড টাইপে ছিল, ও রাজী হলে ওরই ক্লাসের কিংবা আমাদেরই ইয়ারের আরো দু-চারটি মেয়ে রাজী হবে—এই ভরসায় ওকেই প্রথম অ্যাপ্রোচ্ করতে বলেছিলুম।····নরেন বলে দিল কিনা ওরই আইডিয়া। ও সেদিনকে য়্যুনিভার্সিটি লনের চৌহদ্দিতে ছিল কিনা সন্দেহ।

ডাক্তার ॥ যাই হোক, নাটক হবে ফাইন্যালি সেটেল্ড্ হল সিলেকশানটা কী ভাবে হল মনে আছে আপনাদের ?

ছায়া ॥ আমার মনে আছে। নরেন হোস্টেলে আমাকে কথাটা বলতেই আমি রাজী হয়ে গেলুম। বললুম, যদি ডি. এল. রায়ের নূরজাহান নাটকটা করো—আমি রাজী আছি।

ডাক্তার ॥ বাড়ি থেকে আপত্তি হয় নি ?

ছায়া ॥ বাবা-মা তো কুচবিহারে। বললুম না, আমি হোস্টেলে ছিলুম। ঐটেই তো সুবিধে ছিল আমার পক্ষে।

ডাক্তার ॥ খুব ডেয়ারিং ছিলেন তো ?

ছায়া ॥ হ্যাঁ খানিকটা বেহায়া ছিলুম তো বটেই।

ডাক্তার ॥ আই ডিড্‌ন্‌ট্‌ মিন দ্যাট···আচ্ছা, পার্টিক্যুলারলি নূরজাহান নাটকটাই করা কথার মনে কেন আপনার ?

ছায়া ॥ ফোর্থ ইয়ারে পড়ার সময় একবার সেজদিদের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলুম কাটিহারে। সেখানে একটা ফাংশানে নূরজাহান নাটকটা দেখেছিলুম। সেজদির এক ননদ নূরজাহানের পার্ট করেছিলেন, খুব ভালো করেছিলেন। মানিকবাবুর 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' দেখেছেন ? তাতেও তিনি একটা ছোট রোল করেছিলেন।

ডাক্তার ॥ এঁকে শের আফগানের রোলটা দিল কে ? ডিরেক্টর কে ছিলেন ?

ছায়া ॥ ডিরেক্টর প্র্যাক্‌টিক্যালি কেউ ছিল না। তবু ডিরেক্টোরিয়াল কাজকর্ম যা কিছু করার ওই করেছিল। ও আগে থেকে অভিনয়-টভিনয় করত। ও গোড়াতেই বলে বসল, আমি শের আফগানের রোল করব।

ডাক্তার ॥ শুনে আপনাদের কিছু মনে হয়নি।

ছায়া ॥ কী মনে হবে? আর যা জেদী ছিল। বলল, শের আফগানের রোল তো ফার্স্ট এ্যাক্টেই শেষ ; আমি ব্যাক ষ্টেজের সব কাজ-কর্ম দেখতে পারব।····তারপর আর একটা কথাও বলেছিলো।

ডাক্তার ॥ কী কথা ?

ছায়া ॥ হঠাৎ বলেছিল, জাস্ট এমনি বলেছিলো…মেয়েরা ঠকালে কেমন লাগে দেখিনা একবার।

বলরাম ॥ বাজে কথা। ও চিরকালকার চালবাজ। আমি তো নাটকটা দেখেছি—ও নাটকটাতে শের আফগানই প্র্যাক্‌টিক্যালি হেরো। হেরো না হোক শহীদতো বটেই জাহাঙ্গীর তো কীরকম ম্যাড়া টাইপের ক্যারেকটার ছিল—তাই না?

ছায়া ॥ জানি না। আজ এই পঁচিশ বছর ওকে আমি দেখিনি, আপনি দেখবেন ডঃ মল্লিক—ওর চোখ কী গভীর কালো ওঃ কীরকম অদ্ভুত তাকাতে পারে।

বলরাম ॥ আরে তারা—আমার চোখগুলো তুমি কটা দেখলে কবে?

ডাক্তার ॥ আপনি বলছেন ওঁর চোখ গভীর কালো; উনি…হুঁ, কোয়াইট অ্যান্ ইনটারেস্টিং পয়েন্ট।

ছায়া ॥ আমি ওঁর আড়ালে থেকে সব ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ওঁকে নিয়ে ঠাট্টা করতাম। কিন্তু প্রমিস্ ডঃ মল্লিক, পরে আমার এজন্য দুঃখ হত। নিজের ওপরে রাগও হত মাঝে মাঝে। ওঁকে আমার আশেপাশে অন্য সব ছেলেদের চেয়ে অনেক সুপিরিয়র মনে হত সব সময়েই।

বলরাম ॥ আর আমাকে তোমার সবসময়েই ভোঁদাকান্ত মনে হত।

ছায়া ॥ ওঁর সঙ্গে তোমার তুলনাই হয় না। লোকে তো তোমার মুখের ওপরেই হাসে।

বলরাম ॥ হ্যাঁ—কাছার পেছনে হাসার চেয়ে মুখের ওপরে হাসা ঢের ভালো।

ডাক্তার ॥ শুনুন, সাবজেক্ট থেকে সিফ্‌ট্ করবেন না। আপনি বলছিলেন যে উনি কী রকম আশ্চর্য তাকাতে পারেন।

ছায়া ॥ হ্যাঁ, ঠিক তাই। আর কথা বলার সময় কীরকম বাচ্চাদের মতো....মানে, সব সময়েই যেন কীরকম এক্‌সাইটেড থাকত।

বলরাম ॥ হ্যাঁ....কীরকম একটা অদ্ভুত ভাব যেন !

ডাক্তার। 'কী' রকম অদ্ভুত।

বলরাম ॥ মানে....এই ঠাণ্ডা আছে, এই ফট্ করে উত্তেজিত হয়ে উঠলো ! ঐ নাটকটা ডিরেক্ট করার সময় যদি ওকে দেখতেন.... জাস্ট অন্য মানুষ মনে হতো !

ডাক্তার ॥ অন্য মানুষ মানে ? কীরকম মানুষ ?

বলরাম ॥ মানে খানিকটা যাকে বলে বায়ুগ্রস্ত টাইপের

ছায়া ॥ (রেগেছেন) ও রট্। ডঃ মল্লিক, ও কী করে বুঝবে একটা মানুষের মধ্যে যদি লাইফ টগবগ করে ফোটে তবে সে ঠিক নর্মাল থাকে না। একটা লোকের মধ্যে যদি প্রচণ্ড কল্পনাশক্তি থাকে, তবে সে কি জাস্ট নরম্যাল থাকতে পারে কখনও !

বলরাম ॥ আমি তো কক্ষণো বলিনি ওর মধ্যে ভিগার্ ছিল না, লাইফ ছিল না, কি কল্পনাশক্তির কোন খামতি ছিল ! কিন্তু বেশীক্ষণ নরম্যাল থাকতে পারত না—এটাও ফ্যাক্ট। ভেবে ত্থাখো ডাক্তার, নাটকটা এন্‌টায়ারলি ফিনান্স করেছিলুম আমি। কিন্তু আমিও যদি রিহার্সালে একটা খুট্ করে আওয়াজ করেছি, কি জোরে কেশেছি, অমনি ও আমাকেই সবার সামনে ঘর থেকে বের করে দিত। পরে অবশ্যি বুঝতো, লজ্জিত হত, আমাকে ডেকে বুঝিয়ে দিত। এরকম দিন তিনেক হয়েছিল। মানে

এটা ও কক্ষণো মনে রাখতো না যে আমি ইচ্ছে করলে তে নাটকটাই বন্ধ করে দিতে পারতুম। তাই না? আমি তো আর ওদের মতো ঐ থিয়েটার-ফিয়েটারে সিরিয়াস্‌লি ইণ্টারেস্টেড ছিলুম না।

ডাক্তার ॥ আচ্ছা—অ্যাকসিডেণ্টটা অ্যাকচুয়্যালি হলো কী করে?

বলরাম ॥ কী জানো ডাক্তার—এরও গোড়ায় ও নিজেই। নূরজাহা নাটকের ফার্স্ট অ্যাক্টের শেষে শের আফগানকে কয়েকজন আমড লোক ঘিরে ফেলেছে। শের আফগান তাদের সাথে লড়াই করতে করতে মরে যাবে। এইখানেই কার্টেন....ও প্ল্যান করেছিলো—দোলনা সিস্টেমে সাত-আটটা ছোট ছোট কাঠে তক্তা স্টেজে ঝোলানো থাকবে। মানে ব্যাক স্টেজের ডার্কনেসে আর কী। দড়ির এণ্ড-গুলো দু'পাশের উইং দিয়ে বাইরে লোহার রডে বাঁধা—লোকেরা ওকে অ্যাটাক করলেই ও জাম্প করে এ সেকেণ্ডারি প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়বে। আলো কমানো হতে থাকবে ছোটো ছোটো প্ল্যাটফর্মগুলো দুলবে। অনেকগুলো ছায়া পড় একসঙ্গে। মিউজিক বাজবে, কার্টেন পড়বে—এই ছিল ও আইডিয়া।

ডাক্তার ॥ বুঝেছি—ঐ প্ল্যাটফর্মেরই দড়ি ছিঁড়ে ··

বলরাম ॥ হ্যাঁ, আমি গোড়াতেই ওকে বারণ করেছিলুম, এসব রি কোরো না। আফটার অল আমরা শখের থিয়েটার করি এসব প্রফেশনাল ট্রিক-এর দরকার কী? কিন্তু ওকে ঠেকাবে কে ও তো সব ব্যাপারেই সিরিয়স—আর যা মেজাজ—দু চারবার এ কথা বললে তো তেড়ে মারতেই আসতো বোধ হয়।

ডাক্তার ॥ দড়িগুলো কি নতুন ছিল না ?

বলরাম ॥ (অপ্রস্তুত হয়ে) তা ছিলো, দড়িগুলো সব নতুন ছিল। কিন্তু আফটার অল অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। সবই হল আলোও পড়ল, ছায়াও পড়ল—এফেক্টটাও দারুণ হয়েছে....আমি অবিশ্যি উইংয়ের পাশ থেকে দেখেছি। ও সীনটায় আমি প্রম্পট্ করছিলুম : একটা রিয়্যাল সেনসেশনাল ব্যাপার। কিন্তু ফাইনালি....

ডাক্তার ॥ চোটটা কি মাথার পেছনে লেগেছিল ?

ছায়া ॥ উঃ ! কার্টেন পড়ে যেতেই আলো জ্বলে উঠল। আমরা গিয়ে দেখলাম ও ব্যাক ষ্টেজে ছেঁড়া দোলনাটার পাশে মাথা গুঁজে পড়ে আছে : গলার মালাগুলো ছিটকে ছড়িয়ে আছে চারদিকে।

বলরাম ॥ ফার্স্ট অ্যাক্টের পরেই তো ইণ্টারভ্যাল ছিল—লোকেরা কিছু বুঝতে পারেনি। আমরা ওকে জাষ্ট ধরাধরি করে গ্রীনরুমের একদিকে দুটো বেঞ্চি জুড়ে মাথায় স্যুভেনিরের একটা বাণ্ডিল দিয়ে লম্বা করে শুইয়ে দিলাম।

ছায়া ॥ বাইরে কোথাও কেটে-টেটে যায়নি, কোথাও একফোঁটা রক্ত ছিল না....

বলরাম ॥ ডাক্তারও ডাকা হয়েছিল। ডাক্তার একটা ইনজেকশন দিয়ে দিলেন, কী গোটাকয়েক ট্যাবলেটও প্রেসক্রাইব করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, কিছু না, একটু বাদেই সেন্স ফিরবে। নাহলে আমাকে খবর দেবেন আবার।

ছায়া ॥ প্লে শেষ হবার একটু আগেই ওর সেন্স ফিরে এল ..

বলরাম ॥ নিজেই উঠে এসে উইংয়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল···

ছায়া ॥ ফাইনাল কার্টেন পড়তেই আমি উইং দিয়ে বেরুতে যাবো, হঠাৎ দেখি ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তক্ষুণি ওর চোখের দিকে তাকাতেই বুঝলাম ওর কী হয়ে গেছে।

বলরাম ॥ ভ্যাট্। কী যে বল! না না ডাক্তার, ও বাড়িয়ে বলছে, গোড়ায় কেউ কিছু বোঝেনি।

ছায়া ॥ তোমরা ছেলেরা বুঝবে কী করে? প্লে-র শেষে তো তোমরা ড্রেস ছাড়তেই চাইছিলে না—কস্ট্যুম পরেই সব লুচি আর আলুর দম নিয়ে লোফালুফি শুরু করেছিলে।

বলরাম ॥ হ্যাঁ, তা কেউ কেউ করছিল···তোমার ঐ জাহাঙ্গীর নরেনই ছিল সব চেয়ে বেশী উৎসাহী।

ছায়া ॥ তুমিও কিছু কম নাচোনি। পার্ট তো করেছিলে পুরবাসী না চক্রান্তকারী—কিসের যেন। তিনটে ডায়লগ, কখন পার্ট শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবু তুমি কস্ট্যুম ছাড়োনি।

বলরাম ॥ আর তোমার শের আফগান?

ছায়া ॥ ও তো সময়ই পায়নি। যখন জ্ঞান হয়েছে তখন তো ওর মনেই নেই ওকে এরপর কী করতে হবে।

ডাক্তার ॥ আপনার মতে তখন ওর মাথা অলরেডি খারাপ হয়ে গেছে!

বলরাম ॥ ও সোজা আমাদের মধ্যে এলো। আমরা ভাবলুম ওর সেন্স ফিরে এসেছে—অন্যদের মত ও বুঝি শের আফগানের অভিনয় করছে আমাদের সামনে। আর ন্যাচারালি আমাদের চেয়ে ভালোই অভিনয় করছিল। তোমাকে তো আগেই বললুম

ডাক্তার—ও এমনিতেই দারুণ পার্ট করত! আমরা কেউ কিছু বুঝতেই পারিনি, আমরা ভেবেছিলুম ও আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছে।

ছায়া॥ আমরা মেয়েরা তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছি। ছেলেরা খুব হৈ চৈ করছে, কে একজন—বোধ হয় নরেনই ওর কাছে গিয়ে বলল, কী খাঁ-সাহেব, হবে নাকি একহাত—বলেই খাপ থেকে সে শোর্ড টেনে নিল। আর ও-ও অমনি খাপ থেকে তলোয়ার টেনে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর।

বলরাম॥ আমরা তখনও বুঝিনি: পাঁচ ছ'জন মিলে তলোয়ার নিয়ে ওর সামনে দাঁড়িয়ে পড়লুম—ঠিক যেমন ষ্টেজে হয়েছিল, তেমনি। কী ভীষণ ফাঁড়া গেছে সেদিন।

ছায়া॥ সেদিনের ঐ সময়টা জীবনে কোনোদিন ভুলব না। আমাদের মেক-আপ করা মুখগুলো ভয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। ছেলেরা অনেকে ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাচ্ছে। শুধু আমরা ক'জন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি চুপ করে। ওর মেক-আপটা তখন আর মেক-আপ নেই—

বলরাম॥ ও তখন চিরকালের জন্য শের আফগান হয়ে গেছে। ঐ পাগলামির মুহূর্তেই····

ছায়া॥ শের আফগানের রোল ওকে তখন গ্রাস করে ফেলেছে।···· ও যা করতো তাই যেন ওকে গ্রাস করে ফেলতো।

বলরাম॥ কী খাটনিটাই খেটেছিল বেচারী। সব চেয়ে ভাল প্রিপারেশন ছিল ওর—একটা লাইনও প্রম্পট্ করতে হয়নি। আর সেট, লাইট, মেকআপ, কস্ট্যুম—প্রত্যেকটার একেবারে